সিঁথির সিঁদূর

[স্ত্রী-পাঠ্য গার্হস্থ্য উপন্যাস।]

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রাপ্তিস্থান—
এইচ্, সি, মজুমদার এণ্ড কোং,
২১৮ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

রাসপূর্ণিমা, ১৩৩০।

[মূল্য ১৷০ পাঁচ সিকা।

....

শ্রী .... কে

.... নিদর্শন স্বরূপ

এই বইখানি দিলাম।

.... } শ্রী ....

তারিখ.............. }

সিঁথির সিঁদুর

(১)

বিনোদপুর-জমিদারবংশের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী নন্দা তাহার কলিকাতার ত্রিতল প্রাসাদে দাঁড়াইয়া চিন্তিতভাবে ডাকিয়া বলিল,—"বিধুর মা, অনাদিবাবুকে ডেকে দে ত।"

বিধুর মা দোরগোড়ায় সন্ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কর্ত্রীর আদেশ পাইয়া বাহির হইয়া গেল। অনাদিনাথ বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন ?"

"হাঁ" বলিয়া নন্দা মুখ তুলিয়া চাহিল, গম্ভীরভাবে বলিল—"শুন্‌লাম, বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে, আপনি বাড়ী যাবেন, কৈ ছুটির কোন কথা ত বলেন নি ?"

যুবক অনাদিনাথ একবারমাত্র পরিপূর্ণাঙ্গী নন্দার দিকে চাহিয়া নীরবে মস্তক নত করিল। নন্দা কোমলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"আসছে হপ্তায় আপনার বে ?"

অনাদিনাথ তথাপি উত্তর করিল না, তাহার নত দৃষ্টি যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া নন্দার দিকেই ধাইয়া চলিয়াছিল, পাশের টেবিল হইতে একখানা পুস্তক টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে নন্দা আবার বলিল—"কদিন বাদে লাটের কিস্তি দিতে হবে, এ সময় আপনাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়, কিন্তু আপনাকেই বা যেতে নিষেধ করি কি করে? কাজের যে কত ক্ষতি হবে, তা ত ভেবে পাচ্ছি না, শীগ্‌গির যাতে ফিরে আস্‌তে পারেন, তাই করবেন, জানেন ত আপনার ও'পরই এখানকার সব ভার রয়েছে।"

অনাদিনাথ বিস্মিত হইল না, কর্ম্মচারিবর্গের প্রতি নন্দার সদয় ব্যবহারের কথা পূর্ব্বাপরই সে বিদিত ছিল, তাহার মুখ কিন্তু বিবর্ণ হইয়া গেল, শুষ্ককণ্ঠে একটা ঢোক গিলিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, নন্দা বাধা দিয়া বলিল—"দুমাসের মাইনে আগাম দিতে বলে দিয়েছি, এতেই সেরে আস্‌তে পারবেন ত?" বলিয়া সে পুস্তকের মধ্যে মনোনিবেশ করিতে যাইতেছিল, পাশের ঘড়িতে নয়টা বাজিয়া গেল, মুখ তুলিয়া বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"আর কিছু বল্‌বার আছে? আরও বেশী টাকা চাই কি, বলুন না, বল্‌তে কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন?"

অনাদিনাথ ক্ষুদ্র শ্বাস ত্যাগ করিয়া আর একবার নন্দার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া স্বর হাল্কা করিয়া লইয়া বলিল—"এখন

আমার যাওয়া হবে না, বাইগাঁয়ে আদায়পত্র মোটে নেই, যেমন ক'রে হ'ক, একবার সেখানে গিয়ে চেষ্টা ক'রে ত দেখতে হবে। মাকেই আমি নিষেধ ক'রে চিঠি লিখে দিয়েছি।"

বিস্ময়ে বিষাদে নন্দার মন বিচলিত হইয়া উঠিল, তথাপি সে সহজ স্বরেই জিজ্ঞাসা করিল—"কৈ, আমাকে ত জানান নি? মা যে আপনার বড় বিপদে পড়বেন। কথা দিয়ে এখন তিনি না করেন কি ক'রে! কাজ ত জীবনভোর কর্ত্তে হবে, তা ব'লে কাউকে অসুবিধায় ফেলা যায় না; একবার যদি জিজ্ঞাসাও কর্ত্তেন?"

অনাদিনাথ কথা বলিল না, তাহার মন যেন এই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী রমণীর পায়ের গোড়ায় লুটাইয়া পড়িতেছিল। নন্দা আবার বলিল—"আপনার মা কি মনে করবেন, বলুন ত, তিনি হয় ত আমার জন্যই আপনার যাওয়া হ'ল না ভেবে দুঃখিতা হবেন, আর তাতে কি আমারই ভাল হবে? আপনার পিতার গুণেই যে বিনোদপুরের এত সমৃদ্ধি, তা তিনি জানেন, আজ তাঁর ছেলেই বের ছুটি পাচ্ছে না, এ কি তাঁর কম দুঃখের কথা, না আমাদের কম লজ্জার কথা?" বলিয়া সে অন্যমনস্কভাবে ঘড়ির দিকে চাহিয়া মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—"চিঠি লিখেছেন, কবে?"

সংক্ষেপে "কাল।" বলিয়া অনাদিনাথ বাহিরে পা বাড়াইতে

যাইতেছিল, নন্দা ব্যস্ত হইয়া বলিল—"শুনুন, এই নয়টা বাজল, আপনি চান ক'রে খেয়ে তৈরি হয়ে নিন, আমি ততক্ষণ টেলিগ্রাম করিয়ে দিচ্ছি, আজকের এই বারোটার গাড়ীতেই বেরিয়ে পড়ুন।"

"কিন্তু এখানকার সব বুঝিয়ে সুজিয়ে তবে ত—"

"সে সব প'ড়ে থাক, এসে যা করবার থাকে করবেন" বলিয়া নন্দা বিধুর মাকে ডাকিতে সে আসিয়া দাঁড়াইল।

নন্দা বলিল—"উঁপনবাবুকে বল, অনাদিবাবুর বাড়ীতে এখনি একখানা টেলিগ্রাম ক'রে দেয়, তিনি আজই বাড়ী যাবেন।"

বিধুর মা চলিয়া গেল, অনাদিনাথ কিন্তু এক পাও নড়িল না, এই বিবাহব্যাপারটা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহার মন ত্রাহি ত্রাহি করিতেছিল। অন্তরের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া বাক্য যেন কণ্ঠনালীর গোড়া পর্য্যন্ত আসিয়া অজ্ঞাত আক্রমণে আক্রান্ত হইয়া ফিরিয়া গেল। মানসমন্দিরে পূজার জন্য নির্ম্মিত কুসুমকোমল প্রতিমাখানি খড়কুটার মূর্ত্তির মত বিসর্জ্জন দেওয়ার শক্তিও তাহার ছিল না, অন্যের অজ্ঞাত বাসনার পুষ্টির জন্য নিজের সুখশান্তি, ইহপরকাল এক কথায় ত্যাগ করিবে, এত ভরসাও সে পাইল না। স্বর গাঢ় করিয়া অতিকষ্টে এবার সে বলিয়া বসিল—"মা কেন এতে লজ্জিত হবেন, আমার মতও কিছু।

নেন নি যে, আগে থেকেই পাকা কথা দিয়ে ফেলবেন। মেয়েমানুষের কাজ, হয় ত কথা উঠতেই ব্যস্ত হয়ে লিখে পাঠিয়েছেন।"

নন্দা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল, অনাদিনাথের গোপনীয় মনোভাব ঘুণাক্ষরেও সে জানিত না, তাই তাহার বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইল। সে জোর দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আর যদি পাকা কথাই দিয়ে থাকেন?"

"দিয়েই থাকেন ত" বলিয়া অনাদিনাথ থামিয়া গেল, মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া—"সে সম্ভবই নয়" বলিয়া এবারও মধ্য-পথেই নীরব হইল।

ঈষৎ হাসিয়া নন্দা বলিল—"সম্ভব নয় ব'লে নিশ্চিন্ত থাকা কি আপনার ভাল ব'লে মনে হয় অনাদিবাবু? যা তা কথা হ'লেও যা হ'ক ক'রে ব'সে থাকা চল্‌ত, কিন্তু এ যে গুরুতর ব্যাপার, না, আপনি এমন উদাসীন হবেন না, এখনই রওনা হয়ে যান।"

পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অনাদিনাথ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, তাহার মনের কথাটা এতক্ষণে মুখের গোড়ায় আসিয়া পড়িল। সে কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"যেতে এখন আমার মত নেই, মারও কিছু আমার মত না নিয়ে কথা দেওয়া উচিত হয় নাই, দিয়েই যদি থাকেন ত আমি কি কর্ব্ব। বিবেকের বিরুদ্ধে হঠাৎ

কিছু ক'রে বসা সে আমি পেরে উঠব না।" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

নন্দা পূর্ণবিস্ময়ে মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ থাকিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল—"তাই ত, এ যে রোগীর অনিচ্ছায় অসুধ প্রয়োগের চেষ্টা, এমন জেনে অনাদিবাবুর মা যদি পাকা কথা দিয়ে থাকেন ত, মস্ত ভুল করেছেন!" বলিয়া ঘড়ির দিকে দৃষ্টি করিয়া স্নানের বেলা হইয়াছে জানিয়া ডাকিল—"বিধুর মা!"

(২)

উপেন্দ্র টেলিগ্রাম করিয়া আসিয়া নন্দার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। নন্দা আবক্ষোবিলম্বিত আর্দ্র ভ্রমরকৃষ্ণ চুলের রাশ ছাড়িয়া দিয়া ঘরে ঢুকিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, স্রস্ত বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"দাঁড়িয়ে যে, স্নান আহার হয়েছে ?"

"না" বলিয়া উপেন্দ্র ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল, আমতা আমতা করিয়া কহিল—"এখন আমার মোটে ফুরসত নেই, আজ সকালেই আমায় ও পাড়া থেকে ডেকে পাঠিয়েছে, তবু দেরী হয়ে গেল, এ বেলা আর এখানে খাব না।"

নন্দা মৃদু হাসিল, মধুর কোমল স্বরে বলিল—"এমন ছিষ্টিছাড়া

মানুষও দেখিনি, কেন, বেলা এগারটা বেজে গেল, চান্ আহারের সময়ও কি এর মধ্যে হ'ল না?"

"কি ক'রে হবে, ও-পাড়ার তারিণী মুখুয্যে কাল রাত দুটায় মারা গেল, পুড়িয়ে বাড়ী ফিরতে বেলা আটটা হয়েছিল, তার পর টেলিগ্রাম কর্ত্তে গেলাম।"

"আর কি লোক ছিল না?" বলিয়া নন্দা জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল।

উপেন্দ্র ধীরস্বরেই বলিল—"লোক যে ছিল না, এমন কথা বলি কি ক'রে, কিন্তু যারা ছিল, তাদের মোটে এগুতে দেখিনি, সন্ধ্যে থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল, ঘরে ব'সে সবাই হাহুতাশ কর্চ্ছে দেখে আমায় ডেকে পাঠালে, না গিয়ে কি করি?"

নন্দার মন সহানুভূতিতে শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল, পাড়ার এই বখাটে যুবকটিকে পিতার আমল হইতেই সে অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখিত, ইহার কার্য্যকলাপে আচারব্যবহারে সাধারণ লোক অসন্তুষ্ট হইলেও অসাধারণ পরহিতৈষণা লইয়া নন্দা আজ পর্য্যন্ত ইহার বিরুদ্ধে কথা বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিত। দিন নাই, রাত্রি নাই, অকাতর আত্মত্যাগে দুই হাতে পরের দুঃখমোচন করিবার জন্য উপেন্দ্রের অপরিসীম প্রয়াস ধনিকন্যা নন্দার নিকট তাহার স্বভাবসুলভ দোষগুলিকে ঢাকা দিয়া রাখিয়াছিল। এই ছন্নছাড়া যুবকটির অহঙ্কারও ছিল না,

আত্মসুখের চিন্তাও ছিল না। আমোদ-আহ্লাদ, গানবাজনায় কাল কাটাইতে গিয়াও নিয়তই যেন তাহার একটি কাণ আর্ত্তবিলাপের অপেক্ষায় খাড়া হইয়া থাকিত, দুঃখীর দুঃখ, পীড়িতের পীড়া উপশম করিতে পারিলে, ক্ষুধার্ত্তের আহার যোগাইতে পারিলে উপেন্দ্রের মুখখানা যেন শান্ত শরতের জ্যোৎস্নার মত হাস্যময় হইত, তাই আজও কথা বলিতে গিয়া তাহার বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা দেখা গেল না, বরং অক্ষুণ্ণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠার গরিমায় মুখ-চোখ হাসিতেই ছিল, নন্দা কিন্তু স্নেহের ভর্ৎসনা করিয়া বলিল—"যেখানে রোগ-শোকের সম্ভাবনা, যেখানে আপদ্-বিপদ্, সেখানেই গিয়ে হাজির হ'তে হ'লে নিজের শরীরও ত টিকবে না, আগে আত্মরক্ষা ক'রে তবেই অন্য কাজ।"

নন্দা ভিন্ন উপেন্দ্র আর কাহাকেও বড় ভয় করিত না। পিতৃমাতৃহীন অনাথ উচ্ছৃঙ্খল বালক ছেঁড়া ফুলের মত শুকাইয়া গেলে কেহ তাহার সংবাদ লইত না, বহিয়া গেলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, এমন লোক ছিল না বলিয়াই সে চির-স্বাধীন, চির-উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাপরায়ণ। পরের কাজ করিত, পরের হাঁড়ীর ভাতে জীবন ধারণ করিত, আর আপন ইচ্ছার বেগ বর্দ্ধিত করিয়া জীবনকে মূল্যহীন অসার করিয়া তুলিয়াছিল। সহসা গ্রামের জমিদারমহাশয় সুনজরে দেখিয়া ইহাকে বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলেন। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, চির-স্বাধীন উপেন্দ্র

জীবনে সেই প্রথম বৃদ্ধের স্নেহের অংশ পাইয়া বন্ধন স্বীকার করিয়াছিল, পিতার আশ্রিত বলিয়া উপেন্দ্রকে দেখিয়া অবধিই নন্দা স্নেহ করিত। এ বাড়ীতে প্রবেশ করার পর উপেন্দ্রের উচ্ছৃঙ্খলতার বেগটা কমিয়া গেলেও সে কিন্তু অভ্যাসটি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে পারে নাই। নন্দা দেখিতে পাইলেই তাহাকে তিরস্কার করিত, অনুযোগ করিত, আহার-নিদ্রার ত্রুটি হইলে রাগ করিয়া কথা বলিত না, এমনই ভাবে ইহাদের বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল, এখন যৌবনে পা দিয়াও নন্দা পিতার আশ্রিত উপেন্দ্রকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে নাই, করুণাময়ীর করুণা অপর সাধারণের ন্যায় উপেন্দ্রও লাভ করিত। সময়ের পরিবর্ত্তনে উপেন্দ্র নন্দাকে ভয় করিত, নীরবে দাঁড়াইয়া তাহার ভর্ৎসনা শুনিতেও দুঃখ বা কুণ্ঠা বোধ করিত না, পৃথিবীতে এই একটিমাত্র হৃদয় তাহার কথা ভাবে ভাবিয়া সেও সম্ভব হইলে ইহার কথা রক্ষা করিতে অন্যথা করিত না। অনুযোগ করিলে ক্রুদ্ধ না হইয়া হাসিমুখে বিনীতভাবেই উত্তর করিত, তাই আজও অল্প হাসিয়াই বলিল—"আত্মরক্ষার যে এতে কোন বিঘ্ন হচ্ছে, তেমন কি দেখতে পাচ্ছ ?"

নন্দাও হাসিল, প্রভাতরৌদ্রের মত সে হাসি স্নিগ্ধতা বিতরণ করিল। দিন দিন উন্নত উপেন্দ্রের শরীরের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সে বলিল—"হচ্ছে না বলেই যে হবে না, এমন কোন কথাও ত

নেই উপিনদা, যা কথনও হয়নি, তা যদি না হ'ত ত তুমি কি ক'রে এ বাড়ীতে এলে! প্রথম থেকে সাবধান হয়ে না চলে শেষটা যদি অসুখ বিসুখই হয় ত কে দেখবে? তোমার ত মা-বোন নেই।"

"ঐটে আমার বড় শোয়াস্তি," বলিয়া উপেন্দ্র থামিল।

নন্দা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল, সহসা স্বজনহীনার পিতা-মাতার কথা মনে পড়িয়া চোখ সজল হইয়া উঠিল, শান্ত কণ্ঠেই বলিল,—"সুখ যে তোমার কিসে, তা আমাদের বোঝবার যো নেই, তাই বলতে হয় যে, অমন সুখ যারা চায়, তাদের দল থেকে তুমি স'রে এস।"

উপেন্দ্র বলিল,—"কেন, এ আর তুমি বোঝ না, এ যে সোজা কথা, ধর, মা-বোন থাকলে তাঁরাও আমার জন্য ভাবতেন, আমারও হয় ত না ভেবে পারবার যো ছিল না।"

"হয় ত" বলিয়া নন্দা অন্যমনস্ক হইয়া উঠিল। উপেন্দ্র হাসিয়া বলিল—"বিস্মিত হচ্ছ, কিন্তু এতে বিস্ময়ের কোন কথা ত নেই, পৃথিবী শুদ্ধ লোকই মা-বোনের জন্য ভাবে, এমন প্রমাণও নেই, আর ভাবতেই হবে, এ আইনও আজ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয়নি।" বলিয়াই সে ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—"না, যাই, আর দেরী করবার সময় নেই।"

নন্দা স্বর কঠিন করিয়া বলিল,—"না, আজ আর তোমার

মজ্‌লিসে যাওয়া হচ্ছে না, রোদ্দুরে মত পুড়িয়ে এসে ক্লান্ত হয়েছ, চান ক'রে খাওগে যাও।"

"সেটি হবার যো নেই নন্দা, জান ত, একদিন না গেলে আমার প্রাণ খাবি খেয়ে ওঠে, ঘরে টিকতে পারি না।"

এই বিষয়টার প্রতি এত আগ্রহ বলিয়াই নন্দা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও উপেন্দ্রকে এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া বাধা দেয় নাই, আজও ততটা সাহস তাহার হইল না, কথা বলিলে যদি না থাকে ত বৃথা অপমানই ঘাড় পাতিয়া লইতে হইবে, তাই জোর করিয়াই বলিল— "যেতেই হয় ত খেয়ে যাবে, দু'পাঁচ-মিনিটে গান-বাজনা ফুরিয়ে যাবে না।"

উপেন্দ্র দ্বিরুক্তি করিল না, স্নানাহারের জন্য যাওয়ার কোন ব্যস্ততাও তাহার দেখা গেল না, যেমন ছিল, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। নন্দা বলিল—"যাও, চান্ কর গিয়ে, দাঁড়িয়ে থাকলে যে অমূল্য সময় নষ্ট হবে।"

"তাই যাই" বলিয়া উপেন্দ্র দাঁড়াইয়াই রহিল, নন্দা জিজ্ঞাসা করিল,—"আর কোন কথা আছে ?"

রুক্ষ কেশরাশির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে উপেন্দ্র কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল,—"তারিণীর ছেলেমেয়েগুলো যে আজ না খেয়ে থাকবে, ওদের ঘরে ত খুদের কণাটিও নেই।"

"কিছু দিতে হবে, এই না, আমিও এতক্ষণ এ কথাটা ভেবেই

ব্যস্ত হচ্ছিলাম যে, এ আমার উপিনদার হ'ল কি, শেষটা গানের মজলিসে যেতে সে কি আমার অনুমতি নিতে এল।" বলিয়া সে মুহূর্ত্তে গম্ভীর হইয়া গেল; দয়ার্দ্র স্বরে বলিল—"ওরা হয় ত সব চান্-আহার কর্ত্তে গেছেন, এখন ত আর হবার উপায় নেই, যা দরকার হয়, বিকেলে গিয়ে দিয়ে এস।"

উপেন্দ্র বাহির হইবার উপক্রম করিতে বাধা দিয়া নন্দা আবার বলিল,—"আচ্ছা, দাঁড়াও দেখি উপিনদা, এ বেলা তারা খাবে কি, সেও যে ভাববার কথা।" বলিয়া আঁচল হইতে চাবি লইয়া আলমারি খুলিয়া একখানা নোট উপেন্দ্রের হাতে দিয়া বলিল— "চান্ কর্ত্তে যাবার সময় দিয়ে এস।"

(৩)

পিতার রুচি অনুসারে চতুর্দ্দশবর্ষীয়া নন্দা আজও অনূঢ়া। মাতৃহীনা কন্যাকে বয়স্থা না করিয়া বিবাহ দিবেন না, এ কথাটা তাহার পিতা এমন করিয়াই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাহারই জোরে পিতার মৃত্যুর পরও নন্দা তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিতে ইচ্ছা করিল না। আত্মীয়কুটুম্ব যে যেখানে ছিল, অনুরোধ, উপরোধ, উপদেশ প্রভৃতির দ্বারা নন্দার মন টলাইতে না পারিয়া ক্ষুণ্নমনে প্রস্থান করিলেন। নন্দা বিনীতভাবে পিতার মত জানাইয়া

আরও কিছু কালের জন্য কুমারীই থাকিয়া গেল। প্রথম শোকাবেগ হ্রাস হইয়া আসিলে পিতার মত হিতকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ দেওয়ানমহাশয়ের হাতেই সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া সে যেমন ছিল, যেন তেমনি রহিয়া গেল। ভগবান্ কিন্তু এতটাও সহ্য করিলেন না, ছমাস যাইতে না যাইতে দেওয়ানকেও তাঁহার মনিবের অনুসরণ করিতে হইল; নন্দা নিরুপায়ে পড়িয়া বিপদ গণিল, চারিদিক্ অন্ধকার দেখিয়া মৃত্যু-বিবর্ণমুখ বৃদ্ধ দেওয়ানের শেষ কথাটাই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধ বলিয়াছিলেন—"মা, ভেব না, ভগবান্ অবশ্য তোমায় রক্ষে করবেন, অনাদি আমার কৃতী পুত্র, তাকে তুমি আমার পদে বহাল ক'র, সে আমার মর্য্যাদা নষ্ট করবে না।"

নন্দা বৃদ্ধের কথা প্রতিপালন করিল, যুবক অনাদিনাথকে পিতার পদে নিযুক্ত করিয়া নিজেও যথাসাধ্য বিষয়কর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিল।

অতি অল্পকালের মধ্যেই অনাদিনাথ পিতার অধিকার বুঝিয়া লইল, তাহার তত্ত্বাবধানে নন্দার বিষয়কর্ম্মের জন্যেও সড ভাবিতে হইত না, সে আপনার উচ্চ মনোবৃত্তি লইয়া নিজেকে প্রস্তুত করিতে যত্নবতী হইল।

আষাঢ়ের প্রথম বারিপাতে সিক্ত ধরণীর গন্ধ লইয়া বায়ু শন্ শন্ করিয়া বহিতেছিল, মেঘান্তরিত দীপ্ত রৌদ্র প্রবল শত্রুর মত প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, ঘরের মধ্যে বিষম গুমট। শয্যায় নন্দার

সর্ব্বাঙ্গ স্বেদস্নাত হইয়া উঠিল, কেমন একটা আলস্য যেন আজ সারা দিন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে, উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে সকল কার্য্যেই অনুৎসাহ, আলস্যের বশে উঠিয়া পাখাটা খুলিয়া দিবে, এমন শক্তিও তাহার হইতেছিল না, ডাকিয়া হুকুম করিলে মুহূর্ত্তে যে কার্য্য হইতে পারে, শুধু একটা কথা বলিবার দায় হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যেই যেন আজ তাহাও সে পারিতেছে না। পড়িয়া পড়িয়া অনাদিনাথসংক্রান্ত কথাটাই সে চিন্তা করিতেছিল, পুনঃপুনঃ অনুরোধেও সে গেল না। নন্দার স্বাধীন চিত্তও যেন মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আচরিত অনাদিনাথের কার্য্যটাকে ভাল বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছিল না, তাহার মাতা কি ভাবিবেন, বিপন্ন বিধবা কি করিয়া কন্যাপক্ষকে নিষেধ করিবেন, কেমন করিয়া আত্মসম্মান বজায় থাকিবে? অনাদিনাথের যে বয়স হইয়াছে, যে সম্পত্তি তাহার পিতা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এখন বিবাহ করিব না, এমন সঙ্কল্প তাহার কেন হয়, নিজে কৃতী, পিতার প্রচুর সম্পত্তি, মাতার আগ্রহ, নন্দা বুঝিতে পারিল না, অনাদিনাথের এ খেয়ালের কারণ কি? সহসা তাহার নিজের অবস্থা মনে হইল, কত পিতা পুত্রের জন্য তাহার পাণি-প্রার্থনা করিতেছেন, তবু ত সে বিবাহে মত করিতে পারে নাই, কেন পারে নাই, নন্দা ভাবিল, কেনই বা মত করিব, আমার কে আছে, কাহার জন্য বন্ধন স্বীকার করিব, মা যদি থাকিতেন! নন্দার চোখ সজল হইয়া

উঠিল, মনে মনে বলিল,—"মা'র কথার ওপর কিন্তু আমি কথাটি বল্‌তে পার্‌তাম না।"

শোঁ শোঁ শব্দে বাতাস বহিতেছিল, নন্দা আলস্য ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, মুক্ত বাতাসে ঘাম কমিয়া গেল, কপালে গণ্ডে স্নেহময় হস্ত বুলাইয়া দিয়া সিক্তবায়ু যেন তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া গেল। নন্দা ভাবিল, "তাই ত, অনাদিবাবুর বিয়ে না কর্‌বার কারণ কি? তবে কি—" সে থামিয়া গেল, একটা প্রচ্ছন্ন ভাব যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ আলোড়িত করিয়া তুলিল, এবারও সে মনে মনেই বলিল—"মানুষের চিত্ত-বৃত্তির স্থিরতা নাই হয় ত বা—" নন্দা আবার থামিল, বাতাস যেন তাহার কাণের কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল,—"তাও ত অসম্ভব নয়, আশাই যদি ক'রে থাকে ত তাকে কিছু দোষ দেওয়া যায় না, সে অনুপযুক্ত কিসে?"

নন্দা চিন্তার সূত্র ঘুরাইয়া লইল। আহা, যাহার সহিত বিবাহ ঠিক হইয়াছিল, তাহার কি গতি হইবে, তাহার পিতামাতা কি করিবেন, কন্যাদায় যে বিষম দায় হইয়া পড়িয়াছে। টেলিগ্রাম করার জন্য নন্দার মন অনুতপ্ত হইয়া উঠিল, আশা দিয়া সেই ত তাহাদিগকে প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে। যখন দেখিবে, অনাদিনাথ গিয়া পৌঁছিল না, তখন হতাশার প্রবল পীড়নে যে তাহাদের হৃদয় মথিত হইবে। সহসা উপেন্দ্রের আর্ত্তস্বর কাণে যাইতে নন্দা

চমকিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিল, পথ বহিয়া মটরকার যাইতেছিল, তাহার নীচে পড়িয়া একটা ছাগল দুই খণ্ড হইয়া গিয়াছে, আর উপেন্দ্র দাঁড়াইয়া হায় হায় করিতেছে। নন্দার মনও এই অবোধ পশুটির জন্য কাঁদিয়া উঠিল, বিধুর মাকে দিয়া সে উপেন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"পথে দাঁড়িয়ে হায় হায় করলে কি হবে উপিনদা ?"

উপেন্দ্র হাঁপাইতেছিল, খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া উত্তর করিল—"তোমাদের মত বড়লোকের জ্বালায় যে প্রাণ বাঁচিয়ে চলা দায় হয়েছে !"

বিস্ময়ব্যাকুল দৃষ্টি তুলিয়া নন্দা জিজ্ঞাসা করিল—"তার মানে ?"

"এই দেখ না, মটরকার, গাড়ী, প্রাণিহত্যার যত যন্ত্র—নিয়েই তোমাদের কারবার।"

"তা হ'লে তোমার মতে এ সব ছাড়া উচিত, কেমন, না ?"

"তা কেন ?" বলিয়া উপেন্দ্র বিমর্ষভাবে বলিল—"ভগবান্ দিয়েছেন, ভোগ কর, তা ব'লে যে পথের দিকে চাইবে না, গরিববেচারারা বাঁচে কি মরে, সে দিকে লক্ষ্য করবে না, এতেই বা তোমাদের অধিকার কি ?"

"দোষ ত সব তোমাদের।"

উপেন্দ্র চমকিয়া উঠিল, বলিল—"দোষ আমাদের ?"

"তা নয় ত কি, তোমাদের মত আনাড়ীর হাতে চালকের কাজ দিলেই যত বিপদ হয়।"

গুৰো কথাটা স্বীকার করিয়া উপেন্দ্র উত্তর করিল—"এ তোমার ঠিক কথা, কিন্তু আমি বলি কি, যখন এর ওপর জীবন-মরণ নির্ভর কচ্ছে, তখন আনাড়ী বাদ দিয়ে ব্যবস্থা কল্লে হয় না? কম তেলে টাট্‌কা ভাজা খেতে ইচ্ছে ক'রেই তোমরা বড় বিপদ ঘটাচ্ছ।"

"এ কথা তোমার মানি" বলিয়া নন্দা জিজ্ঞাসা করিল—"আজ যে তুমি এত সকাল সকাল চ'লে এলে?"

"একঘেয়ে আর ভাল লাগ্‌ছে না নন্দা, তাই ভাব্‌ছি, কল্‌কাতা ছেড়ে আর কোথাও যাব।"

"তোমার আবার ভাল লাগছে না উপিনদা?" বলিয়া নন্দা উপেন্দ্রের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আবার বলিল—"এমন দিন কি হবে যে, গানবাজনা হাঙ্গামহজ্জত তোমার ভাল লাগবে না, এ সব ছেড়ে তুমি থাক্‌তে পারবে? যদি পার, তবে তুমিও মানুষ হবে, তোমাতে ত কোন গুণেরই অভাব নেই।"

উপেন্দ্র ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"তবু আজ তোমার কথা শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল, কেন না, এর আগে কিন্তু এমন কথাটি কেউ বলেনি যে, আমার কোন গুণ

আছে। আমি কিন্তু অনেক সময় ভাবি নন্দা, তোমাদের মত মানুষ হয়েই বা কি হবে, পৃথিবীর ভার বাড়বে বৈ ত কমবে না।"

"সবাই যখন ঐ ভার বাড়াবার জন্যে উঠে প'ড়ে লেগেছে, তখন তুমি একা তা ভেবে কি করবে উপিনদা!" বলিয়া নন্দা উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"বিধুর মা!"

বিধুর মা আসিয়া দাঁড়াইতে সে বলিল—"অনাদিবাবুকে আমার নাম ক'রে ব'লে দে যে, তাঁকে আজকের রাত্রের ট্রেণেই বাড়ী যেতে হবে, না গেলে চলবে না, বুঝলি?"

"যাই" বলিয়া বিধুর মা চলিয়া গেল। উপেন্দ্র সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"এত কড়া হুকুম?"

"অনাদিবাবুর বিয়ে কি না, তাই তাঁর মা তাঁকে যেতে লিখেছেন।" বলিয়া নন্দাও অন্যমনস্কভাবে উঠিয়া গেল।

(৪)

মনিবের আদেশ মাথা পাতিয়া লইয়া অনাদিনাথ অশান্ত হৃদয়ে বাড়ী রওয়ানা হইল। মেঘ কাটিয়া আকাশে তখন নক্ষত্র দেখা দিয়াছিল, শুক্লাষ্টমীর জ্যোৎস্নায় প্রাসাদপ্রাচীর ভরিয়া গিয়াছে। সৌধবহুল রাজপথে বাতাস মৃদু গতিতে চলিতেছিল। অনাদিনাথ ঘোড়ার গাড়ীতে বসিয়া নিমীলিতনেত্রে এ সকলের সত্তা

অনুভবে জানিতে পারিতেছিল না। অনাদিনাথ সহসা চোখ চাহিল, দীপ্ত জ্বালাময় আলো চোখ ঝলসাইয়া দিয়া গেল, পর-মুহূর্ত্তেই সে অসাড়ের মত চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। শতসহস্র চিন্তার মধ্যে তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, বিবাহে নন্দার এত আগ্রহ কেন? সে ত তাহাকে সংবাদ পর্যান্ত দেয় নাই, কাকের মুখে খবর পাইয়া এই যে উৎপাতের উৎপত্তি, ইহার কারণ কি? একমাত্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠা কি! অনাদির হাসি আসিতেছিল, ষোড়শী অবিবাহিতা রমণীর কর্ত্তব্যজ্ঞান যে কতখানি হইতে পারে, তাহা তাহার মত শিক্ষিত পুরুষের কাছে কিছু লুকান থাকিতে পারে না। তবে তাহাকে দূরে তাড়াইয়া নন্দার লাভ কি? সে যদি নন্দার আশা করে, এই ভয়ে কি? ভয়ের কারণ কিন্তু সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না, নন্দা জমিদারের মেয়ে, রূপগুণবতী, কিন্তু সেও ত কোন অংশেই তাহার অনুপযুক্ত নহে। ধনে, মানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে অনাদি-নাথের মত সুপাত্র যে এই বাজারে মিলিয়া ওঠা ভার। তবে,— তবে যে কি, অনাদিনাথ তাহা ভাবিয়া পাইল না। নন্দার আশা সে করে কি না, তাহা মানুষ কেন, দেবতাও জানে না যে, নন্দা সেই ভয়েই এই উপায়ে নিজের জীবন মুক্ত করিয়া লইবে। বিবাহ নন্দাকে করিতেই হইবে, এমন সুপাত্রই বা সে ত্যাগ করিতে যায় কেন? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া শেষটা যে হায় হায় করিতে হইবে। অনাদিনাথ অধরে দংশন করিয়া উঠিয়া বসিল—

"বড় লোক, মনিব বলেই ত এত জোরজুলুম। তা হ'ক, আমি মাতৃ-আজ্ঞাই পালন করব, নন্দার আশা আজ হ'তে হৃদয় হ'তে মুছে ফেল্‌ব। যার সঙ্গে যে ঠিক হয়েছে, সেও কিছু নন্দার চেয়ে মন্দ নয়। বলিয়া সহসা তাহার গাড়ী ফেল হইবার ভয় হইতে ডাকিয়া বলিল—"গাড়োয়ান, জল্‌দি হাঁকাও।"

গাড়ী কিছু দূর যাইতে না যাইতেই হঠাৎ তাহার মতি ঘুরিয়া গেল। নূতন চিন্তায় মন বিভোর হইয়া উঠিল। আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। একবার শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া সে কোন প্রকারেই কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। ব্যস্তভাবে গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল—"সবুর, সবুর—"

কাঁসারীপাড়ার মেসে প্রবেশ করিয়া অনাদিনাথ দেখিল, পরিচিত বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কেহই উপস্থিত নাই। হাঁপ ছাড়িয়া একটা সীট ঠিক করিয়া লইয়া সে শুইয়া পড়িল। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া চিন্তা তাহার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতেছিল, স্বাধীন নৌবিহারীর নৌকা যেন মজ্জনোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। অনাদিনাথ খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিল, পরে পাশের ঘর হইতে কালি-কলম চাহিয়া লইয়া মাতাকে নিষেধপত্র লিখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ডাকে দিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

(৫)

নির্ম্মল আকাশপ্রান্তে এক খণ্ড মেঘ দেখা দিল, নন্দার সাদা মনে কালিমার দাগ পড়িল, একবিন্দু গোমূত্র যেন দুগ্ধরাশি বিকৃত করিয়া তুলিল, সরল মনে বিকার উপস্থিত হইল। অনাদিনাথকে জোর করিয়া পাঠাইয়াও নন্দার কেমন শান্তি হইল না, তাহার নিতান্ত অনিচ্ছার কথাটাই বার বার মনে পড়িতে লাগিল। আজন্ম যে নন্দা পবিত্র নির্ম্মল ভাবনা লইয়া বালিকার মতই সংসারের পথ সরল সুগম মনে করিয়া আসিয়াছে, এই এক দিনের একটিমাত্র ঘটনা যেন সেই পথকেই কেমন কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিল, কুসুমসুকুমার মনের উপর নূতন আঘাতটা বড় বেশী করিয়া বাজিল, অথচ নন্দা বুঝিতে পারিতেছিল না, কি এ বিকৃতি, কিসের এ আঘাত, অনাদিনাথকে ত সে মুহূর্ত্তের জন্যও অন্যভাবে মনে স্থান দেয় নাই, অনাদিও নন্দার প্রতি বিন্দুমাত্র ভালবাসার পরিচয় আজ পর্য্যন্ত প্রকাশ করে নাই। সরল সুন্দর যুবকটি নন্দার মঙ্গলের জন্য যে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছিল। সেই জন্যই নন্দার কৃতজ্ঞ হৃদয় আজ এ সকল চিন্তায় ব্যাপৃত হইয়া উঠিল। অনাদিনাথের সময়-অসময় ছিল না, নিজের সুখসুবিধার চিন্তা সে করিত না, সমস্ত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া প্রকৃত হিতৈষীর মত নন্দার কার্য্যে সে আপনাকে বিকাইয়া ফেলিয়াছিল। নন্দা

ভাবিত, তাহার এই তরুণ কর্ম্মচারীটি পিতৃপুরুষগত কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দেওয়ার জন্যই এত সজাগ হইয়া রহিয়াছে। আজ সহসা তাহার সে ধারণা ঘুরিয়া গিয়াছে, সেখানে নিঃস্বার্থ কর্ত্তব্য-প্রেরণার একটা মহামহিমা দেখিয়া আসিতেছিল. আজ যেন সে স্থানেই অতি বড় স্বার্থের পঙ্কিলতার আভাস পাইয়া নন্দা মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। সে ভাবিতেছিল—"হয় ত আগে এতটা অসম্ভব ছিল না, কিন্তু এখন ত আর হতেই পারে না. এ যে দূরে—অনেক দূরে এনে ফেলেছে।"

মুক্ত বাতায়নপথে সৌরকর-তপ্ত বায়ু কক্ষমধ্যে উদ্দামগতিতে প্রবেশ করিতেছিল। নন্দা উঠিয়া বসিল, একখানা পুস্তক লইয়া দুপাতা পড়িতে না পড়িতে আবার এই অনাবশ্যক চিন্তাটাই তাহার মনে আসিয়া উঁকি দিতেছিল, "দূর ছাই" বলিয়া নন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল। বিধুর মাকে ডাকিয়া বলিল—"উপিনবাবু ও-পাড়ায় গিয়েছে, তাকে ডেকে আনতে বল।"

সন্ধ্যার পর উপেন্দ্র আসিয়া বারাণ্ডায় নন্দার সম্মুখে দাঁড়াইতেই নন্দা জিজ্ঞাসা করিল—"আমরা সব পৃথিবীর ভার হয়ে উঠেছি, এমনই কি একটা কথা না তখন বলেছিলে উপিনদা!"

উপেন্দ্র মৃদু হাসিল, আজ নন্দার কাছে এই সরল হাসিটুকু যেন অমৃতপ্রলেপের মত বোধ হইল। ধীর কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল—"হাস্‌ছ যে?"

"তোমার এই অনাবশ্যক কৌতূহল দেখে।"

"অনাবশ্যক কেন হ'তে গেল, না উপিনদা, যাতে মানুষের ভার না হয়ে পাড়ি, সে কাজ আমায় কর্ত্তে হবে।"

উপেন্দ্র হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—"ভার ব'লে ভার! ঘরে ঘরে হাহাকার, আর বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসিয়ে তোমরা সটান চ'লে যাচ্ছ, যেন দুনিয়ার সংবাদ তোমাদের রাখতেই নেই, অনাহার-পীড়িত প্রজার সর্ব্বস্বান্তকরা অর্থে তোমাদের পুষ্টি হচ্ছে।"

নন্দা ক্ষণকাল চিন্তা করিল, মৃদুশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"তা হ'লে বল্‌তে চাও, প্রজারা আর খাজনা দেবে না, কেমন, না?"

"কেন দেবে না, তোমরাই বা না নিয়ে পারবে কেন, খেয়ে ত বাঁচতে হবে। তা ব'লে আদায়েরও একটা সীমা আছে, আহারেরও পরিমাণ থাকা প্রয়োজন, তোমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাব হবে ব'লে তাদের থাক্ না থাক্, দিতেই হবে, এমনটা না হ'লেও চলে।"

"সুখ ত সবাই চায় উপিনদা?"

"চায় সবাই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যাদের রক্ত শোষণ কচ্ছি, তারা এই টানে বেঁচে থাক্‌তে পারবে কি না, সে কথাও একবার ভেবে দেখা দরকার নয় কি? ঘরে ঘরে প্রজাদের ও'পর কি অত্যাচার অবিচারটা হচ্ছে, তার খোঁজ ক'রুন রাখে নন্দা?"

"কেন এত অত্যাচার হয় ?"

উপেন্দ্র বলিল—"কেন হয়,—মনিব হুকুম করেছে, মোটর কিন্‌তে হ'বে, যেমন করে হ'ক, মহল থেকে টাকাটা তুলে না দিলে নায়েবের চাকরী থাকে না, তখন ?"

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল,—"আর ?"

"জমিদার বাগানবাড়ী কিন্‌বেন, আর কত কি, তার জন্যে দরকার হয়েছে, প্রজারা দেবে না ত কি ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ক'রে বেরুতে হবে ?"

নন্দা ভাবিতে লাগিল, উপেন্দ্রের কথাগুলি ক্রমশঃই যেন তাহার নবীন জীবনে একটা নূতন ভাব আনিয়া দিতেছিল। তাই কি ? প্রতীকারে অসমর্থ ধনীর হাতের ক্রীড়ার পুতুল, নিঃস্ব অন্নাভাব-জীর্ণ গরীবের প্রতি সত্যই কি এইরূপ অত্যাচার হইতেছে ? যাহারা দিন আনে, দিন খায়, ভাবিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায়, তাহাদের অর্থই ধনীর ঘরের রত্নভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। আর সেই রত্নভাণ্ডারের মুক্তদ্বারে বিলাসবিভ্রমের এত ছড়াছড়ি যে, ভোগ ভিন্ন ত্যাগের কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বুঝি সেখানে স্থান পায় না। দরিদ্র প্রজারা সারা দিন খাটিয়া আট আনা পয়সা সংগ্রহ করিয়া স্ত্রীপুত্রের আহারসংস্থান করিবে, না, জমিদারের বিলাসের উপকরণ সংগ্রহ করিবে ? মারাত্মক ব্যাধির ন্যায় এই বিলাসিতাটা দিন দিন এমনই বাড়িয়া চলিয়াছে যে,

তাহার আক্রমণে অন্নচিন্তায় কাতর পুত্রতুল্য প্রজাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিবার অবকাশটুকুও ঘটিয়া ওঠে না।

সহসা চিন্তায় বাধা দিয়া উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"আজ হঠাৎ এমন খেয়াল কেন এল নন্দা, বাপপিতাম'র কাল থেকে যা চ'লে আস্‌ছে, তার বিরুদ্ধে সংবাদ নিচ্ছ।"

নন্দা জবাব দিল না। উপেন্দ্র আঘাত করিয়া বলিল—"প্রজারা না খেয়ে এসে কেঁদে পড়্‌লে খেতে দিতে পার্‌বে না, কিন্তু বছরের খাজনা আদায়ের পর এই যে প্রতিমাসে প্রতিপর্ব্বে তোমাদের চাল বজায় রাখ্‌বার ব্যবস্থা কর্ব্বে, এর জন্য কি সত্যি তার দায়ী—"

প্রবল উচ্ছ্বাসে ঘাড় নাড়িয়া নন্দা বলিল—"না উপিনদা!"

"ধর, তোমায় প্রতিবারে লাটের কিস্তিতে কত টাকা দিতে হচ্ছে, আর আদায়ের বেলা এক খাজনা বলেই কতগুণ আদায় কচ্ছো, এতে তোমাদের অধিকার?"

নন্দা জবাব করিল না। উপেন্দ্র উৎসাহিত হইয়া বলিতে লাগিল—"অল্পপাতে বেশী আদায় না ক'র্লে কিছু তোমাদেরও চলে না, তা ব'লে বড় পারে, আশা ত পূরবেই না, বরং দিন দিন বাড়্‌বে, একেও কি ভার না ব'লে পার পাবার যো আছে নন্দা?"

ধীরে ধীরে নন্দা মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, জ্যোৎস্না-স্নাত

নৈশবায়ু খল্‌খল্ করিয়া হাসিতেছে; দুষ্ট বায়ু ছাদের টব হইতে ফুলের গন্ধ বহিয়া আনিয়া তাহারই কেশরাশি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, মুহূর্ত্ত প্রফুল্ল প্রকৃতির শোভা দেখিয়া নন্দা জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি এ সব ভাব উপিনদা ?"

উপেন্দ্র অধোমুখে উত্তর করিল—"আগে ত ভাবিনি, নেশা ছেড়েই আমার যত জ্বালা হয়েছে।"

"তুমি নেশা ছেড়েছ" বলিয়া নন্দা চমকিয়া উঠিল।

"তোমার জ্বালায় আর ধ'রে রাখ্‌বার যো আছে ? না নন্দা, কাজটা তোমার মোটেই ভাল হয় নি, বেশ মজগুল হয়ে থাক্‌তাম, কোন চিন্তাও ছিল না, সুখ-দুঃখ-জ্ঞানও ছিল না, তুমিই আমায় যত বিপদে ফেলেছ।"

(৬)

পরদিন সকালে নন্দা বলিল—"উপিনদা, তুমি না কল্‌কাতা ছেড়ে যাবে বলেছিলে ?"

"বলে ত ছিলাম, কিন্তু"—বলিয়া উপেন্দ্র মাথা চুল্‌কাইতে আরম্ভ করিল।

নন্দা সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিল—"তা আর দেরী ক'রে কাজ নেই, চল আজই বেরিয়ে পড়ি।"

উপেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমিও যাবে না কি ?"

"না গিয়ে কি করি, তোমায় একা কোথাও পাঠিয়ে ত কোন কাজ হবার যো নেই, তাই মনে করেছি, রাইগাঁয়ে দিন কতক থেকে সেখানকার অবস্থাটা দেখে আসব।"

"ও সব খেয়াল কেন নন্দা ? খাচ্ছ-দাচ্ছ ঘুমোচ্ছ, বেশ কেটে যাচ্ছে, কোথায় পাড়াগাঁয়ে প'ড়ে কোন্ হতভাগা খেতে পাচ্ছে না পাচ্ছে, তার খোঁজ করা কি তোমাদের মত মানষের মানায় ?"

"মানায় না ?"

"না" বলিয়া উপেন্দ্র স্মিতমুখ গম্ভীর করিয়া দাঁড়াইল।

"যা মানাবে না, তেমন কাজ আমিও কর্ব্ব না, কে যায় পরের সুখদুঃখের চিন্তা কর্ত্তে, বৃথাই মাথা ঘামাব, এমন বোকা আমায় পাওনি !"

"তা হ'লে এর ও'পরও কিছু আদায় কর্ত্তে যাচ্ছ, তাই বল।"

"সামনে লাটের কিস্তি, অনাদিবাবু নেই, যেমন ক'রে হ'ক, আদায়-তসিল ক'রে বিষয়টা ত রক্ষা কর্ত্তে হবে।"

"আমায় সঙ্গে নিলে ত সুবিধে হবে না, কর্ম্মচারী কাউকে নে যাও, যারা কারুর মুখ চাইবে না, প্রজার গলায় পা দিয়ে ওয়াশীল করতে পার্ব্বে।"

নন্দা মুচকি হাসিয়া বলিল—"আপত্তি ছিল না, কিন্তু এক যাত্রায় দুই কাজই হয়ে যায় ত মন্দ হয় না, তোমার একঘেয়ে ভাবটাও কেটে যাবে—কি বল?"

"সে অন্য সময় হবে নন্দা, এখন ত দুচার দিন আমার এখান থেকে নড়্‌বারই যো নেই!"

"কেন, কোথাও কিছু জুটেছে না কি?"

"জোটাজুটি কি, ভাবিণীর শ্রাদ্ধ না হ'ক, অন্ততঃ ছেলেগুলো শুদ্ধ না হ'লে ত চল্‌ছে না, কদিন ত তোমার সেই টাকা দশটি দিয়ে হবিষ্যির খরচ চালাচ্ছে, আমিই দেখি. কারু দোরে ঘুরে যদি দশ পাঁচ টাকা সংগ্রহ কর্ত্তে পারি।"

নন্দা মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিল, উপেন্দ্রের কার্য্যে তাহার প্রতি শ্রদ্ধাটা যেন ক্রমশঃ গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। সে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"কত টাকা লাগ্‌বে উপিনদা?"

"কেন, তুমি দেবে না কি?"

"যদি দি।"

"না না, পাটের কিস্তি না দিলে তোমার চল্‌বে না, এখন কি অমন অপব্যয় কর্ত্তে আছে?"

নন্দা খোঁচাটা হাসিমুখে হজম করিয়া লইয়া, উত্তর করিল—"এত ভাব্‌না কেন তোমার মনে এসে ঢুক্‌ল উপিনদা, বেশ ত ছিলে, সাতেও না, পাঁচেও না, মনের আনন্দে দিন কাটিয়েছ,

এখন যে কাজের চিন্তায় রাত্রে তুমি ঘুমোতে পার্ব্বে না!—বল দেখি, শখানেক টাকায় হ'তে পারে কি না?"

"কেন পারবে না, সত্যি তুমি একশ টাকা দিচ্ছ নন্দা?"

"যাও, হাত-মুখ ধোও গে, মনে থাকে যেন, দুটোর গাড়ীতে যেতে হবে, পাড়ায় বেড়িয়ে আবার দিন কাটিয়ে দিও না, আর দেখ, তারিণীবাবুর স্ত্রীকে ব'লে দিও, তাঁদের যখন যা প্রয়োজন হয়, এখানে যেন খবর দেন, শ্রাদ্ধের যা করা দরকার, এখান থেকে লোক গিয়ে ক'রে দিয়ে আসবে, তাঁদের কিছু ভাবতে হবে না, কর্ত্তেও হবে না।" বলিয়া নন্দা চলিয়া গেল।

প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ গাড়ীতে নন্দাকে উঠাইয়া দিয়া উপেন্দ্র অন্য এক কামরায় যাইবার সময় বকিতে আরম্ভ করিয়া দিল—"এত আমি বরদাস্ত কর্ত্তে পারি না, কেন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে গেলে কি ঘুম হ'ত না, না মানের হানি হ'ত? এই যে টাকাগুলো অনর্থক গেল, এতে যে গরীবের ঘরে স্বচ্ছন্দে একটা মাস কেটে যেত। না নন্দা, তুমি আমায় একখানা থার্ড ক্লাশের টিকিট কিনে দাও, আমার এত সুখ সইবে না, নয় ত আমি ফার্ষ্ট ক্লাশের টিকিটখানা বদলে নিয়ে আসি।"

বাতিরে উজ্জ্বল দীপালোকে প্লাটফর্ম্মবাসী লোকগুলি ছুটাছুটি করিতেছিল, থার্ড ক্লাশের গাড়ীর দোরের ভিড় দেখিয়া নন্দা

চমকিয়া উঠিল। উঠিতে গিয়া হয় ত কত লোক পড়িয়া যাইবে, আশঙ্কায় সে অসহিষ্ণু হইয়াও কোমল স্বরেই বলিল,—"তুমি আমাদের পাশের গাড়ীতে থাক্‌বে উপিনদা, টিকিট বদ্‌লালে ত চল্‌বে না।"

"তাই ত দেখি" বলিয়া উপেন্দ্র থামিতে নন্দা বলিল—"সে হয় না! তুমি অত দূরে থাক্‌লে আমরা থাকৃতে পারব না।

উপেন্দ্র স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল। অসংখ্য লোক পুঁটলি মাথায় করিয়া স্থানাভাব বশতঃ হাহাকার করিতেছে, স্ত্রীপুত্র লইয়া সমস্ত রাত্রি অনাহারে অনিদ্রায় এই প্ল্যাটফর্ম্মেই কাটাইয়া কাহাকেও সকালের গাড়ীতে যাইতে হইবে। উঠিতে না পারিয়া কাহারও চোখে জল আসিতেছিল, এই গাড়ীতে গিয়া পৌছিতে না পারিলে তাহার এমন ক্ষতি হইবে যে, এ জীবনে আর তাহা পূরণ হইবে না। সহসা দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িয়া গেল, যাত্রিবর্গ গাড়ীর জন্য মরিয়া হইয়া ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিয়া দিল। উপেন্দ্রের চক্ষে এ দৃশ্য অসহ্য হইয়া উঠিল, "আহা, কি কষ্ট হতভাগাদের" বলিয়া সে দুই পা অগ্রসর হইল। নন্দা সহানুভূতির স্বরে বলিল—"দুঃখ ক'রে কি করবে উপিনদা, এ কষ্ট কমাবার ত উপায় নেই, পৃথিবীতে সমান অবস্থা প্রায় সকলেরই হয় না, তা হ'লে যে ছোট বড় থাকত না।"

তৃতীয় ঘণ্টা পড়িয়া গেল, গার্ড আলো হাতে ঘন ঘন যাতায়াত করিতেছে, পাহারাওয়ালারা "হট যাও, হট যাও" বলিয়া কাহাকেও ধাক্কা দিয়া, কাহারও হাত ধরিয়া ঠেলিয়া দিতেছে। গাড়ী ছাড়িতে আর বিলম্ব নাই, সহসা আর্ত্তশব্দে নন্দা জানালা-পথে মুখ বাড়াইয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, উচ্চ শব্দে বলিল—"উপিনদা, শীগ্‌গির যাও, ঐ বুড়ীকে ধ'রে নিয়ে এস।"

পাশের গাড়ী হইতে উপেন্দ্র দরজা খুলিয়া লাফাইয়া পড়িয়া, বুড়ার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিয়া গাড়ীতে উঠাইল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। নন্দার কানে তখনও সেই আর্ত্তবিলাপটা থাকিয়া থাকিয়া যেন ধ্বনিত হইতেছিল। বুড়া কাঁদিয়া বলিয়াছিল—"আহা, বাছাকে হয় ত জন্মের মত দেখতেও পেলাম না, সে যে বিপদে পড়ে টেলিগ্রাম করেছে, আমি হতভাগিনী গিয়েও পৌছাতে পারলাম না, আমায় না দেখেই যে তার প্রাণ শুকিয়ে যাবে।"

(৭)

শেষ রাত্রির গুমটের পর আষাঢের মেঘ বর্ষণ আরম্ভ করিল। উপেন্দ্র সমস্ত রাত্রি ঠায় বসিয়াছিল, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া সবে ঘুমাইয়া পড়িতেই বিধুর মা আসিয়া ডাকিল—"উপিনবাবু, উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নিন, ষ্টেশনও এগিয়ে এল, জিনিস পত্তর সব গুছিয়ে নিতে হবে!"

বৃদ্ধার প্রতি সদয় ব্যবহারে উপেন্দ্রের আর কোন আক্রোশ ছিল না, বরং সে উল্টাই ভাবিয়াছিল, থার্ড ক্লাশে গেলে ত আর বৃদ্ধার স্থানসঙ্কুলান হইত না। যা একটু খট্‌কা সেকেণ্ড ক্লাশেও এ সমস্তই চলিতে পারিত, তবে এত আড়ম্বর কেন?

উপেন্দ্র মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া দেখিল, যাহা কিছু প্রয়োজন, নন্দা নিজেই প্রায় করিয়া লইয়াছে। যাহা বাকী ছিল, তাড়াতাড়ি গুছাইয়া লইয়া ষ্টেশনের অপেক্ষা করিতে লাগিল। সঙ্গে ঝি-চাকর যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা থার্ড ক্লাশে ছিল। পরে গাড়ী নির্দ্দিষ্ট ষ্টেশনে থামিতেই উপেন্দ্র নামিয়া সকলকে নামাইয়া লইয়া আসিল। ঘোড়ার গাড়ী রাইগাঁ অভিমুখে ছুটিল।

পথে উপেন্দ্র বলিল—"এ ভাবে সংবাদ না দিয়ে তোমার কিন্তু সেখানে যাওয়া মানাচ্ছে না নন্দা, নূতন আসছ, প্রজারা সব আয়োজন-উদ্যোগ কর্ব্বে, আমোদ-আহ্লাদ কর্ব্বে, গাছপাতা দিয়ে সাজিয়ে অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত কর্ব্বে। সে সব কিছুই তো পেরে উঠ্‌বে না।"

নন্দা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—"দুঃখ ক'র না উপিনদা, ইচ্ছে থাকলে সময়ের জন্যে যাবে আস্‌বে না।"

প্রায় ঘণ্টাতিনেক চলিয়া গাড়ী আসিয়া কাছারীবাড়ীর ফটকে দাঁড়াইল, উপেন্দ্র নামিয়া সম্মুখেই অনাদিনাথকে দেখিয়া বিস্মিত স্বরে বলিয়া উঠিল—"অনাদিবাবু এখানে যে?"

নন্দাকে দেখিয়া অনাদিনাথের মুখ কাল হইয়া গেল, আগা-গোড়া ঘটনাটা প্রহেলিকার মত বোধ হইতেছিল। নন্দা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল, হাত তুলিয়া নমস্কার করিল, দ্বিধামাত্র না করিয়া বলিল—"এখানেই এলেন ত, জানিয়ে এলে আর আমাদের বৃথা আস্‌তে হত না।"

অনাদিনাথের মুখ দিয়া কথা সরিল না, অধোমুখে দাঁড়াইয়া সে নিজের কথাই ভাবিতে লাগিল। মনিবের আদেশ অমান্য করিয়া সে যে তাঁহারই কাজের জন্য ছুটিয়া আসিয়াছে, এই শুভসংবাদটায় নন্দার মনঃক্ষোভ অপনোদন করিবে, এত-বড় আশাটা সহসা যেন অতল সলিলগর্ভে ডুবিয়া গেল। নন্দা আর তাহার দিকে লক্ষ্য না করিয়া উপেন্দ্রকেই বলিল—"উপিনদা, আমি খানিকক্ষণ বিশ্রাম না করে পার্ব্ব না, এ বেলার জন্যে যা কিছু বন্দোবস্ত কর্ত্তে হয়, তুমিই কর।" বলিয়া সে কাছারী-বাড়ীর অন্দরমহলে চলিয়া গেল।

(৮)

সহসা উপস্থিত হইয়া নন্দা, অনাদিনাথের যে বিহ্বলতাটার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল, উপেন্দ্রের সাহচর্য্যটা তাহাই দ্বিগুণ করিয়া দিল। কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন অপদার্থ উপেন্দ্রের সহিত নন্দার এই ঘনিষ্ঠতা অনাদিনাথ কখনও প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখিত

না, এখন এই অতিরিক্ত অনুরক্তিটা, তাহার অতি বিরক্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইল। পরগাছার মত এই উপেন্দ্র নন্দাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিবে, নন্দার কল্যাণকামনায় প্রেতের মত সজাগ থাকিয়াও এত দিনের মধ্যে এ কথাটা যদিও অনাদিনাথ একবারের জন্যও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে নাই, তথাপি দিনরাত্রি বিদ্ধ হইয়া, বেদনাকাতর হৃদয়ে, ইহাকে বিদায় করিবার জন্য, দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতেও ত্রুটিমাত্র ছিল না। এত কাল ধরিয়া সর্ব্বসাধারণের মত যদিও সে নিঃসংশয়ে জানিত যে, উপেন্দ্রের প্রতি নন্দার এই যে টানটা, ইহার মধ্যে অনুকম্পা ব্যতীত আর কোন বৃত্তিই স্থান পাইতে পারে না, এত বড় একটা জমিদারীর কর্ত্রী শিক্ষিতা ধনিকন্যা নন্দা উপেন্দ্রের মত অশিক্ষিত আশ্রয়হীন বুদ্ধি-রহিত মানুষকে ভুলিয়াও ভালবাসিতে পারে না। তেলে জলে যেমন কোনকালেই মিশে না, তেমনি ইহাদেরও কোন কালেই মিশিবার সম্ভাবনা নাই, যে যার স্থানে যত দূরে রহিয়াছে, চিরকাল ঠিক এতটা দূরেই থাকিয়া যাইবে, হয় ত বা বিধির অনুগ্রহে অন্যরূপও ঘটিতে পারে; কিন্তু আজ যেন সহসা তাহার কেমন বিপরীত ঠেকিতে লাগিল, যে কথাটা নন্দা বা উপেন্দ্র এক মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে স্থান দেয় নাই, যাহা স্বপ্নেরও অগোচর, অনাদিনাথ যেন আজ তাহারই বিভীষিকা দেখিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, তাহার অপমান ও অবজ্ঞা-নিষ্পেষিত

হৃদয় আজ একটা অজ্ঞাত অচিন্ত্যপূর্ব্ব আঘাতে পুনঃ পুনঃ বেদনা বোধ করিতেছিল, নৈরাশ্যে অতি বড় নির্দ্দয়তার চিন্তায় অনাদিনাথ ঈর্ষাকাতর হইয়া পড়িল।

উপেন্দ্রের সেদিকে লক্ষ্যও ছিল না, মেঘমুক্ত আকাশের মতই নির্ম্মলপ্রকৃতি উপেন্দ্র যেন স্বভাব-শোভায় হাসিতেছিল। সে মালপত্র নামাইয়া ঝিচাকরের বন্দোবস্ত করিয়া বাহিরে আসিয়া, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"অনাদিবাবু তা হলে বাড়ী যান নি ?"

অনাদিনাথ নন্দার সন্তুষ্টিসাধনের চিন্তায় ব্যাপৃত ছিল, স্থানীয় মাতব্বর প্রজাদিগকে লইয়া, এই শুভাগমন উপলক্ষে কিরূপভাবে অভ্যর্থনার প্রচুর আয়োজন করা যায়, তাহারই আলোচনা চলিতেছিল। অন্যের সমক্ষে এইভাবে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাহার মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল, তবু সে গম্ভীর কণ্ঠেই উত্তর করিল— "সে কথাটাও কি আবার বলে দিতে হবে ?"

উপেন্দ্র হাসিয়া উত্তর করিল—"আমাকে ত জানেনই, পরান্নে আমার কতখানি লোভ, সেও ত আপনার অবিদিত নেই। তাই প্রত্যক্ষ প্রমাণটাকে চেপে রেখেও জিজ্ঞাসা কচ্ছি; কি জানি, যদি এরি মধ্যে সেরেই এসে থাকেন ত, আমার ন্যায্য পাওনাগণ্ডা থেকে কেন বঞ্চিত হই।"

অনাদিনাথ ভ্রূকুটিকুটিল নেত্রে একবারমাত্র দৃষ্টি করিয়া নিজের কার্য্যে মনোনিবেশ করিল। উপেন্দ্র উত্তর না পাইয়া,

বোকার মত দাঁড়াইয়াছিল, বিধুর মা আসিয়া বলিল—"উপিন-বাবু, আপনাকে বাড়ীর ভেতরে ডাকছেন।"

আহারের পরে কাছারীঘরের এক পার্শ্বে একটা শয্যায় শুইয়া উপেন্দ্র ঘুমাইতেছিল, বারটা বাজিয়া গিয়াছে, তীব্র রৌদ্র পৃথিবী পোড়াইয়া ফেলিতেছিল, বাতাসের লেশমাত্র নাই। পাশ ফিরিয়া শুইতে গিয়া উপেন্দ্র জাগিয়া শুনিল, অনাদিনাথ বলিতেছে—"এতে সহজে টাকা বার না কল্লে আমাদের কিন্তু অন্য রকমে আদায় কর্ত্তে হবে।"

উপেন্দ্র চোখ চাহিল, আশেপাশের ধনীদরিদ্র প্রজায় কাছারীঘর ভরিয়া গিয়াছে। একজন আর্ত্ত কণ্ঠে বলিতেছিল—"ঠেঙ্গিয়ে মারুন, আর যাই করুন, টাকা দেবার সাধ্য কারু নাই।"

কে একজন ধীরে ধীরে বলিল—"এ ত খাজনার টাকা নয়, তোদের দেশে কর্ত্রী স্বয়ং এসেছেন, এতে যদি একটা কিছু না করিস্ ত তোদেরই যে কলঙ্ক থাকবে।"

"কি কর্ম্মু কর্ত্তা" বলিয়া করিম সেখ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। অনাদিনাথের ইঙ্গিতে স্থানীয় নায়েব গর্জ্জিয়া বলিল—"না, এ শালাদের কথায় হবে না, পিঠে পড়্লে আপনিই টাকা বেরুবে।"

একটি অনাথা এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল, অনাদিনাথের মুখা-কৃতি দেখিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। নায়েব ধম্‌কাইলেন—"এ মাগী সবার চেয়ে বজ্জাত"

"মশাই, অমন কথা বল' না" বলিয়া বিধবা আবার কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—"ছেলেটা না খেয়ে মারা যাচ্ছে, একটু পথ্যি দিতে পারি না, নৈলে রাণী এসেছেন, তাঁকে নিয়ে আমোদ করবে, এমন কাজে কার অসাধ ?"

উপেন্দ্র এবার চমকিয়া উঠিল, নায়েব তখন অনাদিনাথের সন্তুষ্টিসাধনে ব্যস্ত। সে কড়া হুকুম করিল—"কারু কোন কথা শুন্‌তে চাইনি, যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে, সবাইকে দু'টাকা ক'রে দিয়ে যেতে হবে, টাকা না দিলে কেউ ছাড়ান পাবে না। আর যে শালারা আসেনি, তাদের ঘাড় ধরে এনে, পাঁচ টাকা করে আদায় করে ছেড়ে দেব।"

জীর্ণ কঙ্কালসার একব্যক্তি বাহিরে লাঠিভর করিয়া অতি কষ্টে দাঁড়াইয়াছিল, হুকুম শুনিয়া তাহার অন্তর শুকাইয়া গেল, স্খলিতপদে অগ্রসর হইয়া অনাদিনাথের পায়ের গোড়ায় পড়িয়া সে আর্ত্তকণ্ঠে বলিল—"হুজুর, মেরে ফ্যাল না, এক মাস পর দু'দিন একমুঠা ভাত খাইছি, এখন ত আর দাঁড়াতেও পার্‌মু না, ছেড়ে দিয়ে জান্ বাচাও।"

এত বড় আদেশটার পরেও একটি পয়সা পাওয়া গেল না, ব্যর্থমনোরথ হইবার আশঙ্কায় অনাদিনাথের চোখ দুটা জ্বলিতে লাগিল। নায়েব গাঙ্গুলী মহাশয় অনাদিনাথের অবস্থা ও ইচ্ছাটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়া "তবে রে হারামজাদা" বলিয়া পায়ের জুতা

উঠাইয়া মারিতে যাইতেছিল। উপেন্দ্র ব্যস্তভাবে "করেন কি, করেন কি" বলিয়া বাধা দিল। অনাদিনাথ কুটিল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"এ সকলের আপনি কি বুঝবেন উপেনবাবু, খাচ্ছেন, দাচ্ছেন, ঘুমুচ্ছেন, বেশ আছেন, এর মধ্যে আবার কেন ?"

উপেন্দ্র আমতা আমতা করিয়া বলিতে যাইতেছিল—"তাই ত, অতখানি বুঝব, সে বুদ্ধি আমার নেই—তবু কি জানেন—"

অনাদিনাথ বাধা দিল—"যান আপনি, এর ভেতর আস্‌বেন না।" বলিয়া পায়ের গোড়ায় পতিত জীবটিকে লক্ষ্য করিয়া নায়েব বলিল—"এই শালা বড় বজ্জাত, কোন বারেই ওর কাছ থেকে কিছু আদায় করা সহজ হয় না।" তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই নায়েব লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার ক্রোধ-কম্পিত কণ্ঠ হইতে বাহির হইল—"আচ্ছা, দেখছি, আজ কেমন টাকা না দিয়ে পার পাস্‌।" বলিয়া খোট্টা দারোয়ানকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"ইস্কো কান পকড়কে লে যাও।"

রাম সিং ধরিতে যাইবে ঠিক এই সময়ে অন্দর হইতে বিধুর মা আসিয়া বলিল—"নায়েবমশাই, মা বল্লেন, তিনি এখানে এসেছেন বলে যেন প্রজাদের খবর পর্যান্ত দেওয়া না হয়, দেশের এই বিপদের সময়ে আমোদ-আহ্লাদ করে পয়সা যাতে খরচ না হয়, আপনাকে সেকথাই বলে দিতে বল্লেন।" বলিয়াই সে উপেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল—"উপিনবাবু, ঘুম থেকে উঠেই আপনাকে একটা

গাড়ী ডাকিয়ে আন্‌তে বলেছেন, তিনি তৈরী হয়ে রয়েছেন, আপনার হলেই বেরিয়ে পড়্‌বেন।"

মুহূর্ত্তের জন্য কোলাহলমুখরিত কাছারিঘরখানা স্তব্ধ হইয়া উঠিতে না উঠিতেই "জয় রাণীমার জয়" শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। নায়েব ও অনাদিনাথ নিষ্ফল ক্রোধে মুখ দ্বিগুণ অন্ধকার করিয়া বসিয়া রহিল।

(৯)

বৃদ্ধা ঝি বিধুর মা ও নন্দার সহিত পথে বাহির হইয়া উপেন্দ্র বলিল—"যা হ'ক, আজ তবু একটা কাজের মত কাজ করেছ, নৈলে বেচারাদের যে কি কষ্ট হত।"

নন্দা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমার মুখে প্রশংসা, সে বড ভাগ্যের কথা উপিনদা, কিন্তু কিসের কথা বল্‌ছিলে?"

"কেন, আমি কি শুধু লোকের নিন্দেই করি, প্রশংসা কর্ত্তে জানি না?"

প্রকৃত কথাটার উত্তর না পাইয়া নন্দার মন একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি সে অল্প হাসিয়া বলিল—"অমন কথা কি আমি বল্‌তে পারি? কারু বাড়ী খেতে পেলে তোমার মুখে তার প্রশংসা ধরে না। এখন বেচারাদের বিষয় কি বল্‌ছিলে বলে শেষ কর দেখি?"

উপেন্দ্রের প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল। সে স্থির কণ্ঠে বলিল—"গরীব বেচারাদের কথা। দৈববাণীর মত তোমার আদেশ যদি ঠিক ঐ সময়টিতে না এসে পৌঁছাত, তা হ'লে তাদের আর রক্ষে ছিল না।"

অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ নন্দার স্বেদসিক্ত মুখের উপর আবির মাখাইয়া দিতেছে, ছোট্ট ঘোড়ার গাড়াতে ঝি, উপেন ও নন্দা তিন জনে কষ্টে স্থান করিয়া লইয়াছিল, বাতাস ছিল না, সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিতেছে। অবস্থাটা নন্দার কেমন অশান্তিপ্রদ বলিয়া মনে হইতেছিল, তাই এবার যেন একটু উত্তেজিত হইয়া সে বলিল—"কি যে বকছ উপিনদা!"

উপেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি উত্তর করিল—"তোমারই প্রজাদের কথা, অনাদি বাবু আর নায়েব মশাই ত তোমার শুভ সংবর্দ্ধনার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন।"

"এরি মধ্যে?" বলিয়াই নন্দা থামিয়া গেল। সে উপস্থিত থাকিতে কথাটা তাহাকে জিজ্ঞাসা করাও আবশ্যক মনে হয় নাই ভাবিয়া তাহার মন বিস্ময়ে ভরিয়া গেল।

বিধুর মা বলিল—"সে কি যেমনতেমন, উপিনবাবু না থাক্‌লে আজ হয় ত এতক্ষণ কি কাণ্ডই ঘটত, খেতে না পেয়ে বেচারাদের হাড়-পাঁজর উঠে পড়েছে; এক একখানা গুণে বার করা যায়, তাদের ও'পরও এমন অত্যাচার?"

"অত্যাচারও চল্‌ছিল নাকি!" বলিয়া নন্দা উপেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল, উপেন্দ্র জবাব ত করিলই না ইঙ্গিতে ঝিকেও নিষেধ করিয়া যেন দায়মুক্ত হইল। কথাটা বলিতে আরম্ভ করিলে যে এত দূর গড়াইবে, সে কথা তখন তাহার মনেই হয় নাই। সে তাহার সরল বুদ্ধি লইয়া নন্দার মত ধনী, বিশেষতঃ জমিদার-কন্যার জন্য যে সব অকারণ অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহারই চিত্রটা মোটামুটি বুঝাইয়া দিয়া কথাটা শেষ করিবে ভাবিয়াই কথাটা উত্থাপন করিয়াছিল, বিধুর মার কথায় কিন্তু বিপরীত ফল হইল, অনাদিনাথ ও নায়েব মহাশয়ের প্রতি নন্দার বিরক্তির আশঙ্কায়, আপন নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত চিত্তে প্রসঙ্গান্তর উঠাইবার চেষ্টায় সে বলিল—"এমন করে মাঠ-ঘাট আর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ত তোমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা দেখ্‌ছি না নন্দা?"

নন্দা গম্ভীর কণ্ঠে বলিল—"উদ্দেশ্যটা ত আগে জেনে নাও, তার পরে নয় সিদ্ধির পথ খুঁজ।"

"এ দেশের কোথায় কি দেখ্‌বার মত আছে, তাই দেখে বেড়াবে, এই ত?"

"তাও যদি হয় ত এখানেও কিছু তার অভাব নেই, এমন মাঠ তুমি কলিকাতার সহরে দেখেছ?"

উপেন্দ্র ক্ষুদ্র শ্বাস ত্যাগ করিল, কলিকাতায় না দেখিলেও

মাঠের কত শোভা, কত সমৃদ্ধি যে সে কতবার দেখিয়াছে, তাহা মনে করিয়া তাহার যেন স্বর বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—"এ যে পোড়াবাড়ীর দৃশ্য দেখা হচ্ছে নন্দা, এতে ত শোভাও নাই, সমৃদ্ধির চিহ্নও নাই। যদি দেখ্‌তে, শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত এই মাঠের সৌন্দর্য্য, তবেই না প্রাণ জুড়াত, এ যে এখন পূর্ব্বস্মৃতি বুকে করে দর্শকের ভীতি জন্মাচ্ছে, কিন্তু এমনও একদিন ছিল, যখন এই মাঠের শোভা দেখে তৃষিত প্রাণ তৃপ্ত হয়েছে, ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়েছে।"

নন্দা অনিমেষনয়নে মাঠের দিকে চাহিয়া ছিল, আর এক-মনে এই করুণ কথাগুলি যেন গিলিয়া ফেলিতেছিল। উপেন্দ্র থামিতে সে চিন্তিত মনে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা উপিনদা, ফসল হবার কি কোন উপায়ই নেই?"

"নেই কেন, আকাশের জল না পেলে, খালবিল থেকে নিকাশ কর্ত্তে হবে, কিন্তু তাতে খরচ অনেক।"

"তাই গরীব প্রজারা পেরে ওঠে না?"

"কি করে পারবে, দু'দুটা বছর বৃষ্টির নাম নেই, এমন কখনও হয় নি, না খেয়ে মরবার দাখিল হয়েছে, পারা যে ওদের সাধ্যের বাইরে চলে গেছে!"

নন্দা বিষণ্ণ মনে ভাবিতে লাগিল, কি করিলে এই হত-ভাগ্যদের অন্ন-সংস্থান হইতে পারে। দেখিতে দেখিতে গাড়ী

আসিয়া একটা পাড়ায় দাঁড়াইল। সূর্য্য তখন রক্তিম ছটায় পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে অস্তাচলের দিকে নামিয়া পড়িতেছে। পাড়ার দীর্ঘ নারিকেলবৃক্ষের শিরগুলি সেই কিরণ স্পর্শে ঝলমল করিতেছিল। গাড়ী দেখিয়া একদল লোক আসিয়া দাঁড়াইল। সেই শোচনীয় দৃশ্য দর্শনে নন্দার কান্না রোধ করা দায় হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা, সকলেরই সমান অবস্থা, কাহারও পেটে ভাত নাই, শরীরে রক্ত-মাংস নাই, হাড় ক'খানা যেন অতিকষ্টে আজও তাহাদের জীবনের সাক্ষ্য দিতেছে। দেহ শীর্ণ, ছিন্ন মলিন বস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া মূর্ত্তিমান্ দুর্ভাগ্য যেন উপস্থিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে উপেন্দ্র নামিয়া আসিল, ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"সবারি কি সমান অবস্থা?"

উপেন্দ্রের এই সহানুভূতিসূচক স্বর শুনিয়া মূর্খ অশিক্ষিত লোকগুলির প্রাণও যেন অনেক কাল পরে আজ একটা মধুর শান্তি অনুভব করিল, চক্ষু ভিজিয়া উঠিল—"হয় কত্তা" বলিয়া একজন থামিতেই আর একজন বলিল—"আমরা এখন তক বাইচা আছি কত্তা, না খেয়ে যে গায়েব আদা লোক সারা হয়ে গেল।"

নন্দা যেন আর এ দৃশ্য দেখিতে পারিতেছিল না, তাহার মাতৃ-হৃদয় অব্যক্ত বেদনায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে

উপেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, এদের জমিদার কোন ব্যবস্থা করে না?"

একজন কি বলিতে যাইতেছিল, মাঝখানে লম্ফ দিয়া পড়িয়া অপর ব্যক্তি তাহার মুখ চাপিয়া বলিল—"নায়েবমশায় গর্দ্দানা কেটে নেবে।"

নন্দা অভয় দিয়া উপেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"নায়েব-মশাই যাতে কিছু না কর্ত্তে পারে, তার বিহিত আমি কর্ব্ব, এ ইংরেজ রাজত্ব, এখানে কারুর জোর খাটে না, যা বল্‌বার থাকে খুলে বল্‌তে বল।"

লোক বাড়িয়া উঠিল, বেই সন্ধ্যাকালে নির্জ্জন পল্লীপথ জনাকীর্ণ হইয়া পড়িল। শত অস্ফুট কণ্ঠের ধ্বনিতে সান্ধ্যগগন মুখরিত হইয়া গেল। "আর বাবু" বলিয়া নসিমুল্লা অগ্রবর্ত্তী হইয়া বলিল—দেওয়ানমশাই না ক'দিন এহানে আইছে, কয় লাটের কিস্তি দিব কোথাথনে, তোয়ানাগো হাড় গুরা কইরা টাকা আদায় কর্ত্তি অইব, হালারা সব পাজী হইছে।"

"সেদিনকা আমায় লইয়া আটক করে রাখ্‌ল, কি করমু চাষার ছাইলা, ঘরে ঝি বউ পোলাপান না খাইয়া দিন কাটাইলো, কাঁদনু কাটনু ছারান পাইলাম না।" বলিয়া অপর এক ব্যক্তি উপেন্দ্রের পায়ের গোড়ায় আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। পাড়ার মাতব্বর লোছ শীর্ণকায় একজন বৃদ্ধ আসিয়া অগ্রসর হইয়া

বলিল—"তুমি যদি উপায় করে দাও ত খোদা তোমায় সুখী করবে।"

নন্দার হৃদয় ভেদ করিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল, এ দৃশ্য দেখা যখন অসম্ভব মনে হইল, তখন সে বারংবার আশ্বাস দিয়া উপেন্দ্রের দিকে দৃষ্টি করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"উপিনদা, লেখাপড়া শিখে এই আধমরা লোকগুলোকে গলাটিপে মারতে যাদের একটুও কষ্ট হয় না, তারা আবার মানুষ ?"

(১০)

দ্বিপ্রহরের সেই ঘটনাটা অনাদিনাথের হৃদয়ে প্রবল বিপ্লব বাধাইয়া দিল। যদিও সে জানিত, নন্দার চিত্তবৃত্তির ইহাতেই পরমতৃপ্তি, তথাপি যে কথাটা নন্দা ভাবিয়াছিল, "আমি এখানে রয়েছি, আমায় কি একবার জিজ্ঞেস করাও উচিত ছিল না ?" উল্টা দিক্ দিয়া ঠিক সেই কথাটাই অনাদিনাথকে খোঁচা দিতেছিল। শিক্ষার অভিমানে স্ফীত বুক আজ যেন ছোট হইয়া গেল। যাহার হাতে আহার, তাহাতেই আঘাত? উপেন্দ্রের সহিত ঘুরিয়া বেড়ানটা আহত হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ কশাঘাত করিতেছিল, ইতিকর্ত্তব্যনির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া স্থাণুর মত বসিয়া অনাদিনাথ চিন্তাস্রোতেই ভাসিয়া চলিয়াছে, অগ্রসর হইবে কি ফিরিয়া দাঁড়াইবে, এই সংশয়ের মীমাংসা যে কে করিয়া দিবে, সে ঠিক

বুঝিতে পারিতেছিল না,—তাহার এ সাহস ছিল যে, এখানে না থাকিলেও, করিয়া খাইতে আটকাইবে না, আশা যদি অনাশ্বাসের প্রতিধ্বনিই করিল ত, অপমান অবজ্ঞার পসরা মাথায় করিয়া কেন সে এখানে পড়িয়া থাকে, কিন্তু লুব্ধ মন প্রবোধ মানিল না, ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ ও শান্তির আশা ছাড়িয়া কেবলমাত্র অর্থে ত তাহার সন্তুষ্টি হইতে পারে না, সম্মানে হউক, অপমানে হউক, এই কল্পলতিকা লাভ না করিতে পারিলে, তাহার দেহ-তরু যে তাপতপ্ত হইয়া শুকাইয়া যাইবে। নন্দার মত সর্ব্ব-গুণময়ী, জ্ঞানময়ী, বিধাতার হাতের সযত্ননির্ম্মিত প্রতিমাখানিকে সে যদি নিজের আয়ত্ত করিয়া লইতে না পাবে ত তাহার আরা-ধনায় কি ফল হইল? সহসা অনাদিনাথের মন নাচিয়া উঠিল। প্রতিকূলতাটাকে অনুকূল করিয়া লইতেই হইবে, সাধনা করিলেই সিদ্ধি আছে, মনের কোণে উপেন্দ্রের ছায়া ভাসিয়া উঠিল, অনাদি-নাথ মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল—"এ সব ভূতপ্রেতের উপদ্রব, প্রথম সাধনার পথে বিঘ্ন অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু দু'দিন পরে এরা আপনিই সরে পড়্‌বে, পথ প্রশস্ত হয়ে দাঁড়াবে। পূজার সমস্ত আয়োজন ক'রে ভূতের ভয়ে অসময়ে প্রতিমা বিসর্জ্জন ক'রে আসা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।"

রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল, অনাদি তাকিয়া হেলান দিয়া যেমন বসিয়াছিল, তেমনি বসিল। তাহার উৎসুক নেত্র সমস্ত

শক্তি লইয়া যেন কাহার দর্শনলাভের অপেক্ষা করিতেছিল। গাড়ী আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল, প্রথমে নন্দা, পরে বৃদ্ধা ঝি বিধুর মা ও উপেন্দ্র নামিয়া আসিল। উপেন্দ্র ও বিধুর মা ভিন্ন পথে অন্দরে প্রবেশ করিল, ধীরপাদক্ষেপে নন্দা কাছারি-গৃহে উপস্থিত হইল। উপরে আলো জ্বলিতেছিল, তাহার দীপ্তিতে নন্দার শ্রান্ত মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম কপালে, গণ্ডে মুক্তার মত শোভা পাইতেছিল। অনাদিনাথ একদৃষ্টিতে সেই দেহমনের আরাধ্যা দেবীর প্রতি চাহিয়া ছিল, মুহূর্ত্তের জন্য যেন তাহার ভূতভবিষ্যৎ ভাবনা চলিয়া গেল। একমাত্র বর্ত্তমান সুখ ও সৌভাগ্যের পসরা লইয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে হাত বাড়াইয়াছে, বসন্তলক্ষ্মী তাঁহার পুষ্পিত বনশ্রীর পূর্ণ সুষমা লইয়া অনাদিনাথের কৃপা ভিক্ষা করিতে আসিতেছে, হর্ষে অনাদিনাথের চোখ ভিজিয়া উঠিল। নন্দার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল, পরক্ষণেই সে বলিল—"অনাদিবাবু, এখানে যে সব কাজ রয়েছে, আমিই তা শেষ করে যাব, আপনি আজই কল্‌কাতায় চলে যান।"

অনাদিনাথ চঞ্চল মনের গতি সংযত করিয়া লইয়া মুখের উপর যতদূর সম্ভব গম্ভীরতা টানিয়া আনিয়া উত্তর করিল—"আপনাকে একা ফেলে—"

"সে জন্যে আপনাকে ভাব্‌তে হবে না, একা কেন থাকৃতে যাব, উপিনদা ত রয়েছে।"

"সে থাকা না থাকা ত সমান, তার না আছে মতিস্থির, না আছে মান-অপমানজ্ঞান।"

নন্দা সহজ স্বরেই উত্তর করিল—"তাকে কিন্তু আমি আপনার চেয়ে কম মনে করি না, আমি আমিও আমার নিজের কথা ভাবতে না জানি, এমন নয়!" বলিয়া সে ডাকিল—"গাঙ্গুলী মশায়!"

গাঙ্গুলী মহাশয় একরাশ খাতাপত্র সম্মুখে লইয়া চশমা নাকে দিয়া দীপের আলোতে পুরান হিসাব দেখিতেছিলেন, নন্দার আহ্বানে ভীত স্বরে "এই যে" বলিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নন্দা বলিল—"সারা পৃথিবীতে বৃষ্টির অভাব নেই, অভাব এই রাইগাঁয়, দু'টা বছর বৃষ্টি নেই, জমি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।"

"দেবতার মার মা, দেবতার মার" বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় সন্ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইলেন।

"এর কি কোন উপায় হ'তে পারে না?"

"উপায় আবার কি হবে" বলিয়া গাঙ্গুলী নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

নন্দা বলিল—"কিছু একটা উপায় না করলেও ত নয়, প্রজারা যে না খেয়ে মারা যাবে, জানেন ত যা কিছু আছে, এই রাইগাঁয়, এখানকার প্রজারা যেমন নিরীহ, তেমনই আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

"সে আর বল্‌তে" বলিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় মাথা চুল্‌কাইতে লাগিলেন।

নন্দা আবার বলিল—"আমি বেশ ক'রে ভেবে দেখেছি, জল নিকাশ কর্ত্তে পাল্লে এ দেশের দুরবস্থা ঘুচতে পারে।"

"তা পারে, কিন্তু সে যে টাকার খেলা।" এত বড় কথাটা বলিয়া গাঙ্গুলীমহাশয় নিজেই যেন অপ্রতিভ হইয়া গেলেন।

"টাকা লাগে আমি দেব, প্রজা বাঁচ্‌লে তবেই ত জমিদারের আশা, এখানে বেশী দিন থাকা আমার সম্ভব হবে না, আবশ্যক-মত টাকা আপনি কালই আমার কাছ থেকে নিয়ে, যাতে এবারেই ফসল হ'তে পারে, তার ব্যবস্থা করবেন। আর দেখুন, ফসল যতদিন না বিক্রী হয়, ততদিন প্রজাদের কাছ থেকে কাণা-কড়িটি নেবেন না। আপনাদের সব মাইনেপত্র সদর থেকে আস্‌বে, বুঝ্‌লেন?" বলিয়া নন্দা আর দাঁড়াইল না, রূপের তরঙ্গ তুলিয়া অনাদিনাথকে যেন হতবুদ্ধি করিয়া দিয়া ধীর মন্থর গতিতে চলিয়া গেল।

(১১)

এই কল্পিত অপমান হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য অনাদিনাথ কলিকাতায় আসিয়াও নন্দার বাড়ীতে প্রবেশ করিল না। প্রলোভন যত বড়ই হউক, সে যে জিত করিতে গিয়া বিপরীত-ভাবে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহার এ বেদনাটা একটা অভিমান

সৃষ্টি করিল। নন্দাকে লাভ করা তাহার পক্ষে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হইলেও আত্মসম্মান বলি দিয়া যে সে কার্য্য উদ্ধার হইবে না, অনাদিনাথ বেশ ভাল করিয়াই তাহা বুঝিয়া লইয়াছিল, তাই সে চাকরীতে জবাব দিল না, নানা কারণে কিছুদিন কাজ করিতে পারিবে না, এই মর্ম্মে একখানা দরখাস্ত লিখিয়া পাঠাইয়া কাঁসারীপাড়ার মেসে থাকিয়া আইনের বইয়ের পাতা উল্টাইতে প্রবৃত্ত হইল।

গাড়ী হইতে নামিবার সময় নন্দা দেখিল, গলির মোড়ে যে স্থানটায় চিরকাল গাড়ী রাখা হইত, তাহারই এক পাশে জঞ্জাল জমিয়া স্থানটি অগম্য হইয়া উঠিয়াছে। কতদিন যেন সেখানে ঝাঁটা পড়ে নাই; দেখিয়া বিরক্তিতে তাহার মন ভরিয়া গেল। বৈঠকখানাগৃহে ঢুকিয়াই নন্দার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। একটা ময়লা বিছানার চাদরের উপর গোমস্তাতে কেরাণীতে গল্পের আসর জমাইয়া তুলিয়াছে, নন্দাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলে সন্ত্রস্ত-ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতেই নন্দা জিজ্ঞাসা করিল—"অনাদিবাবু?"

"তিনি ত আজও ফেরেন নি!"

"ফেরেন নি?" বলিয়া বিস্মিতা নন্দা বৃদ্ধ গোমস্তাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—"তিনি না হয় ফেরেন নি, আপনারা ত এখানে ছিলেন; বাড়ীঘর দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে, এ বাড়ীতে দু' তিন মাস মানুষই ঢোকে নি।"

বৃদ্ধ গোমস্তা নন্দার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কথাটার উদ্দেশ্য তাহার হৃদয়ঙ্গম হইল না। নন্দা আবার বলিল—"তিনি কিছু ধোপানাপিত ঝিচাকর সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান নি যে, চাদরটা পর্য্যন্ত ময়লা হয়ে রয়েছে, ঘরখানা ঝাঁট দেওয়া হয়নি !"

গোমস্তা মহাশয় কি উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, নন্দা বাধা দিয়া বলিল—"বাজে কথা ব'লে কেন মিছে সময় নষ্ট করচেন ? এখনই যাতে সব ঠিক হয়, তার বন্দোবস্ত করুন, ভদ্রলোক বাড়ীতে ঢুক্‌লে কি মনে করবে বলুন ত ?" বলিয়া সে দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে চলিয়া গেল।

বাড়ীর সকল ঘরগুলিরই সমান অবস্থা। কর্ত্রীর অভাবে পনর দিনেই গৃহশ্রীর যেন বিরাট পরিবর্ত্তন হইয়া পড়িয়াছে। নন্দা ক্ষোভে দুঃখে জ্বলিয়া উঠিল। বারান্দায় বসিয়া পড়িয়া বিধুর মা'কে ডাকিয়া বলিল—"ঝিচাকরগুলোকে ডেকে আন্ ত, ওদের বড় বাড় হয়েছে। আর দেখ, আগে ঘরদোর পরিষ্কার ক'রে নে, নৈলে ঘরে পা দেবার যো নেই ?"

কাহাকেও কিছু বলিতে হইল না, নন্দার সাড়া পাইতে যে যার কাজে লাগিয়া গিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া পূর্ব্বভাব ধারণ করিল। নন্দা স্নান করিয়া আসিয়া শোফায় শুইয়া পড়িল। সম্মুখে লাটের কিস্তি, অনাদিবাবু নাই, কর্ম্মচারিবর্গ উচ্ছৃঙ্খল, অমনোযোগী, নন্দার বিষম দায় মনে

হইল, পিতার মৃত্যুর পর আজই যেন একটা নূতন ধারার চিন্তা তাহার মস্তিষ্ক অধিকার করিয়া বসিল। বৃদ্ধ গোমস্তা একরাশ কাগজপত্র হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। নন্দা মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন করিয়া বলিল—"এখন থাক্, বেলা হয়েছে, যান, চান-আহার সেরে আসবেন। এইটুকু শুধু মনে রাখ্‌বেন, কাজ আপনাদের, অনাদিবাবু বা আমি যদি দু'মাস নাই থাকি ত বাবার মর্য্যাদা যেন আপনারা থাকৃতে নষ্ট না হয়।"

বৃদ্ধ গোমস্তা যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনই মন্থর গতিতে ফিরিয়া চলিলেন, নন্দা ডাকিয়া বলিল—"চিঠিপত্রগুলা আমার এখনই দেখা প্রয়োজন, বিধুর মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তার হাতেই পাঠিয়ে দেবেন।"

তাড়াবন্দি চিঠি আনিয়া বিধুর মা হাজির করিল। নন্দা দেখিল, সে যেন সমুদ্র, একদিনে শুধু পড়িয়া শেষ করাও সম্ভব হইবে না! চোখ তুলিয়া দেখিল, উপেন্দ্র দ্রুতপদে নীচে যাই-তেছে, তাহার হাতে একখানা গানের খাতা। নন্দা ডাকিল—"উপিনদা, শোন।"

উপেন্দ্র ফিরিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। নন্দা বলিল—"কাল সারারাত জেগেছ, এই ঠিক দুপুরে আবার কোথা যাওয়া হচ্ছে, শুনি।"

"চিরকাল যেখানে যাই" বলিয়া উপেন্দ্র থামিল।

"তোমার কি একটুও বুদ্ধি নেই।"

"নেই নাকি," বলিয়া উপেন্দ্র হাসিতে লাগিল।

নন্দা দুঃখিত হইয়া বলিল—"হাস্‌ছ উপিনদা, কিন্তু দেখ দিকি, কি মুস্কিলে পড়েছি, অনাদিবাবু নেই, আমি একলা মেয়েমানুষ, কি ক'রে কি করি।"

এ সব কথা শুনিবে বা ইহার জন্য মাথা ঘামাইবে, উপেন্দ্রের তেমন অবকাশ ছিল না, তবু সে চিন্তিতের মতই জিজ্ঞাসা করিল, —"অনাদিবাবু আসেননি নাকি?"

"না, কিন্তু তা ব'লে ত কাজকর্ম্ম বন্ধ রাখ্‌লে চল্‌বে না, করিই বা কি, তুমি সে মানুষই নও যে, তোমা দ্বারা বিন্দুমাত্র উপকার পাব। তুমি যদি পার্ত্তে"—বলিতে বলিতে মধ্যপথে নন্দা থামিয়া গেল। মন যেন তাহার হাহাকার করিয়া উঠিতে-ছিল, ভগবান্ তাহাকে এত সুখের অধিকারিণী করিয়াও অধম স্ত্রীলোক করিয়া সৃজন করিলেন কেন?

উপেন্দ্র সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া গন্তব্য পথ ধরিল, নন্দার মুখ দিয়া আর কথাটিও বাহির হইল না।

(১২)

আহারের পর নন্দা চিঠির তাড়া খুলিয়া বসিল, একখানা খামের চিঠি হাতে করিতে তাহার হাত কাঁপিয়া উঠিল, খুলিয়া

পড়িতেই যবনিকা উদঘাটিত হইল, অদৃশ্য অভিনেয় পদার্থটা সম্মুখে পড়াতে সমস্ত শরীর কণ্টকিত হইল। নন্দা চিঠির তাড়াটা রাখিয়া দিল, উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিয়া আপন মনেই বলিতে লাগিল, —"তাই ত, পথিককে গন্তব্য পথ ছেড়ে বিপরীত পথে যাবার উপদেশ দেওয়া হচ্ছিল, রোগ না বুঝে ঔষধপ্রয়োগে ত ফল হ'তে পারে না, বরং তাতে শেষ পর্য্যন্ত খারাপই দাঁড়ায়, এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি" বলিয়া সে থামিল। অনাদিনাথের মাতার লিখিত বিনীত চিঠিখানা আর একবার পড়িবার জন্য হাতে লইয়া তাহার মুখ অনেকটা প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল। ধীরে পায়চারি করিতে করিতে আবার বলিল—"বে আমায় কর্ত্তেই হবে, পুরুষ ছাড়া খালি মেয়েমানুষ দ্বারা যে পৃথিবীর কোন কাজই হয় না, ওদের সহায়তা যে প্রতিপদে আবশ্যক। এই জন্য সবাই বলে, বিয়ে না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রীজীবন অসম্পূর্ণ থেকে যায়?"

নন্দা শোফায় শুইয়া পড়িল, ঘড়ীতে তিনটা বাজিবার শব্দে উঠিয়া বসিয়া কালীকলম লইয়া বিনীত ভাবেই "শাপও মরে, লাঠীও না ভাঙ্গে" এমনই গোছের একটা জবাব লিখিয়া চিঠিখানা খামে পুরিয়া বিধুর মা'কে বলিল—"এই চিঠিটা এখুনি কাউকে দিয়ে আয়, যেন চারটের ডাকেই দেওয়া হয়!"

বিধুর মা চলিয়া গেল, গৃহের এক পাশে বসিয়া পালিত মার্জ্জারশাবকটি আপন মনে লেজ নাড়িতেছে। নন্দা আবারও

আপন মনেই বলিয়া উঠিল—"মন্দ কি, হাতের কাছে থাক্‌তে পরের দোরে কেন যাই, যেচে এসে উপস্থিত হয়েছে, সেই ভাল।"

কিন্তু কথাটার প্রারম্ভেই একটা খট্‌কায় তাহার যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল। প্রভুভৃত্য সম্বন্ধের শেষ এই পরিণতি! নন্দা বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, সে জিনিষটা মধুময় বা বিষাক্ত হইবে। অন্যমনস্কভাবে পুনর্ব্বার সে চিঠির তাড়াটা টানিয়া আনিয়া এখানা সেখানা দেখিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অনাদিনাথের সংক্ষিপ্ত, অভিমানপূর্ণ অথচ নির্দ্দোষ দরখাস্তখানা পড়িয়া সে পূর্ব্বাপেক্ষাও বিচলিত হইয়া উঠিল, গরিমার লেশ-শূন্য দরখাস্তখানা যেন অনাদিনাথের সুন্দর ছবিখানার আভাস বহন করিতেছিল। নন্দার মনে পড়িল, এ বাড়ীতে ঢুকিয়া অবধি সে যে নন্দার বিষয় বাড়ী-ঘর নিজের জিনিষ অপেক্ষাও অধিকতর আদরের দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, সর্ব্বপ্রযত্নে জমিদারীর শ্রীবৃদ্ধি ও নন্দার সুখ-সৌভাগ্যের চিন্তাই সে আজ পর্য্যন্ত করিয়া আসিয়াছে। প্রাণ অপেক্ষাও এই সম্পত্তি যেন তাহার অধিক যত্নের জিনিষ হইয়া পড়িয়াছিল। এমন প্রভুভক্ত, এত উদার, এত স্বার্থবিসর্জ্জনক্ষম লোকটিকে ছাড়িয়া অন্যের জন্য অযথা প্রয়াস পাইয়া তাহার লাভ? চিন্তার সূত্র ঘুরিয়া গেল, প্রদীপ্ত আলোটা যেন মলিন হইয়া পড়িল। চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তির গায়ে কে যেন একটা কালীর ছিটা ফেলিয়া দিল, নিঃস্বার্থপরতার মূলে

একটা জ্বলন্ত হীন স্বার্থের আভাস পাইয়া নন্দার পুলককণ্টকিত বক্ষঃ কাঁপিয়া উঠিল। তাই ত, এ সমস্তই ত সে আপনার জন্যে করেছে। নন্দার আশা হয় ত তার নূতন নাও হ'তে পারে, তবে—তবে নন্দা আর ভাবিতে পারিল না, বাহিরে আসিয়া ডাকিয়া বলিল—"গোমস্তামশায়কে পাঠিয়ে দাও ত, কাগজগুলো দেখে দি ?"

খাতার পাতা দুই উল্‌টাইয়া নন্দা কটমট করিয়া চাহিল। রূঢ় কণ্ঠে বলিল—"এমনি ক'রে আপনারা কাজ চালাবেন, খাতা-গুলো একবার দেখে আন্‌তে পারেন নি। প্রথমেই যোগ দিতে ভুল ক'রে বসেছেন।"

গোমস্তামহাশয়ের মুখ এতটুকু হইয়া গেল। নন্দা বলিল—"যান, সব খাতা ভাল ক'রে দেখে দু'দিন বাদে দেখাবেন।" গোমস্তা চলিয়া যাইতেছিল, নন্দা ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তারণীবাবুর শ্রাদ্ধে কত টাকা খরচ হয়েছিল ?"

অপ্রতিভ গোমস্তামহাশয় উত্তর করিতে পারিলেন না। নন্দা রুষ্টস্বরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রৈলেন যে ?"

মুখ নীচু করিয়া গোমস্তা মহাশয় উত্তর করিলেন।—"কৈ, সে রকম কোন কথা ত শুনিনি, অনাদিবাবু যে বারণ ক'রে গেলেন, তাঁর সই ছাড়া যেন এক পয়সা কাউকে না দেওয়া হয়, তিনি এসে যা কর্‌বার কর্ব্বেন !"

নন্দা আগুন হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল—"তা হ'লে তারা এসে নিরাশ হ'য়ে ফিরে গেছে, শেষটা দেখ্‌ছি, আমায় কথা দিয়ে মিথ্যেবাদী হ'তে হল !"

"কি কর্ব্ব আমরা, হুকুম—"

"রাখুন হুকুম, টাকাপয়সা বিষয়সম্পত্তি অনাদিবাবুর, না আমার ?"

গোমস্তা মহাশয় ভয়ে কাঠ হইয়া গেলেন, ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"আর বারে ত আপনি এখানে ছিলেন, আপনারই হুকুমমত দেশের ডোবা ভর্‌বার টাকা দিয়ে আমাদের জরিমানা দিতে হল, তিনি বলেন, ও সব উপিনবাবুর পরামর্শ, ও রকম খরচ কর্ত্তে গেলে কুবেরের ভাণ্ডারেও কুলাবে না।

"এত" বলিয়া নন্দা থামিল, তাহার অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখ হইতে উত্তেজনার বেগে বাহির হইয়া পড়িল—"বেশ, এখন থেকে মাইনেও তার তহবিল থেকে নেবেন—"

(১৩)

ম্লান ছায়া লইয়া ব্রীড়াবনতা অবগুণ্ঠনবতী রমণীর ন্যায় সন্ধ্যা-সতী ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছিল। পুকুরের দিকে মুখ করিয়া ঘাটের রানায় বসিয়া নন্দা সান্ধ্য বায়ু সেবন করিতেছে। চারিদিকের বিশৃঙ্খলায় তাহার মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। চন্দ্রে কলঙ্কের ন্যায় তাহার শুভ্রললাটে গাঢ় চিন্তাব রেখা পড়িয়াছে।

সিঁথির সিঁদূর

পশ্চিমাকাশের রক্তরাগ গাছের মাথায়, পুকুরের নীল জলে আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল। বায়ুর মৃদু স্পর্শে নীল জলরাশি যেন অভিমানভরে ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল। নন্দা ইহার কোনটার দিকেই মন দিতে পারিতেছিল না। চারি-দিকের বিপুল বিশৃঙ্খলার চিন্তাই তাহার চিত্তকে মথিত করিতে-ছিল। কলিকাতার বাড়ীগুলার ভাড়া আজও আদায় হইল না, বিনোদপুর হইতে প্রতিমাসে যে টাকা আসে, তাহার নির্দ্ধারিত সময় অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। বিমনা নন্দা ভাবিয়া পাইতে-ছিল না, এত হঠাৎ কেমন করিয়া এমনটা ঘটিল, আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া তাহার শূন্য প্রাণ যেন কাঁদিয়া উঠিতেছিল, হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল—"না, অনাদিবাবু ছাড়া যে সংসারই চলে না।"

পশ্চাতে মৃদু পদশব্দ শুনিয়া নন্দা মুখ ফিরাইয়া দেখিল, উপেন্দ্র অপরাধীর মত নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নন্দা কথা বলিল না, অনাবশ্যক আবর্জ্জনার মত উপেন্দ্রকে দূরে রাখিবার জন্যই যেন বেদনাকাতর দৃষ্টিতে বাপীতটের দিকে চাহিয়া রহিল।

উদ্বিগ্নকণ্ঠে উপেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল—"নন্দা, তোমায় এমন দেখাচ্ছে যে, কোন অসুখ-বিসুখ করেনি ত?"

নন্দা যেন অতি অনিচ্ছায় উত্তর করিল—"না, আমি বেশ আছি, কিন্তু অসুখ-বিসুখ হ'লেও কি তোমার খোঁজ নেবার মত অবকাশ হ'ত?"

কলিকাতায় পা দিয়া উপেন্দ্রের কাজের সীমাও ছিল না, সংখ্যাও ছিল না, তাই সে ক'দিনের মধ্যে এ বাড়ীতে একবার আসিতে পারে নাই। হঠাৎ এই প্রশ্নে লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"নন্দা, রাগ ক'রেছ?"

নন্দা ভাঙ্গা স্বরে "রাগ আমি কার ওপর কর্ব্ব, আমার আছে কে?" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কথাটা উপেন্দ্রকে আঘাত করিল, সে বলিল—"এ কথা তুমি আমায় বলতে পার, কিন্তু ওদিকের খবর যদি রাখতে?"

নন্দা পুকুরের পাষাণময় সোপানে বসিয়া উদাসীন ভাবেই উত্তর করিল—"ঐ যে কথায় বলে না, আপনি শুতে বাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে, আমারও তাই, আমার খবর কে নেয় উপিনদা?"

"তোমার তবু টাকা রয়েছে, তার অসাধ্য কাজ ত নেই, দরকার হ'লে ঐ একটি জিনিষ দিয়ে সব করিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু যাদের—"

"থাক উপিনদা, বৃথা কথা কাটাকাটি ক'রে কোন লাভ নেই" বলিয়া নন্দা অসহিষ্ণুর মত উঠিয়া দাঁড়াইল।

উপেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"কেমন স্বভাব আমার, মানুষের বিপদ্ দেখলে পৃথিবীর সব কথাই ভুলে যাই।"

নন্দা উদ্বিগ্ন হইয়াও মনের ভাব ঘুণাক্ষরে প্রকাশ না করিয়া অন্যমনস্কের মত অল্প কথায় বলিল—"বস।"

উপেন্দ্র বসিল না, দুই পা অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইয়া নন্দার কথার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, নন্দা বলিল—"এততেও আবার তুমি আমাদের অনুযোগ কর, আমরা বিলাসী, কিন্তু যে ব্যসন তুমি বরণ ক'রে নিয়েছ, সে যে বিলাস অপেক্ষাও পাপের, মনস্তাপের।"

"নন্দা, এ সব আমি ছেড়ে দেব।"

"কোন্ সব?"

"এই গানবাজনা।"

"সে আর এ যাত্রায় হচ্ছে না, ঐগুলো ছেড়ে যদি মানুষের মত লেখাপড়াই কর্ত্তে ত ভাবনা ছিল না। যে তোমায় আপনার জন ভাবে, সে মরে গেল কি বেঁচে রইল, তার খোঁজ পর্য্যন্ত নিতে তোমার সময় হয় না!"

"কেন নন্দা?"

"কেন আবার কি? আমি একলা মেয়েমানুষ, ভাল হও, মন্দ হও, আপন হও, পর হও, ছোটবেলা থেকে এক-সঙ্গে রয়েছি ব'লে বিপদে-আপদে তোমাকেই দু' কথা বল্‌তে পারি। কিন্তু তোমার ত খোঁজই পাওয়া যায় না।"

সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্ম্মল আকাশের তলে মৃদুমন্দ বায়ুবিকম্পিত বাপীতটে নন্দার কথা কয়টা যে আজ উপেন্দ্রের মনের কোণে নূতন বীজ অঙ্কুরিত করিয়া দিল, উপেন্দ্র উত্তর করিল—"মাঝে

মাঝে আমিও এ সব কথা না ভাবি, তা নয়, এক একবার মনে হয়, আমি মানুষ হব, কিন্তু তখনই আবার কি ভাবি জান, ভাবি, মানুষ হ'য়ে আমার লাভ কি? কার জন্যে ভাল হব, আমার কে আছে, কিসের লোভ আমাকে সংসারে ধরে রাখ্‌বে?" বলিয়া উপেন্দ্র যেন নিজের অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। নন্দা চমকিয়া উঠিল, ডাকিল—"উপিনদা!"

ধীরে ধীরে উপেন্দ্র সোপানের অপর দিক্ ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িল, উদ্বিগ্ন কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করিল—"কাজের বড্ড অসুবিধে হচ্ছে, না নন্দা?"

"অসুবিধের কথা আবার বল্‌তে।"

"কিন্তু আমি কি কর্‌ব বল, তোমায় সাহায্য করি, ভগবান্ সে ক্ষমতাও দেননি, অবকাশও মিলে না, তিন দিন যে দেখ্‌তে পাওনি, মনে করেছ ব'সে গানবাজনা করেছি, তা নয়। ও পাড়ার নন্দর ছেলেটি বসন্ত হ'য়ে মারা যায়, পথে একেবারে পায়ে ধরে পড়্‌ল, দা'ঠাকুর রক্ষে না কল্লে ত বাছা আমার বাঁচ্‌বে না। তার বিশ্বাস, আমার দেখা পেলেই তার ছেলে সেরে উঠ্‌বে, কেঁদে পড়্‌ল, কি আর করি।"

নন্দা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল "ছেলেটি সেরেছে?"

"কৈ আর সেরেছে, তবে আজ যেন আশা হচ্ছে, বাঁচ্‌লেও বাঁচ্‌তে পারে।"

প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া নন্দা বলিল—"তা বেশ করেছ উপিনদা" বলিয়া নন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"চল, বাড়ী যাই, রাত হয়ে এল।"

(১৪)

সকালে গোমস্তাকে ডাকাইয়া খাতাগুলি দেখিতে যাইবে, এমন সময় বিধুর মা বলিল—"দেওয়ান মশাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।"

অকল্পিত আঘাতে নন্দার মুখ ম্লান হইয়া উঠিল, সন্দিগ্ধ স্বরে বলিল—"তিনি কতক্ষণ এসেছেন?"

"কাল সকালেই এসেছেন।" বলিয়া গোমস্তামহাশয় সম্মুখের টেবিলের উপর খাতাগুলি রাখিয়া দাঁড়াইলেন।

গোমস্তাকে লক্ষ্য করিয়া নন্দা বলিল—"কাল এসেছেন, কৈ, আমাকে ত সংবাদ দেননি—যা বিধুর মা, তাঁকে ডেকে আন্।"

অনাদিনাথ গৃহে প্রবেশ করিতেই নন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল, নমস্কার করিয়া বলিল—"আসুন।"

সম্মুখের চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া অনাদিনাথ অধোমুখে বসিয়া পড়িল। নন্দা বলিল,—"আপনি এলেন, বাঁচা গেল, এত কাজ কি একা সাম্লান যায়?"

অনাদিনাথের মুখের উপর দিয়া মেঘের কোলে বিদ্যুৎপ্রকাশের মত হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়াই মিলাইয়া গেল, "আমিও তাই ভাব্‌লেম" বলিয়া সে একটা ঢোক গিলিয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিল—"বাবা এত ক'রে বিনোদপুরের যতটুকু করে রেখে গেছেন, আমি যদি সেটুকু বজায় রাখ্‌বার চেষ্টাও না করে ত পিতার অভিশাপ মাথা পেতে নিতে হবে।"

যে কথাটা নিজমুখে বলায় সে দিন অতটা গৌরব দেখা দিয়াছিল, অনাদিনাথের মুখে আজ সে কথাটা ঠিক তাহার দ্বিগুণ মালিন্য আনিয়া দিল, শুষ্ক হাসি টানিয়া আনিয়া নন্দা কি বলিতে যাইতেছিল, অনাদিনাথ বাধা দিয়া বলিল—"বাৎসরিক শ্রাদ্ধটাও এসে পড়েছে, এ সময় কিছুতেই না এসে থাক্‌তে পারলাম না।"

নন্দার মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল, মুদিত পদ্ম যেন সৌরকরে বিকসিত হইয়া উঠিল, সে মনের আবেগ গোপন করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—"একেই বলে প্রকৃত হিতৈষী, আমার মাতৃশ্রাদ্ধ, আজ পর্য্যন্ত কথাটা আমারই মনে ওঠেনি, আর আপনি নিজের শরীরের দিকে না চেয়ে ছুটে এসেছেন।"

বীণার ঝঙ্কারের মত কথা কয়টি অনাদিনাথের হৃদয়ের তল-দেশে আঘাত করিয়া অমৃত বর্ষণ করিল। তাহার সমস্ত বৃত্তিগুলি যেন নন্দার হৃদয় লক্ষ্য করিয়া বেগে ধাইয়া চলিল, কম্পিত বক্ষে

স্পন্দিত বচনে অনাদিনাথ বলিল—"এসে পৌছাতে তবু দু'দিন দেরি হ'য়ে গেল, টাকাগুলো না নিয়ে ত আসতে পারি না!"

নন্দা মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, অনাদিনাথ বলিল,—"বিনোদপুরের টাকা যে এসে পৌছায়নি, সে কথা যে দিন শুনেছি, সেই দিনই রওনা হ'য়ে গেলাম, কিন্তু গেলে কি হবে, আদায় করে তবে তারা আমায় টাকা দিলে!"

নিবিড় কৃতজ্ঞতায় নন্দার চোখের দুই কোণ ভিজিয়া উঠিল; অনাদিনাথের কার্য্যদক্ষতার চিন্তায় তাহার মন ভরপূর হইয়া গেল, লজ্জারঞ্জিত মুখখানা ধীরে ধীরে নত হইয়া আসিল। স্খলিত বাক্য অধর পর্য্যন্ত আসিয়া আঘাত পাইয়া ফিরিয়া গেল। নন্দা শত চেষ্টাতেও মুখ উঠাইতে পারিল না। অনাদিনাথ আঘাতের উপর আঘাত দিয়া আবার বলিল—"এখানকার বাড়ী-ভাড়াগুলো আদায় করে লাটের কিস্তি পাঠাতে কালকের দিনটাও গেল, এর জন্যে আমার যেমনি ভাবনা ছিল, তেমনি সহজে কাজটা হয়ে গেছে, এবার হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। এখন থেকে ধীরে আস্তে শ্রাদ্ধের আয়োজন আরম্ভ করে দিলে বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাজ হয়ে যাবে।"

"এর মধ্যে লাটের কিস্তি শুদ্ধ পাঠিয়ে দিয়েছেন?" বলিয়া নন্দা বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে সকৌতূহল দৃষ্টিপাত করিল।

অনাদিনাথ গম্ভীরভাবে উত্তর করিল—"তাই ত কালকের

দিনটা আপনাকে আর খবর দেবার ফুরসতও হ'য়ে ওঠেনি। আপনি দেখ্‌ছি, ঘর থেকে টাকা নিইনি দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছেন, সেটা কিন্তু আমার ভাল মনে হ'ল না, এক ত এই দুর্ব্বৎসর, আদায় নেই বল্লেই চলে, কোন্ সাহসে ঘরের টাকা বের কর্ত্তে যাই, অনেক ভেবে আগে থেকেই আমি ঠিক করেছিলাম যে, যেমন করে হ'ক্, বাইরে থেকে টাকা সংগ্রহ ক'রে কিস্তিটা দিতে হবে, তাই বিনোদপুরে চিঠি লিখে দিয়েছিলাম, সেখান থেকেই টাকাটা নিয়ে এলাম। এখানকার বাড়ীভাড়ার টাকা তহবিলেই রয়েছে।"

নন্দা একেবারে আকাশ হইতে পড়িল, এমন অসম্ভব ঘটনা কেমন করিয়া ঘটিল। কখনও এমন হয় নাই, রাইগাঁ হইতেই প্রতিবৎসর লাটের কিস্তির টাকা আসে, কোন কারণে তাহার অন্যথা হইলে ঘর হইতে টাকা গণিয়া না দিলে উপায় ছিল না। সে কৃতজ্ঞ অশ্রুসমাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"আপনার কাজ দেখে সত্যি মনে হচ্ছে, পুত্র পিতার নাম রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে।" বলিতে বলিতে নন্দার মনে তারিণীসংক্রান্ত কথাটা জোর করিয়া জাগিয়া উঠিল, ঘটনাটা শুনিয়া অবধিই যেন তাহার হৃদয়ে বৃশ্চিক-দংশনের জ্বালা হইতেছিল, এতগুলি প্রিয় কথার অন্তরালে থাকিয়াও সে কথাটা যেন ঠেলিয়া উঠিল। নন্দা ধীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তারিণীর শ্রাদ্ধের সাহায্য দিতে আপনি বারণ করেছিলেন?"

"বারণ কেন করতে যাব, আপনার টাকা, অবস্থা বুঝে সৎ-কাজে খরচ কর্ব্বেন, তার চেয়ে পুণ্যের কথা কি আছে?" বলিয়া অনাদিনাথ যেন নন্দার কথাটাকে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিল।

নন্দা ক্রোধকম্পিত স্বরে গোমস্তামহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল—"তবে যে আপনি বল্‌ছিলেন, অনাদিবাবু বারণ ক'রে দিয়ে গেছেন, আমি ত তাই ভাব্‌ছিলাম, আমি ব'লে গেলাম, আর তিনি বারণ ক'রে গেলেন?"

"ওঁর ত কোন দোষ নেই, আপনি যাবার আগেই আমি বেরিয়ে যাই, তারিণীবাবুর বাড়ীর কথা তখন আমার জানাও ছিল না। সাধারণভাবে এইমাত্র বলা ছিল যে, আপনার হুকুম পেলেও একবার আমায় যেন জিজ্ঞাসা করেন। কখন্ কত টাকার দরকার হবে, সে খবর ত আপনি রাখেন না, আমাকে সব দিক্ বুঝে না চল্লে হয় না, তাই খরচ কর্‌বার আগে একবার জান্‌তে পাল্লে—"

নন্দা বাধা দিল, বলিল,—"সে ত ঠিক কথা।"

অনাদিনাথও তাড়াতাড়ি উত্তর করিল—"ওঁরা আমার সেই কথাটাই ধরে রেখেছেন, আমি এখানে ছিলাম না, আর থাকলেও আপনার কথার ওপর কথা কই, সে শক্তি আমার নেই, কিন্তু কাজের লোক যদি বল্‌তে হয় ত, আপনার এই কর্ম্মচারীরা, এঁরা আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছেন। কার

আদেশ, আর আমি যে কোথাকার কে, সে কথাটাও ভাবেননি।" বলিয়া নন্দাকে একেবারে উত্তররহিত করিয়া রাখিয়া অনাদিনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"এখন নীচে যাই, আপনার চানের সময় হ'ল।" বলিয়া সে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া নামিয়া গেল।

(১৫)

ক'দিন হইতে নন্দার মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। অনাদিনাথ আসিয়া অবধি বিষয়কর্ম্মের চিন্তা তাহার ছিল না, চারিদিকের কাজই বেশ নির্ব্বিঘ্নে শৃঙ্খলামত চলিতেছিল। অনাদিনাথের শুভাকাঙ্ক্ষাটা যেন আত্মপ্রসাদেরই সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে। নন্দা হৃদয়-উদ্যান ফলে পুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠিবে, কি বিষের জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া পড়িবে, যদিও তাহা স্থির বুঝা যাইতেছিল না, তবু যেন তাহার মন অনাদির দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। এত বড় সহায় কি খেয়ালের বশবর্ত্তিনী হইয়া ত্যাগ করা যায়? দু' একটা দোষ থাকে, থাক, নির্দ্দোষ মানুষ কে? চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে, মৃণালেও কণ্টক আছে, জগতে নির্দ্দোষ বুঝি কেহই নাই। তবে, তবে আর তাহার দ্বিধা করিয়া লাভ? এই চিন্তায় সে যখন বিভোর হইয়া উঠিতেছিল, কুয়াশাচ্ছন্ন শীত কাটিয়া মনের উপর ধীরে ধীরে নব বসন্তের

বিকাশ হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে নীচে ব্যস্ত স্বর শুনিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। বারান্দা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, বৃদ্ধ গোমস্তার সহিত উপেন্দ্র কি বাদপ্রতিবাদ করিতেছে। গোমস্তামহাশয় বিনীতভাবে বলিতেছিলেন—"আমি কি করব উপিনবাবু, আপনার কথাতে ত এতদিন আমরা তাগাদা পর্য্যন্ত করিনি, দেওয়ানমশায় নিজে—"

নন্দা আর কিছু শুনিতে পাইল না, উপেন্দ্র ত্বরিতপদে উপরে উঠিয়া আসিয়া কর্কশ কণ্ঠে ডাকিল—"নন্দা!"

এ ক'টা দিন এই লোকটিকে এমনভাবে ভুলিয়া থাকার জন্য নন্দা যেন ঈষৎ লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল, সঙ্কুচিত স্বরেই উত্তর করিল—"কি উপিনদা?"

উপেন্দ্র ক্রোধে কাঁপিতেছিল, স্থানাস্থান-জ্ঞানশূন্য হইয়া সে উচ্চ কণ্ঠে বলিল,—"তোমরা যে শেষটা কসায়েরও অধম হয়ে পড়্লে!"

নন্দা মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে?"

উপেন্দ্র সে কথার জবাব না দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"অনাদি-বাবু এখানে এসেছেন না?"

উপেন্দ্রের মুখে অনাদির নাম শুনিয়া, কি জানি কেন লজ্জায় নন্দার মুখ লাল হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে সে বলিল—"হাঁ, এসেছেন।"

"আমিও তাই ভেবেছি, যতই বড়লোক হও, তুমি এমন কাজ করনি, এতবড় নৃশংসতাটা তোমার দ্বারা হ'তে পারে না!"

নন্দা কথাটা বুঝিল না, উপেন্দ্রের রাগ যেন সহসা জল হইয়া গেল, প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল—"তোমায় বলে আর কি কর্চ্ছি নন্দা, তুমি ত এ সকলের খবরও রাখ না।"

"তবু" বলিয়াই নন্দা থামিয়া গেল, একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল।

উপেন্দ্র বলিল—"এমন কি অভাবে পড়েছ যে, পরের সর্ব্বনাশ না কল্লে চলে না?"

নন্দা কথা কহিতে পারিল না, কাহার কি অনিষ্ট হইল তাহাই ভাবিয়া সে ব্যগ্র হইয়া পড়িল। উপেন্দ্র যেন চাবুকের উপর চাবুক মারিয়া বলিল—"অনাদিবাবুকে ত জান না নন্দা, ও যে জোঁকের মত প্রজার রক্ত শুষে নিয়ে তবে ছাড়্বে।"

নন্দার পা কাঁপিতেছিল, ধীরে ধীরে সে জিজ্ঞাসা করিল——"কি হয়েছে, বল না?" বেশী কথা জিজ্ঞাসা করিবার শক্তি নন্দার ছিল না, কি জানি, অনাদি সম্বন্ধে উপেন্দ্র যদি কোন কঠোর কথাই বলিয়া ফেলে!

উপেন্দ্র নিজেকে সাম্লাইয়া লইল, ধীরে ধীরে বলিল—"যা করেছে, তা'র ত আর চারা নেই, এখন ঘর থেকে টাকা দাও,

অপমান যা করেছে, করেছে। কিন্তু বামুণ যদি আর দু'দিন না খেয়ে থাকে ত ভিটেমাটী থাক্‌বে না।"

নন্দা অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কথাটা কি, খুলে না বল্‌লে কি ক'রে জান্‌ব!"

"বল্‌ছি" বলিয়া একটা ঢোক্ গিলিয়া উপেন্দ্র বলিল—"তোমার ছোট্ট ভাড়াটে বাড়ীখানাতে একটি বামুণ থাকেন জান, যে বাড়ীর ভাড়া মাসে দশ টাকা।"

"জানি" বলিয়া নন্দা আবার নীরব হইল। উপেন্দ্র বলিল—"দু'মাস তিনি খাজনা দিতে পারেননি, তাঁর পঁচিশ বছরের ছেলেটা মারা যেতে শোকে-দুঃখে মড়ার মত হ'য়ে পড়েছিলেন। আমায় বল্‌তে আমিও কর্ম্মচারীদের ডেকে তাগাদা কর্ত্তে বারণ ক'রে দিয়েছিলাম, শুন্‌লাম, তিন দিন হ'ল, অনাদিবাবু কুড়ি টাকার জন্যে নিজে লোক পাঠিয়ে তাঁর আর স্ত্রীর হাত ধরে পথে দাঁড় করিয়ে রেখে চাল-ডাল, বাসনপত্র সব বার করিয়ে, বিক্রী করে, টাকা আদায় করেছেন।"

নন্দা বসিয়া পড়িল, একটা উন্মাদ ঝটিকা যেন তাহার সুশোভিত উদ্যানের কুসুমিত বৃক্ষগুলিকে ভূমিসাৎ করিয়া দিল। আশা রহিল না, আকাঙ্ক্ষা যেন উপহাস করিয়া হাসিয়া উঠিল, উপেন্দ্র সেই পাণ্ডুর মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া, সহানুভূতিতে বিচলিত হইয়া বলিল—"এতে তোমার ত কোন দোষ নেই,

অপরাধও হ'তে পারে না, কিন্তু পাপ না কল্লেও তোমায় প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হবে, বামুণ তিন দিন জলটুকু মুখে দেয়নি, আমায় দেখে কেঁদে বল্লে, 'একটা ঘটি কি থালাও ঘরে নেই, ভিক্ষা করে এনেই বা খাই কিসে করে, পথে দাঁড় করিয়ে যে অপমানটা কল্লে, তাতে আর কাউকে মুখ দেখাতেও ইচ্ছে হয় না, দেখি না খেয়ে যদি মরতে পাব। বেঁচেও আর সুখ নেই, কেবল জ্বালা'—" উপেন্দ্র আর বলিতে পারিল না, পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধের অবস্থা মনে করিয়া সেও বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল।

নন্দা কাতর কণ্ঠে বলিল—"পরের হাতের কাজ উপিনদা, এর জন্যে এত দুঃখ করে কি কর্ব্বে, নিজের ইচ্ছামত যদি কর্ত্তে পার্ত্তে ত এত দুঃখেও সুখ ছিল। এখন যা যা দরকার হয়, নিয়ে গিয়ে দিয়ে এস, আর দেখ, তাঁকে বল, তিনি যেন আর ওখানে থাকেন না, তাঁরও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই, দোতলায় ওপাশের ঘরগুলি ত পড়েই রয়েছে, আজ থেকে সেইখানেই তাঁরা এসে থাকুন, আমাকে পেয়ে তাঁদেরও সুবিধে হবে, আমায়ও একলা থাক্‌তে হবে না।"

(১৬)

কোন কথা শুনিতেই অনাদিনাথের বাকী ছিল না, ক্রোধ ও ঈর্ষ্যায় উপেন্দ্রের উপর সে হাড়ে চটিয়া উঠিয়াছিল। উপেন্দ্রই যে

তাহার সুখশান্তি ও ভবিষ্যৎ উন্নতির একমাত্র অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে! তাহাকে তাড়ান বা তাঁহার মুখ বন্ধ করা উভয়ই অনাদিনাথের পক্ষে অসম্ভব। উপেন্দ্রের অনিষ্ট-চিন্তা যে আকাশ-কুসুমের চিন্তার মত, তাহা সে নিঃসংশয়ে জানিত বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত নীরবে সমস্ত আক্রমণ সহ্য করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আর ত পারিয়া ওঠে না, সে দেখিতেছিল যে, প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া সে এক হাত অগ্রগামী হইলে উপেন্দ্র তাহাকে পর-মুহূর্ত্তেই পাঁচ হাত দূরে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। অনাদিনাথ সমস্ত সহ্য করিত, অন্য কোন ক্ষতিকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিত না, যদি উপেন্দ্র তাহার প্রাণ লইয়া খেলা করিতে না যাইত। সে যে তাহাকে মানসপ্রতিমার সঙ্গবিচ্যুত করিয়া প্রাণে মারিতে উদ্যত হইয়াছে। হতাশায় অনাদিনাথের মন কাঁদিয়া উঠিতে-ছিল, সে শয্যায় পড়িয়া পড়িয়া একমনে, কি করিলে এই দুরা-রোগ্য ব্যাধির হাত হইতে উদ্ধার পাইতে পারে, কোন্ পথে অগ্রসর হইলে অভীষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া বাঞ্ছিত বস্তুটি লাভ করিয়া দেহমন পবিত্র করিয়া লইতে পারে, তীর্থস্থানের সেই পথটি তাহাকে কে যে দেখাইয়া দিবে, ভাবিয়াও তাহার কোন কূলকিনারা না দেখিয়া গোমস্তার নিকট হইতে শ্রাদ্ধের ফর্দ্দটা চাহিয়া লইয়া উপরে উঠিয়া গেল।

নন্দা নবাগত ব্রাহ্মণপত্নী আনন্দময়ীর সহিত আলাপ-

পরিচয়ে ব্যস্ত ছিল, বিধুর মা আসিয়া সংবাদ দিতে বলিল—"বসতে বল গিয়ে, আমি যাচ্ছি।"

আনন্দময়ী বলিলেন—"উপিন ছেলেটি কিন্তু বেশ, যেমন পরোপকারী, তেমনই অমায়িক, ওর যেন আপনপর জ্ঞান নেই, বাছার গুণেই ত তোমায় পেয়েছি, আর এ বিপদে উপিন কাছে না থাকলে ত প্রাণেই বাঁচতাম না।

নন্দা একাগ্রচিত্তে উপেন্দ্রের স্বভাবসুলভ দয়ার কাহিনী শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া উঠিয়াছিল। আনন্দময়ী বলিলেন—"শুনতে পাই, ওর হাতে টাকাপয়সা কিছু নেই, কিন্তু কি জানি, রোগ হ'তেই কোত্থেকে ডাক্তার ডেকে আনলে, চিকিৎসা, পথ্য যত কিছু সব ত যোগালে, আমার কাছে ত কাণাকড়িটি ছিল না; কেমন ক'রে কোত্থেকে যে এত বড় বড় ডাক্তার ডেকে আনলে, তা সেই জানে। আবার জান মা, অনেকে ওর কাছ থেকে টাকাও নেয়নি, আমার কাছেই একজন ঐ ধড়াচূড়ো-পরা ডাক্তার বল্লেকি জান, 'না উপিনবাবু, টাকা আমি নেব না, আপনি যদি এত কর্ত্তে পারেন ত আমি আর এতটুকু পারব না, এ যে সবারই কাজ'।"

মুগ্ধচিত্তে নন্দা উপেন্দ্রের গুণগাথা শুনিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছিল, উপেন্দ্র যদি তাহার পরিজন হইত ত সংসারে কিসের অভাব? কি পার্থক্য এই উপেন্দ্রে আর অনাদিনাথে?

আনন্দময়ী আবার বলিলেন—"লেখাপড়া না করলেও কিন্তু উপিন আমার অনেকের ওপরে, লেখাপড়া শিখে সবাই মানুষ হয় না, এই যেমন তোমাদের অনাদিবাবু, ওর গায়ে যেন মানুষের চামড়া নেই, মনিবের হিত কচ্ছিস্ কর, তা ব'লে কি মানুষের সময় অসময়ও দেখতে নেই, আর তোর মনিবও কিছু তেমন নয়, দু'দিন বাদে টাকা পেলে তার হাঁড়ি চড়বে না। এ যে লক্ষ্মীপ্রতিমা, হাঁ মা, তোমার মত দয়াবতীর কাছে থেকে ওর এমন বুদ্ধি হ'ল কি করে?"

"ওঁর ত তেমন দোষ নেই মা, উনি বোধ হয়, অতটা বুঝতে পারেননি।"

আনন্দময়ী চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—বলিলেন—"বুঝতে পারেনি, না না, এমন কথা ব'ল না, ও সামনে দাঁড়িয়ে যখন লোক দিয়ে আমাকে ঘর থেকে বার ক'রে দিলে, আমি হাতটা ধরে কেঁদে বল্লাম, 'বাছা, দশটা দিন সময় দাও, ভিক্ষে করে আমি তোমার ভাড়া চুকিয়ে দেব।' যা উত্তর কল্লে, তেমন কথা ত মা ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে বেরুতে শুনিনি।"

নন্দা স্তম্ভিত হইয়া গেল, এই অনাদিনাথই না তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে?

আনন্দময়ী আবার বলিলেন—"আর উপিনকে কিছু বেশী কথা বলতেও হয়নি, শ্মশান থেকে এসেই আমায় মা ব'লে

ডাকুলে, বল্লে কি জান, 'যে গেছে, সে তোমার কেউ ছিল না, আমি তোমাদের ছেলে।' আবার সে দিন যখন খবর পেলে, অনাদি এমন ক'রে অত্যাচার করেছে, বাছা আমায় কেঁদে বল্লে, 'কি ভুলই করেছি, দু'দিন তোমাদের খবর নিইনি, তাতেই ত এমনটা ঘটে গেল, নৈলে অনাদির সাধ্য কি কিছু করে।' তখনই ছুটে বেরুল।" বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণপত্নী আবার বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন, উপেন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইল, অনুযোগ করিয়া বলিল—"এত ক'রে তোমায় কাঁদ্‌তে বারণ কল্লুম, তবু আবার চোখের জল ফেল্‌ছ, আচ্ছা, এই আমি চল্লাম, আর যদি এমুখো হই"—বলিয়া উপেন্দ্র ফিরিয়া চলিল।

নন্দা ডাকিল—"উপিনদা!"

উপেন্দ্র বলিল—"নন্দা, অনাদিবাবু যে তোমার জন্যে বসে রয়েছেন।"

কথায় কথায় নন্দার ওকথাটা মনেই ছিল না, লজ্জিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"যাই, তিনি কি অনেকক্ষণ বসে আছেন উপিনদা?"

"আমি তার কি জানি।"

"আর কিছু জান আর নাই জান উপিনদা, আমি দেখ্‌ছি, এবার থেকে তোমাকেও ধরা দিতে হয়েছে, এ রকম পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে আর চল্‌বে না, এবার যে মা পেয়েছ।"

"জান ত আমি চিরকালের পাগল, আমার কি কোন কাজের ঠিক আছে?"

"তাই আমাদের কথা ভুলে গেছ, না উপিনদা?"

উপেন্দ্র অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"না না, সে কি?"

"বস বাবা, একজন হারিয়ে যে দু'জন পেয়েছি, আর আমি কাঁদ্‌ব কোন্ দুঃখে?" বলিয়াই আনন্দময়ী পুনঃ কাঁদিয়া ফেলিলেন।

উপেন্দ্র বলিল—"ঐ দেখ, কেমন কথায় কথায় কান্না, এতটুকু বুঝ্‌বে না যে, ছেলেমেয়ে না মরে কার, আর কেঁদে কবে কে কি কর্ত্তে পেরেছে।"

"পৃথিবীর সবাই যদি তোমার মত পাষাণ হ'ত উপিনদা!"

"আমি পাষাণ, না!" বলিতে বলিতে উপেন্দ্র থামিয়া গেল। ত্রিপুণ্ড্রধারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা-আহ্নিক করিয়া গঙ্গাজলের পাত্র-হস্তে স্তব পাঠ করিতে করিতে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। উপেন্দ্র ও নন্দার একসঙ্গেই যেন মনে হইল, এই শান্ত ধীর ব্রাহ্মণের পদতলে পড়িয়া শান্তির বর প্রার্থনা করিয়া লয়। ব্রহ্মণ্যতেজঃপরিপূর্ণ ব্রাহ্মণের যেন ইহ-জগতের সহিত কোন সংস্রব ছিল না। নন্দা ধীরে ধীরে মাথা মাটীতে রাখিয়া নমস্কার করিয়া উঠিতেই ব্রাহ্মণ স্তবপাঠ শেষ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"পতিপুত্রবতী হ'য়ে সুখে জীবন যাপন কর মা, ধর্ম্মে যেন তোমার মতি অচলা থাকে।"

উপেন্দ্র ব্যস্তভাবে বলিল—"ঐ আশীর্ব্বাদটাই ওকে বেশী করে করুন, আজকালের দিনে বড়লোক যে ওপথ মাড়াতেই চায় না, তারা ভাবে, টাকার জোরে ধর্ম্ম বেটাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘরের কোণে বেঁধে রেখেছে, সাধ্য কি সে বাড়ীর সীমা ছাড়িয়ে পা বাড়াবে।"

ব্রাহ্মণ অল্প হাসিয়া বলিলেন—"উপেন বাবা, ভুল বুঝ না, এ যে প্রাক্তনের ফল, যে যেমন কাজ করে এসেছে, তার ঠিক সেই রকমই বুদ্ধি হবে, ধর্ম্মকর্ম্ম মানুষ ইচ্ছে কল্লেই কর্ত্তে পারে না, তার জন্য সুকৃতি চাই, কথায় বলে না, টাকা থাকলেই টাকা আসে, এও ঠিক তাই, সুকৃতিই সুকৃতিকে টেনে আনে, দুষ্কৃতি দুষ্কৃতির পথেই নিয়ে যায়, সেখানে ধনী, নির্ধন, বড়, ছোট বিচার চলে না।"

নন্দা কি একটা প্রশ্ন করিবার জন্য মুখ তুলিতেই, বিধুর মা আসিয়া বলিল—"দেওয়ানমশাই যে কি বলতে চাচ্ছেন।"

"যাচ্ছি" বলিয়া নন্দা পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া বলিল—"এ আপনাদের নিজের বাড়ী, যখন যা দরকার হবে, বলতে কুণ্ঠা বোধ করবেন না।" বলিয়া সে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

(১৭)

তিন দিকের তিন তিনটা ঘরের মাঝখানে যে বড় ঘরখানাতে নন্দা সারাদিন বসিয়া কাজ করিত, লোকের সহিত কথা কহিত, সে ঘরে না ঢুকিত বাতাস, না প্রবেশ করিত চন্দ্রসূর্য্যের আলো। অনেক কালের পুরান এই বাড়ীখানা ঔষধের গুণে জীর্ণ রোগীর মত মেরামতের গুণেই মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সহরে আরও অনেক বাড়ী থাকিতে পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত এই বাড়ীখানা কেহই ত্যাগ করে নাই, একটা কুসংস্কারবশে এত বড় বাড়ীটার এত ঘরের মধ্যে, ঐ ঘরখানাই লক্ষ্মীর আবাসভূমি বলিয়া পিতৃপিতামহের আমল হইতে কথিত হইয়া আসিয়াছে, নন্দা কতক সেই সংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়া, কতক বা পিতার আদেশ মনে করিয়া ঐ ঘরখানাই পড়াশুনা উঠাবসার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিল। বাটীর দক্ষিণের প্রকাণ্ড বারান্দায় গেলে বাতাস মিলিত, তা ছাড়া পৃথিবীর উপর দিয়া ঝড় বহিয়া গেলেও এ ঘরে বসিয়া বাতাসের লেশমাত্র পাওয়া যাইত না, দিন দিনই ঘরটা যেন বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিতেছিল, একটা গুমট অবস্থা যেন তাহার অস্থিমজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছিল। কয়েকদিন পূর্ব্বে বৈদ্যুতিক পাখাটা খারাপ হইয়া গিয়াছে, প্রায় ঘণ্টাখানেক সেই ঘরে বসিয়া অনাদিনাথ ঘামিয়া

উঠিয়াছিল, বিরক্তিতে অভিমানে তাহার মন যেন ছট্‌ফট্ করিতেছে, সে উঠিয়া যাইবে কি বসিয়া থাকিবে, এই কথাটাই যখন পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে নন্দা আসিয়া প্রবেশ করিল। মুখ দেখিয়া মনে হইল, তাহার মনের অবস্থা ভাল নহে, অন্য দিনের মত সে নমস্কার করিল না, কথাও বলিল না, অনাদিনাথ যে তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার প্রতি লক্ষ্যমাত্র না করিয়া সে আরাম-কেদারার উপর বসিয়া পড়িল। বাহিরে বায়ুর অভাব ছিল না, শ্রাবণের ধারায় রধণীর বক্ষও সিক্ত হইতেছিল, তবু ঘরটা বিষম গরম, অনাদিনাথ বলিবার মত কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া নিরুপায়ভাবে প্রস্তাব করিয়া বসিল —"এ ঘরটা কি ছেড়ে দিতে পারা যায় না ?"

নন্দা সে কথার কোন উত্তর করিল না, অনাদি বলিল—"বাপ-পিতাম'র কালের ব'লে এ ঘরে থেকে কিছু স্বাস্থ্য বজায় থাকবে না, আগে ত শরীর বাঁচাতে হবে।"

অতি অনিচ্ছায় এবার নন্দা উত্তর করিল—"সবারই যে টিকবে, সে কথা আমি বল্‌তে পারি না, আর কারও টিকবে না, এমন মত প্রকাশ করাও উচিত নয়, বাপপিতাম'র টিকে এসেছে, সেই রক্তে গড়া আমারও যে স্বাস্থ্যের কোন হানি হবে না, এটা কি বোঝা উচিত নয় ?"

এই খোঁচামাখা কথাটায় অনাদিনাথ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াও

বিনীতভাবেই বলিল—"বাড়ীর অন্য সব ঘরে যে বাতাস আছে, এখানে বসে যেন তা' অনুভবই করা যায় না, প্রাণ যে হাঁপিয়ে উঠছে।"

"কষ্ট হ'লে আপনারা না হয় নীচে থেকেই যা বল্‌বার থাকে, ব'লে পাঠাবেন, আমার এ ঘরে বসতে কোনও কষ্ট হয় না।"

"না না, কষ্ট আর কি" বলিয়া বাধ্য হইয়া অনাদিনাথ নিজের কথাটা চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িবার চেষ্টায় অনুযোগ-করিতে গিয়া বলিল—"পাখাখানা খারাপ হ'য়ে গেছে, কৈ, ক'দিনের মধ্যে সে কথাও বলে পাঠাননি।"

বলি বলি করিয়া কেমন একটা ঔদাস্যেই নন্দা কথাটা কর্ম্ম-চারিবর্গের কর্ণগোচর করে নাই, এখন কিন্তু সে কথা মুখেও আনিল না, বরং বিপরীতভাবে বলিল—"তেমন আবশ্যক মনে করিনি বলেই বলা হ'য়ে উঠেনি।"

এদিকেও সুবিধা না পাইয়া অনাদিনাথ নন্দার সম্মুখে শ্রাদ্ধের ফর্দ্দ রাখিয়া বলিল—"এই ফর্দ্দ করা হয়েছে; দেখুন, যদি কিছু বদ্‌লাতে হয়।"

"ফর্দ্দটা এখন রেখে যান, দেখি উপিনদা কি বলে, ও-বেলা পাঠিয়ে দেব'খন।"

অনাদিনাথ মরমে মরিয়া গেল, তাহার পাশ্চাত্য-শিক্ষা-গর্ব্বিত মন অদম্য ক্রোধে ফুলিয়া উঠিতেছিল। তবু কিন্তু ভৃত্যভাবটা

তাহার মন হইতে বিলুপ্ত হইতে পার নাই বলিয়া, কষ্টেই বলিল—"মা লিখেছেন, অনেক দিন গঙ্গাস্নান করা হয়নি, একবার এসে ডুব দিয়ে যাবেন, আর—"

নন্দা বাধা দিয়া বলিল—"বেশ ত, আমাদের সেই দর্জ্জিহাটার বাড়ীটা না খালি পড়ে আছে, আগে থেকে সেটাই ঠিক করিয়ে রাখুন, এসে যেন তাঁর কোন কষ্ট না হয়।"

"তিনি এখানে থাক্‌বার কথা লিখেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করাও নাকি তাঁর একটা উদ্দেশ্য।"

"দেখা অনায়াসে হ'তে পার্ব্বে, কিন্তু এ বাড়ীতে থাকা ত তাঁর সম্ভব হবে না। উপরে যে ঘরগুলো খালি ছিল, তাতে ত রমাপ্রসন্ন ঠাকুর তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বাস কচ্ছেন।"

এ কথাটাও অনাদিনাথের জানিতে বাকী ছিল না, তথাপি সে বিস্ময়ের ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এ পরামর্শ আপনাকে উপিনবাবু দিয়েছেন বুঝি ?"

ক্রোধ নন্দাকে পূর্ণমাত্রায় অধিকার করিয়া বসিল, দাঁতে দাঁত চাপিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে উত্তর করিল—"কোন কর্ম্মচারীর মতে অমত করি বলে, আমার নিজের যে স্বাধীন একটা মত নেই, এমন কথা কেন ঠিক ক'রে রেখেছেন ? বাড়ী-ঘর ত আমার, কারুর পরামর্শের অপেক্ষা না করেও, আমি যাকে ইচ্ছে থাকুতে দিতে পারি, আর উপিনদাই যদি ব'লে থাকে ত, অন্যায় কোন

কথা ত বলেনি, আমাদের যে দয়ামায়া সব ছেড়ে দিয়ে কসাই হ'তে হবে, এমন কোন লেখাপড়াও নেই।"

কথার মুখে অনাদিনাথের কার্য্যটার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া নন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল, বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায় দ্রুতপদে দ্বারের নিকট গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—"এখন থেকে যে কোন কাজ কর্ত্তে হবে, আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে যেন না করা হয়, আমি নিজেই সব দেখ্‌ব, আপনারা শুধু আমার আদেশমত কাজ কর্ব্বেন।" বলিয়া সে আর দাঁড়াইল না, অনাদিনাথের বুকের উপর হতাশার পাষাণ চাপাইয়া দিয়া, যথেচ্ছ গতিতে চলিয়া গেল।

(১৮)

অনেকক্ষণ মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল, পথঘাট জলে জলাকীর্ণ, নন্দার বাটীর নিকটস্থ অপেক্ষাকৃত নিম্ন-ভূমিটা জলে ডুবিয়া গিয়াছে, ছাড়া পাইয়া পাড়ার ছেলের দল, সেই বদ্ধজলে ছুটাছুটি করিয়া স্থানটিকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। বারান্দায় দাঁড়াইয়া নন্দা এই দৃশ্য দেখিতেছিল, আর সেই মধুর শৈশবের অনাবিল চিত্তবৃত্তির কথা তাহার মনে পড়িতেছিল। পিতা-মাতা জীবিত থাকিতে, তাঁহাদের স্নেহের উৎসে স্নাত হইয়া, সরলা নন্দা, প্রাণে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষাই না পোষণ করিত; আজ

তাঁহাদের অভাবে সবেমাত্র এই চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সেই সে যেন বার্দ্ধক্যের সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে। আহারে-বিহারে, সুখে-শান্তিতে, নিদ্রায় জাগরণে প্রতিপদে চিন্তায় চিন্তায় তাহার হৃদয় হইতে স্ফূর্ত্তি ও স্বাধীনতা প্রভৃতি বৃত্তি যেন ক্রমে বিদায় লইতে বসিয়াছে। স্বর্ণশৃঙ্খলাবদ্ধ বনবিহঙ্গিনীর ন্যায় সর্ব্বদা শত বিলাসব্যসনের মধ্যে পালিতা হইয়াও, তাহার কার্য্য-প্রণালী এমনই সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল যে, তাহা লঙ্ঘন করিবার শক্তিমাত্রও বুঝি তাহার ছিল না। কি করিলে মস্তক হইতে কর্ত্তব্যের গুরু ভার নামাইয়া ফেলিয়া, স্বচ্ছন্দচারিণী বনহরিণীর মত নিজের সুখ, দুঃখ, হাসি-খেলা লইয়া শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, তাহা ভাবিতে ভাবিতে তাহার হৃদয়প্রান্তে একটি উপায় জলবুদ্বুদবৎ সহসা উঠিয়া আবার পরক্ষণেই মিলাইয়া গেল।

অনাদিনাথ যদি অত নির্ম্মম নিষ্ঠুর হইয়া কর্ত্তব্য পালন না করিত, তাহা হইলে ত আজ তাহাকে এত বিষয়-কর্ম্মের ভাবনা ভাবিতে হইত না! স্পৃহা না থাকিলেও এই ভাবনার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্যও সে অনাদিনাথকে বিবাহ করিতে পারিত, কিন্তু সে যে অসম্ভব, কর্ত্তব্যের নামে যে মানুষের সর্ব্বনাশ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না, হিংস্র পশুর মত এরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিতে পারে, তাহাকে কি বিবাহ করা চলে?

পরক্ষণেই চিন্তার স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; নন্দা ভাবিতেছিল—কিন্তু এই অন্যায় অত্যাচার করিয়া অনাদির লাভ কি? সে ত তাহার মনীবের জন্যই এতটা করিয়াছে। তাহার মত যাহারা পুরুষানুক্রমে এক সংসারে চাকরি করিয়া আসিতেছে, তাহারা যদি মনীবের যে কোন কাজ এরূপ অন্যায় নিষ্ঠুর উপায়েও উদ্ধার করে, সে জন্য ত তাহাদিগকে দোষী করা চলে না; কারণ, প্রভুর কার্য্য করাই তখন তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া পড়ে। এমন অবস্থায় ছোট বড় সমস্ত কর্ম্মচারীরাই ত প্রতিদিন এরূপ কত কার্য্যই করিতেছে। আর ঘরে ঘরে ইহা অপেক্ষাও কত নিষ্ঠুর—কত নির্ম্মমতা চলিতেছে, তবে তার দোষ কি?

সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া নন্দা অধীর দৃষ্টিতে সেই বালকদলের ক্রীড়া দেখিতেছিল আর চিন্তা করিতেছিল। আনন্দময়ী পাশে আসিয়া ডাকিলেন—"মা!"

"কেন মা?" বলিয়া নন্দা মধুর কোমল স্বরে তাঁহার প্রাণ শীতল করিয়া দিয়া, চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আনন্দময়ী নন্দার ম্লান বদনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তোমার মুখ এমন শুকন' দেখাচ্ছে কেন, কি হয়েছে?"

"কিছু হয়নি ত।"

"মনের কথা কেন গোপন কচ্ছ মা, আমি যে তোমার মুখ দেখেই ঠিক ধরেছি। যদি বাড়ীতে এনে স্থান দিয়েছ,

মা বলে ডাকতেও কৃপণতা কর্চ্ছ না, তবে কেন গোপন কর্‌বে মা?

নন্দা মৃদুশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"গোপন আর কি কর্‌ব, ভাব্‌ছি, ভগবান্ কেন এই গুরু ভার আমার মাথায় চাপালেন? একটি ছোট ভাইও যদি থাক্‌ত ত, দু'দিন নয় দশ দিন পরেও তার জিনিষ সে বুঝে নিত আমি মুক্তি পেতাম।"

"মুক্তি ত তোমার হাতে।" বলিয়া আনন্দময়ী থামিলেন, মুহূর্ত্ত মৌন থাকিয়া বলিলেন—"এখন আর বে' না করা তোমার ভাল দেখায় না, হিঁদুর মেয়ে আইবুড় থাকা যে পাপ, বে' হলে স্বামীর হাতে সব তুলে দিয়ে নির্ভাবনায় ইচ্ছেমত কাজ কর্ত্তে পার্‌বে।"

নন্দা আনন্দময়ীর কথাগুলি একমনে শুনিতেছিল। বাহিরে তখন বৃষ্টির বেগ কমিয়া আসিয়াছে, নন্দার অন্তরে কিন্তু প্রবল ঝড় বহিতেছিল। বিবাহ শাস্ত্রের বিধি, কিন্তু আত্মনিবেদনের মত দেবতা কি তাহার জন্য উপস্থিত হইবে না? প্রত্যাখ্যানও সে কম করে নাই, এখন কি যাচ্‌না করিতে গিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিতে হইবে? নিজের মতে হউক, পিতার আদেশ রক্ষা করিবার জন্যই হউক, বিবাহে তাহার আকাঙ্ক্ষা ছিল না, কিন্তু ক'দিন হইতে সে মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দুদিন আগে নব-বসন্তের ঈষৎবিকসিত কমলের চারিপাশে, লুব্ধ ভ্রমরের দল আনাগোনা

করিয়া ব্যস্তবিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, সহসা তাহারা কণ্টকের ভয়ে সরিয়া পড়িয়াছে। যখন ছিল, তখন সেও আত্মদমনের নাম করিয়া এই ভ্রমরগুলির দুর্দ্দশা করিতে দুঃখ বোধ করে নাই, এখন যেন অভাবে পড়িয়া পূর্ণ বিকসিত অবস্থায়, সেই ভ্রমরের লোভেই তাহাকে ধীরে ধীরে টানিতেছে। উপস্থিত একমাত্র অনাদিনাথ, তাহাকেও অপমান অবজ্ঞা করিতে নন্দা ত্রুটি করে নাই, আর না করিলেও কিছু অমন স্বার্থপরকে আত্মদান করা সম্ভব হইয়া উঠিত না। সহসা নন্দার কাণের কাছে যেন দৈববাণী হইল, "কে বলে সে স্বার্থপর, তোমার জন্যেই যে তার এত প্রয়াস, তা'কে ব্যর্থমনোরথ করে ফিরিয়ে দিও না, ঘরের ছেলে মন্দ হলেও, তা'কে ফেলে দিতে পারা যায় না, সে যে তোমার হিতৈষী, তা'কে যে তোমার চাই।" তবু নন্দা মনকে সেদিকে নিতে পারিল না, অতবড় নৃসংশ কার্য্যটার কথা এক দিনেই ভুলিয়া যাইবে, এত শক্তিও তাহার ছিল না, এমন কোন সঙ্গত কারণও যেন সে খুঁজিয়া পাইল না! চিত্তবৃত্তির যে কলিগুলি বিকসিত হইয়া গন্ধে পৃথিবী মাতোয়ারা করিয়া তুলিয়াছিল, তাহাদিগকে চাপিয়া রাখিয়া সে আপন কর্ত্তব্য করিয়া যাইবে, মনে মনে এই প্রকারেরই একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, সোজা হইয়া দাঁড়াইল, তবু যেন তাহার মন নুইয়া পড়িতেছিল, গুরুভারে

পুষ্পপরাগগুলি যেন পতনোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। কথার মুখে অনাদিনাথকে এতবড় অপমান করাটা কিছু সঙ্গত হয় নাই, তাহারই জন্যে দেহপাত করিয়া যে কাজ করিতেছে, হইতে পারে, কাজের ঝোঁকে সে একটা ত্রুটিই করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু তাহার সে ত্রুটি কি মার্জ্জনা করা চলে না? ভুলও ত হইতে পারে। সহসা নন্দা বলিয়া উঠিল—"ভুল, সব ভুল, এত বড় কাজ যার হাতে রয়েছে, সেই যদি এমন ভুল কর্ত্তে পারে, তবে আমি যে ভুল বরণ করে নিয়েছি, তাকেই ত্যাগ কর্ত্তে যাই কেন, ভুলেই যার উৎপত্তি, ভুলেই কি তার পরিণতি হতে পারে না?"

নন্দার একটানা চিন্তায় বাধা দিয়া আনন্দময়ী মধুর কণ্ঠে বলিলেন—"বে' না কল্লে যে পাপের সীমা থাকবে না, পিতৃ-পুরুষ অধোগামী হবেন।"

নন্দা উত্তর করিবার জন্য মুখ তুলিয়াই দেখিল, উপেন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিয়া অনাদিনাথ অতিকষ্টে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে আসিতেছে। তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, অনাদিনাথ উপেন্দ্রকে আনিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দিল, ব্যস্তভাবে বলিল—"আপনি একটুক্ষণ এখানে বসুন, একটা ঝিকে বলুন, মাথায় বাতাস করে, আমি ততক্ষণ ডাক্তার ডেকে আনি।" বলিয়াই সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

নন্দা উপেন্দ্রের গায়ে হাত দিয়া শিহরিয়া উঠিল, গা যেন পুড়িয়া যাইতেছিল, উপেন্দ্র প্রবল জ্বরে হতচেতনের মত পড়িয়া আছে, সে আকুল কণ্ঠে ডাকিল—"উপিনদা !"

উপেন্দ্র সাড়া দিল না, পাশ ফিরিয়া শুইতে চেষ্টা করিয়া পড়িয়া গেল, অব্যক্ত যন্ত্রণায় তাহার মুখ দিয়া শব্দ হইল—"উঃ !"

(১৯)

তিন দিন তিন রাত্রি উপেন্দ্রের জ্ঞান ছিল না, অনাদিনাথেরও মুহূর্ত্ত বিশ্রাম ছিল না, শুশ্রূষাচিকিৎসা, যত্নপরিচর্য্যায় সে যেন আত্মনিয়োগ করিয়া রাখিয়াছিল। নিজের আহারনিদ্রার প্রতি লক্ষ্য নাই, বেশভূষার পারিপাট্য নাই, স্থানাস্থান-মলমূত্র-জ্ঞানরহিত হইয়া অনাদিনাথ খাটিতেছিল। নন্দার ব্যাকুল মন অনাদিনাথের ব্যবহারে বিস্মিত হইতেছিল, যে অনাদিনাথ আত্ম-দেহের জন্ত সর্ব্বদা সতর্ক শঙ্কিত পাদক্ষেপ করিত, রোগশোক দেখিলে দূরে থাকিত, দুদিনের মধ্যে তাহার এ কি পরিবর্ত্তন ! তাহার মুখ দেখিলে মনে হইত, উপেন্দ্রের চিন্তায় হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। ভাবের অভিব্যক্তিতে ভাষা যেন পালাইয়া গিয়াছে। এক কথা বলিতে অনাদিনাথ অন্ত কথা বলিয়া ফেলিত। রোগীর অবস্থার কোন বৈষম্য দেখিলে ছুটিয়া যাইত, ঝিচাকরের

হাতে কোন কাজের ভার দিয়া যেন তাহার মন স্থির হইত না, নিজ হাতে শুশ্রূষা করিত, ঔষধ-পথ্য খাওয়াইত, নন্দা কিছু করিতে গেলে নিষেধ করিয়া আকুল দৃষ্টিতে রোগীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। দেবতার মত এই প্রাণপাত পরিশ্রমে নন্দার মনের কোণের খালি জায়গাটায় যেন ধীরে ধীরে একটা কিসের সত্তা স্থান করিয়া লইতেছিল, নন্দা মনে মনে বলিত—"হৃদয় থাক্‌লে একদিন না একদিন তার স্ফূর্ত্তি হ'তেই হবে। সময় হ'লে কুসুম যেমন স্বতঃই বিকসিত হয়, মানুষের হৃদ্‌বৃত্তিও তেম্‌নি বিকসিত না হ'য়ে পারে না।"

চতুর্থ দিন সকালে কাক-কোকিল ডাকিয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে উপেন্দ্রও চোখ চাহিল। তিন দিন অনাদিনাথ নিদ্রা কাহাকে বলে জানিত না, এবার সে হর্ষগদ্গদকণ্ঠে বলিল—"তা হ'লে আর ভয় নেই, ডাক্তার সাহেব ত বলেছিলেন, একবার জ্ঞান হ'লে এ যাত্রা উপেনবাবু রক্ষা পেয়ে যাবেন।"

নন্দা অনাদিনাথের মুখের দিকে চাহিয়া যেন অনেকটা ভরসা পাইল, ডাকিল—"উপিনদা!"

উপেন্দ্র কাসিয়া কষ্টে জিজ্ঞাসা করিল—"আমি কোথায়?"

দুই বিন্দু জল নারীহৃদয়ের কাতরতার পরিচয় দিয়া, নন্দার গণ্ড বহিয়া ঝরিয়া পড়িল। সে কাতর কণ্ঠে বলিল—"তুমি ত বাড়ীতেই আছ উপিনদা!"

উপেন্দ্র বিশ্রাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"অনাদিবাবু ?"

অনাদি "এই যে" বলিয়া উপেন্দ্রের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—"আর কোন ভয় নেই, এবার ঠিক সেরে উঠ্বেন।"

উপেন্দ্র হাত বাড়াইতে চেষ্টা করিল, পারিল না, কষ্টে শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"আপনার গুণে—"

অনাদিনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, নন্দাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"এখন ত ইনি ভাল আছেন, এবার যাই, শ্রাদ্ধের আয়োজনটা কর্‌বার চেষ্টা দেখি গে, সেও ত এগিয়ে এল, ডাক্তার এলে আমায় ডাক্‌বেন।" বলিয়া কর্ত্তব্যের আহ্বানে বিচলিত হইয়াই যেন সে চলিয়া গেল।

ডাক্তার আসিল, ঔষধের ব্যবস্থা হইল, উপেন্দ্র ক্রমে সুস্থ-বোধ করিতে লাগিল। দুই দিন পরে,—সে দিন বৈকালে সে বালিশে ভর রাখিয়া উঠিয়া বসিল। আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন আর কোন কষ্ট নেই, না উপিন ?"

"না মা।" বলিয়া উপেন্দ্র থামিল, চিন্তা করিয়া বলিল—"কি ক'রে আমি এখানে এলাম, অনাদিবাবু যদি তখন গিয়ে উপস্থিত না হতেন।" বলিয়া সে একটু বিশ্রাম করিয়া বলিতে লাগিল—"সে যেন একটা স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে, উঃ, কি ভীষণ!" উপেন্দ্র কাঁপিয়া উঠিল। আনন্দময়ী বাধা দিয়া বলিলেন—"থাক উপিন, সে সব কথায় কোন দরকার নেই।"

"মনে হলেও যে শরীর শিউরে উঠে, বসন্তের মড়া, তাতে বাপ-মার চীৎকারে আগে থেকেই আমার প্রাণ শুকিয়ে গিয়েছিল, হাতে কাণাকড়িটি নেই, জলঝড়ে পৃথিবীতে যেন মহাপ্রলয় হচ্ছিল, একটা লোক নেই, গভীর রাত্রে এই কল্‌কাতা সহরও যেন যমপুরীর মতই বোধ হচ্ছিল, একা গেলাম,—শব নিয়ে যাব,—তার মা এসে জড়িয়ে ধল্লে, উঃ, কি ভীষণ।" উপেন্দ্র আবার থামিল, তাহার লোমগুলি খাড়া হইয়া উঠিল, আনন্দময়ী বলিলেন—"এমন সাহসও কেউ করে রে!"

উপেন্দ্র বলিতে লাগিল—"ঘরে তার বাপ-মাকে বন্ধ ক'রে রেখে তাকে নিয়ে ত পথে এসে দাঁড়িয়েছি, ও মা!" উপেন্দ্রের শরীর ঝাঁকানি দিয়া কাঁপিয়া উঠিল। আনন্দময়ী হাত ধরিলেন, বলিলেন—"আজ থাক, আর একদিন—"

উপেন্দ্র শুনিল না, বলিয়া চলিল—"অনাদিবাবুই বাঁচিয়েছেন, রাত্রি তখন তিনটে, পথে জন-প্রাণী নেই, লাসটা আমার কাঁধ থেকে ছট্‌কে দূরে গিয়ে পড়্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও অজ্ঞান হয়ে গেলাম, কতক্ষণ পরে চোখ চেয়ে দেখি, অনাদিবাবু আমায় তুলেছেন, তিনি বল্লেন—'উপেনবাবু, এমন সাহসও কর্ত্তে আছে'!"

নন্দা ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া একমনে কথাগুলি শুনিতেছিল, ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তার পর?"

"কি যে হয়েছিল, ঠিক বলতে পারি না নন্দা, তবে দিনের বেলায় অনাদিবাবু যখন আমায় এখানে নিয়ে আসেন, তখন তিনিই বল্লেন, 'ব্যস্ত হবেন না উপিনবাবু, শব আমি দাহ করিয়েছি, বন্দোবস্ত কর্ত্তে গিয়ে দেরী হয়ে গেল, আর তারি জন্যে আপনাকেও একা এতক্ষণ এখানে ফেলে রাখতে হয়েছে, সব শেষ করে, তার বাপ-মার কাছে লোক রেখে, তবে আপনার খোঁজ কর্ত্তে এসেছি'।"

উপেন্দ্র দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। নন্দা বলিল—"এমনি গোঁয়ার্ত্তুমি কর্ত্তে গিয়ে কোন্ দিন পথে পড়ে মারা যাবে।"

"মারা যাব কেন নন্দা! যাঁর কাজ তিনিই তার ব্যবস্থা করবেন, নৈলে অনাদিবাবুকে সেদিন ঠিক সময়টিতে কে নিয়ে হাজির কল্লে?" বলিয়া সে উপরের দিকে দৃষ্টি করিয়া মাথায় হাত ঠেকাইয়া নমস্কার করিল।

(২০)

ভ্রাতৃশ্রাদ্ধ নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদন করিয়া নন্দার মন সেদিন বেশ পবিত্র ছিল। এ কাজটায় নন্দার একান্ত আগ্রহ ও অপরিসীম ব্যয় ছিল। নিকটের, দূরের, দেশের, বিদেশের আত্মীয়-বন্ধু নিমন্ত্রিতবর্গে কাঁদনের জন্য এই নীরব জন-বিরল বাড়ীখানা

কোলাহলমুখরিত হইয়া উঠিত। একে একে সকলেই চলিয়া গিয়াছে, আজ নন্দার মনে আলো ও অন্ধকার যেন সমভাবে ক্রীড়া করিতেছিল। সমাগত আত্মীয়গণকে বিদায় দিয়া উপবাসক্লিষ্ট শরীরে পরিশ্রমের জন্য অবসাদ আসিলেও কার্য্যের সফলতায় সে প্রগাঢ় আনন্দ অনুভব করিতেছিল, বিশেষ করিয়া অনাদিনাথের কথাটা আজ যতই তাহার মনে পড়িতেছিল, ততই যেন তাহার দেহমন পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল। একটিমাত্র মানুষ কি সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে এতবড় কার্য্যটা সম্পাদন করিল। কোন দিকে এক তিল ত্রুটি ছিল না, যেন মন্ত্রবলে কাজ আপনা-আপনি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অন্যান্যবার উপেন্দ্র কাঙ্গালীভোজন ও বিদায়ের ভার গ্রহণ করিত, অনাদির ইহাতে অনুরাগও ছিল না, সে এ সব ছোট লোকের স্পর্দ্ধাও দেখিতে পারিত না, এবার উপেন্দ্র অসুস্থ বলিয়া তাহার দ্বারা কোন কার্য্যই হইয়া উঠে নাই, শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে নন্দা ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছিল যে, এই কার্য্যটির ভার কাহার উপর অর্পণ করিয়া সে নিশ্চিন্ত হইবে। অনাদি যখন নিজে আসিয়া ঐ কার্য্যটির জন্য প্রার্থনা জানাইল, তখনও নন্দা বিশ্বাস করিতে পারিতে-ছিল না যে, যেমনটি সে চাহে, অনাদি দ্বারা ঠিক তেমনটি হইবে, কিন্তু কার্য্যের পরে দেখা গেল, অন্যবার অপেক্ষা এবার কাজটি কোন অংশে মন্দ ত হয়ই নাই, বরং অনেক অংশে ভালই

হইয়াছে। অনাদির নিকট সে যে ধৃষ্টতাটা করিয়াছে, আজ যেন তাহারই ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য নন্দার কৃতজ্ঞ হৃদয় ছুটিয়া চলিয়াছিল। সহসা অনাদিনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল, নমস্কার করিয়া সম্মুখের চেয়ারখানা একটু টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিয়া পড়িয়া বিনীতভাবেই বলিল—"শ্রাদ্ধ ত' যা হ'ক করে শেষ হয়ে গেল, এবার যদি আমায় বিদায় দেন—"

নন্দা লজ্জায়, অনুতাপে জড়সড় হইয়া পড়িল, তাহার মুখে কথাটি ফুটিল না। অনাদিনাথ স্বর কোমল করিয়া ধরা গলায় আবার বলিল—"রাইগাঁয়েই বুঝেছি, আমা দ্বারা আপনার কাজ সুবিধা মত হতে পারে না, আপনি কিছু অমন অসুবিধা চিরকাল ভোগ কর্ত্তেও পার্ব্বেন না। সেখান থেকে এসেই আমি কাজ ছেড়ে দিব, মনে করেছিলাম, কিন্তু নানা কারণে সে সময়ে যাওয়াটা অনুচিত মনে করেই এ কটা দিন আপনাকে বিরক্ত কর্ত্তে হয়েছে। বাপপিতাম'র আমল থেকে আমরা যখন এ সংসারের খেয়ে আস্‌ছি, আপনি কি এতটুকু ত্রুটি আর মার্জ্জনা না করে পার্‌বেন।"

নন্দা বিচলিত হইয়া উঠিল। কি উত্তর করিবে, ভাবিয়া না পাইয়া সহসা সে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনার মা আসেন নি?"

"এসেছেন।" বলিয়া অনাদিনাথ থামিল, খোঁচা দিয়া বলিল—"হয় ত দুচার দিনের মধ্যে আপনার সঙ্গেও দেখা কর্ত্তে আস্‌বেন,

সামনে বাড়ী না পেয়ে তাঁকে অনেকটা দূরে রাখ্‌তে হয়েছে বলেই তিনি আজও আস্‌তে পারেন নি।"

"কেন, আমাদের সেই বাড়ীটা?"

"না, সেখানে রাখা হল না, মনে হল এর মধ্যে যদি ভাড়াটে জুটে যায়, আর হয়েছেও তাই, দুদিন না যেতে না যেতেই ভাড়া হয়ে গেছে। আমি দেখলেম, ও ভালই হয়েছিল, নৈলে এদিক্‌কার কতকগুলি টাকা লোক্‌সান হত।"

অনাদিনাথের এই অভিমানটা যেন একটা উচ্চ বৃত্তির পরিচয় দিয়া নন্দার তরঙ্গিত হৃদয় মথিত করিয়া তুলিল। তাহার হৃদয়ের কোণে যে আসনখানা পাতা ছিল, দেবতার সাড়া পাইয়া সেখানা যেন কাঁপিয়া উঠিল। শীত শেষ হইয়া যেন বসন্ত দেখা দিবার উপক্রম করিল, অনাদিনাথের সামান্য দোষ যেন এতগুলি গুণের তলায় চাপা পড়িয়া গেল। অনাদিনাথ আবার বলিল—"তা হলে আজই আমি যেতে চাই, হিসেবপত্র বুঝে নিলেই আমি ছুটী পাই।"

এবার নন্দা মধুর কোমল স্বরে নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া উত্তর করিল—"না জেনে যদি আমি কোন অপরাধই করে থাকি ত' এই গুরুভার আমার মাথায় ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাওয়া কি আপনার উচিত?"

অনাদিনাথ জিভ কাটিয়া বলিল—"ছিঃ ছিঃ, ও কি কথা বল্‌ছেন, ওতে যে আমাদের অপরাধ বেড়ে যায়, এই যে কাজ

ছেড়ে যাচ্ছি, এতেই লোকে নিমকহারাম বলবে, আর সে কিছু মিথ্যে কথাও নয়; বাপপিতাম'র কাল থেকে এই বিনোদপুর থেকে সবাই করে খেয়েছেন, যা কিছু রেখে গেছেন, তাও এই জমিদারী থেকে কুড়িয়ে নেওয়া, তা জেনেও আমি চলে যাচ্ছি বলে যে কত পাপ হবে, তার ঠিক নেই, এর ওপর আবার—"

অনাদিনাথ মধ্যপথে থামিল। তাহার আবিলতাপরিপূর্ণ মন এত বড় একটা কৃত্রিম সাধুতার নিদর্শন দেখাইতে গিয়া যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তি সব সময়ে অসদ্‌বৃত্তিকে দমন করিতে না পারিলেও অন্যায় অবৈধ কার্য্য করিতে গেলেই তাহার সাড়া দোষকে ঢাকিয়া না রাখিতে পারুক, দোষীকে দলিত করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করে না। আঘাতের উপর আঘাত করিয়া সে তাহার নিজের স্থান অধিকার করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াও যদি বিফলপ্রযত্ন হয়, তবু তাহার স্বভাবকে মারিয়া ফেলা অসম্ভব হয়। তাই কি অনাদিনাথের কুটিল চক্রের পাকে পড়িয়াও হৃদয়ের ঐ তারটি বেসুরা বাজিয়া উঠিল? অনাদিনাথ মনে মনে বলিল—"যেমন করে হ'ক, নন্দাকে নিজের অঙ্কশায়িনী করা আমার যখন প্রধান উদ্দেশ্য, তখন ত এ সামান্য আঘাতে ফিরে দাঁড়ালে হবে না, প্রবল বাসনা যে নিজের আসনে জোর করে বসেছে, যেমন করে হ'ক ইষ্টসিদ্ধি করে নিতে হবে।"

নন্দা সহজ স্বরেই উত্তর করিল—"পাপ যে কার হবে, অপরাধও কার কতখানি, সে বিচার নয় সময়ান্তরে করে দেখা যাবে, তার আগে কিন্তু আপনার দায়িত্বের কথা ভুলে গেলে চল্‌বে না, সাম্‌নে পূজ' আস্‌ছে, কি করে কি কর্ত্তে হবে, আমি যে তা' ভেবে ঠিক কর্‌তে পাচ্ছি না।"

অনাদিনাথ তবু টলিল না, বলিল—"কথায় বলে না, 'ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না,' এও তাই, টাকা দিলে দুদিনেই উপযুক্ত লোক মিলে যাবে।"

"কিন্তু সে ত শ্রাদ্ধের আগেও অসম্ভব ছিল না।"

এবার যেন নিজের কথায় নিজে ধরা পড়িয়াছে, এমনই মুখের ভাব করিয়া অনাদিনাথ অনিচ্ছায় বলিয়া উঠিল—"তা হলে আমায় পূজ' পর্য্যন্ত থেকে যেতে হচ্চে, এই না ?"

"যেতে কেন হবে, সবই ত আপনার হাতে, নূতন লোক এসে সে কিছু সব ঠিক করে নিতে পার্‌বে না। ঝোঁকের মাথায় একদিন যদি অন্যায় দু'কথা বলেই থাকি"—বলিয়া নন্দা থামিতেই অনাদিনাথ শিষ্টাচারের চরম সীমায় উঠিয়া বলিল—"না না, অমন কথা বার বার বলে আর আমার অপরাধী কর্‌বেন না। তবে তাই, কিন্তু একটা কথা আপমাকে মনে রাখতে হবে, দোষ করি ত শাসন কর্ত্তে ক্রটি কর্‌বেন না।"

এই বিনয়ে নন্দার মন একেবারে ভিজিয়া গেল, সে দয়ার্দ্র

করুণ স্বরে বলিল—"আমায় আর লজ্জিত করবেন না, দেখুন—একটা কথা—"

অনাদিনাথ ব্যস্তভাবে বলিল—"হাজার হলেও পুরুষানুক্রমে আমরা এ বাড়ীর চাকর—আপনি বল্‌তে কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন?"

নন্দা বাধা দিল, একটু উত্তেজিত স্বরেই বলিল—"অমন কথা আমার বাবাও কখন ভাবেননি, আমরাও মনে করি না। যেমন ক'রে হ'ক, এ দু'সংসারে যেন একটা আপনাআপনি ভাব জন্মে গেছে, আর সে সাহসেই বল্‌ছি, আপনার মাকে যদি এখানেই এনে রাখেন ত—"

নন্দা আর বলিতে পারিল না, যে বিষয়টার জন্য প্রার্থনা করিয়া ক'দিন পূর্ব্বে অনাদিনাথ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল, আজ সেই বিষয়েই অনুরোধ করিতে গিয়া লজ্জায় কুণ্ঠায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। অনাদিনাথ যেন সে কথাটা ভুলিয়া গিয়াছে, এমনই ভাবে সস্পৃহ দৃষ্টিতে নন্দার লজ্জারঞ্জিত মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিয়া উঠিল—"বেশ, আমি মাকে বলে দেখ্‌ব, তিনিও বোধ হয় এতে আপত্তি করবেন না, এখানে থাক্‌তে তাঁরই যে বিশেষ আগ্রহ।" বলিয়া সে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

(২২)

সে দিন দ্বিপ্রহরে আনন্দময়ীর গৃহে প্রবেশ করিতে গিয়া নন্দা থমকিয়া দাঁড়াইল, সেই নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে, আনন্দময়ী তাঁহার বৃদ্ধ স্বামীর পা ক্রোড়ে করিয়া টিপিয়া দিতেছিল, বাধা পাইলে সতীর পতিসেবায় বিঘ্ন হইবার ভয়ে, নন্দা আর অগ্রসর হইল না, পা টিপিয়া টিপিয়া নিজের ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িল। এমনই একটা সেবার জন্য তাহার প্রাণের মধ্যে যেন কিছুদিন হইতে সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, তবু সে জানিত না, এই সেবাটা কিরূপে, কেমন করিয়া করিতে হয়। তাহার মাতা অতি শৈশবেই মারা গিয়াছেন। কাজেই স্ত্রীলোকের নিজস্ব যে জিনিষটার একটা আবছায়া পুস্তকের মধ্যে দেখিয়াও তাহার ঠিক সত্তাটা সে অনুভবে আনিতে পারে নাই, আনন্দময়ী আসা অবধি সেই জিনিষটা দিন দিনই প্রত্যক্ষ দেখিয়া, তাহার ক্ষুধিত হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিতেছিল। আজ এই নীরব দ্বিপ্রহরে, নির্জ্জন গৃহে, নন্দা একা যেন বিষম চঞ্চল হইয়া উঠিল, প্রশান্ত বারিধিবক্ষ যেন বাতাস পাইয়া প্রবল বেগে আলোড়িত হইতে লাগিল, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ আসিয়া তীরভূমি প্লাবিত করিয়া তুলিল, নন্দা সেই তরঙ্গে পড়িয়া যেন হাবুডুবু খাইতেছিল। কি করিলে তাহার এই স্নেহপ্রবণ হৃদয়, নিজস্ব সেবার অধিকার লাভ করিয়া

চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিবে, কতদিনে তাহার হৃদয়নিহিত আশা ফলবতী হইয়া জীবনযৌবন সার্থক করিয়া দিবে? অন্ধকার এই একটি ঘটনায় যেন আনন্দময়ীর অন্যান্য দিনের কার্য্যের চিত্র তাহার মানস চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। নন্দা অসাড়ের মত পড়িয়াছিল, অনাদিনাথের সহৃদয়তায় তাহার মন দিন দিন তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া উঠিতেছে। এই ভাবে তাহার চরিত্রের ক্রমোন্নতি, নন্দায় বিতৃষ্ণাটাকে কাটাইয়া তুলিয়াছিল, সামান্য যে দ্বিধাটুকু ছিল, এই প্লাবনে তাহা ভাসিয়া যাইবার মত হইল, নন্দা মনে মনে বলিল—"অনাদিবাবুর মা'ত আস্‌ছেন, যদি অনুরোধ করেন? করেন ত—" তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল, আনন্দময়ীর সেদিনের সেই কথাগুলি মনে জাগিয়া উঠিতেই সে উঠিয়া বসিল, অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—"একদিন দোষ কল্লেই তার কি আর শোধ্‌রাতে নেই, দুদিনে যে গুণ, দোষকে ছাপিয়ে উঠেছে। কিন্তু—"

নন্দা আবার বাধা পাইল, আনন্দময়ীর প্রতি অনাদিনাথের কঠোর ব্যবহারের কথা মনে হইল; বলিল—"হ'ক, যত দোষই করে থাকুন, সে আমারই জন্যে করেছেন, মনীবের কাজে কর্ম্মচারীরা ওরকম করেই থাকে।"

ধীরে ধীরে উপেন্দ্র প্রবেশ করিল, নন্দার সে দিকে লক্ষ্যও ছিল না। সাড়া না পাইয়া উপেন্দ্র ডাকিল—"নন্দা!"

নন্দা চমকিয়া ফিরিয়া উপেন্দ্রকে দেখিয়া বলিল—"কে উপিনদা, এস, শরীর ভাল আছে ত ?"

"আমি ত বেশ আছি নন্দা, কিন্তু তোমায় এত মলিন দেখাচ্ছে কেন বল ত ? দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছ !"

নন্দা মৃদু শ্বাস ত্যাগ করিল, বলিল—"আমাদের জীবন 'ভার' বলেছিলে বলে, না বুঝে একদিন তার প্রতিবাদ করেছি, কিন্তু এখন এ ব্যর্থ জীবন সত্যই যে ভার বলে মনে হচ্ছে উপিনদা !"

"ব্যর্থ জীবন ! কেন, এত কাজ হাতে থাকতে ব্যর্থ কেন হতে যাবে ? তোমাদের মত মানুষের ত কাজের অভাব নেই ।"

"না উপিনদা, এ স্ত্রীলোকের কাজ নয় !" বলিয়া সে লজ্জিত মুখ নীচু করিল ।

উপেন্দ্র কথাটার মর্ম্ম না বুঝিয়া বলিল—"কাজের আবার বিচার কি নন্দা, আমি ত মনে করি, চ'খের সামনে যে কাজ এসে হাজির হবে, সে কাজই করে যাব ।"

"হয় ত তাতেই তোমার সিদ্ধি হবে, কেন না, তোমার মনে ত সন্দেহ স্থান পায় না, যেখানে জল্পনা নেই, সেখানে হয় ত কল্পনার পথই প্রশস্ত ।"

"তুমি আবার কাজ কর্ত্তে গিয়ে সন্দেহ কর নাকি ?"

"ইচ্ছা করে করি না । আগে কিন্তু এ সব কাজ করে আমার

খুবই তৃপ্তি হত, এখন দেখছি, যতই দিন যাচ্ছে, ততই কেমন নূতন একটা কথা মনে জেগে উঠছে, যেন ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক রয়েছে, স্ত্রীলোক, পুরুষ, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, সবারই এক কাজ যেন হতে পারে না।"

উপেন্দ্রও গম্ভীর হইয়া উত্তর করিল—"সত্যি নন্দা, আমিও এমনই একটা কথা কিছু দিন থেকে ভাবছি, বিভিন্ন ভাবে কাজ করবার জন্যেই হয় ত ভিন্ন ভিন্ন লোকের সৃষ্টি হয়েছে।"

নন্দা দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিল, বলিল—"তুমিও ভাবছ, আমিও ভাবছি, হয় ত আর কত লোক ঠিক এম্‌নি ভাবছে উপিনদা, কিন্তু তাতে কি ফল হচ্ছে, কাজ যদি কেউ নাই কল্লে—"

উপেন্দ্র বলিল—"না নন্দা, আমি শুধু ভেবেই নিরস্ত হইনি, জান ত যখন যা আমার মনে ওঠে, তাই নিয়েই মেতে থাকি।"

নন্দা স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিল—"কি কাজ কল্লে শুনি।"

"তুমিও হয় ত হেসে উঠবে, তাই কথাটা এতদিন তোমার কাছেও লুকিয়েছি, কিন্তু আর না, কেন না, এখন বুঝেছি, হেসে উড়িয়ে দেবে, সে সময় আর আমার নেই; নন্দা, আমি এবার একজামিন দেব।"

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া নন্দা উপেন্দ্রের দিকে চাহিয়া মাত্র "উপিনদা" বলিয়া আবার বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহারই দিকে চাহিয়া রহিল।

"বলা বলি এর ভিতর কিছুই নেই, পড়াশুনা না কল্লে পুরুষ-মানুষের একটাদিক্ শূন্য পড়ে থাকে, শক্তি থাক্তে অমন ভাবে জীবনের একটা অংশ বাদ দিয়ে চলা যে মহাপাপ, তাই বছর দুই থেকে ঐটের পেছনে উঠে পড়ে লেগেছি, এবারে একৃজামিন দেব, সেও ঠিক হয়েই রয়েছে! পূজতেও আমি বিনোদপুরে যাচ্ছি না। এই ক'টা মাস একটু বেশী করেই পড়্তে হবে।"

বাহিরে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ শুনিয়া নন্দা ও উপেন্দ্র উভয়েই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। কিছু পূর্ব্বে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, পথ কর্দ্দমাক্ত, গরুর গাড়ীর একটা গাড়োয়ান কাদায় চিৎ হইয়া পড়িয়া ধুঁকিতেছে, আর তাহার চারি ধারে মণ্ডলাকারে লোক জমিয়া সোরগোল পাকাইয়া তুলিয়াছে।

নন্দা স্থানকাল, লজ্জাসম্ভ্রম ভুলিয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিল—"যাও উপিনদা, লোকটাকে তুলে নিয়ে এস।" বলিয়া ফিরিয়া আর উপেন্দ্রকে দেখিতে না পাইয়া নিজেই নীচে ছুটিয়া চলিল, উপেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই অনাদিনাথ গিয়া গাড়োয়ানটাকে ধরিয়া তুলিয়াছিল, উপেন্দ্র যাইতে দুজনে ধরাধরি করিয়া তাহাকে বৈঠকখানার পাশের ঘরখানাতে আনিয়া শোয়াইয়া দিল। অনাদিনাথ তাহার বিবর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিল—"ডাক্তার,—শীগ্গির একজন ডাক্তার ডেকে আনুন।"

গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া লোকটার দুই এক স্থান কাটিয়া রক্ত

বাহির হইতেছিল, সর্ব্বাঙ্গ কর্দ্দমাক্ত, অনাদিনাথ পাশের আল্‌না হইতে কাপড় টানিয়া লইয়া তাহার রক্ত ও কাদা মুছিয়া দিল, ক্ষত-স্থানে জলপটি বাঁধিয়া পাথা লইয়া বাতাস করিতে আরম্ভ করিল। দূরে দাঁড়াইয়া নন্দার মন গৌরবে পুলকে ভরিয়া উঠিল, আশার অতিরিক্ত দান পাইলে প্রার্থী যেমন আনন্দের আতিশয্যে দাতাকে আশীর্ব্বাদ করিবার শক্তিও হারাইয়া বসে, পরিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা তাহার মুখে চোখে ফুটিয়া বাহির হয়, অথচ উচ্ছ্বাসের প্রবল বেগে বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া পড়ে, নন্দারও ঠিক সেই অবস্থা হইয়াছিল। সে পুনঃ পুনঃ অনাদিনাথের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। হৃদয়ের বৃত্তিগুলির ঘাতপ্রতিঘাতে তাহার মনের মধ্যে একটা প্রবল বিপ্লব চলিতেছিল। অতি কষ্টে আত্মসংযম করিয়া অনাদিনাথকে লক্ষ্য করিয়া "ডাক্তার এসে কি বলে, আমাকে জানাবেন" বলিয়া অন্যমনস্কের মত মন্থর গতিতে চলিয়া গেল।

(২৩)

শুক্লাষ্টমীর জ্যোৎস্নায় ছাদের উপর বসিয়া নন্দা ও অনাদি-নাথের মাতা কথা কহিতেছিল। অভিসারোন্মুখী বরাঙ্গী রমণীর মত শুভ্র পুষ্পসজ্জায় সজ্জিত হইয়া প্রকৃতি যেন লহর তুলিয়া হাসিতেছে, উদ্দাম বায়ু টব হইতে ফোটা ফুলের গন্ধ চুরি করিয়া, প্রকৃতির সহিত খেলা করিতেছিল! অনাদিনাথের বৃদ্ধা মাতা

অন্নপূর্ণা বলিলেন—"এই বয়েস তোমার, এখনও কি আইবুড় থাকা মানায় ? এই রাজার ঐশ্বর্য্যি, ছেলে-পুলে না হ'লে ভোগ কর্‌বে কে, একা ভোগ কর্ত্তে ইচ্ছাও যায় না, তাতে সুখও নেই।"

নন্দা উত্তর করিল না, এই বৃদ্ধার কাছে ধরা পড়িবার ভয়ে দু'দিন সে দূরে দূরে ছিল, চিত্তস্থির করিতে গিয়া আত্মদানের সম্পূর্ণ উপযুক্ত লোক মিলিতেছিল না। অনাদিনাথ অনেক অংশেই তাহার বরণীয়, এ কথাটা সে যেমন জানিত, তেমনই তাহার পূর্ব্ব-কৃত অত্যাচার অবিচারের কথা সহজে সে বিস্মৃত হইতে পারে না। কাদা মাখিয়া ধুইতে যাওয়ার পক্ষপাতী নন্দা কোন কালেই ছিল না, বিশেষ এ কাদা যে একবার মাখিলে শতবার ধুইলেও তাহা আর পরিষ্কার হইবে না! বৃদ্ধা যদি তাহার সহিত অনাদির বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসেন ত মুখের উপর জবাব করাও সহজ হইবে না, ভাবিয়া সে আকুল হইয়া উঠিতেছিল। দুই দিনেই অনাদিনাথ যে তাহার আজন্মের সংস্কার ত্যাগ করিয়া, ভালমানুষটি হইয়া পড়িয়াছে, এমন কথাও সে সহজে ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। গুণ সব দোষকে ঢাকিয়া দেয়, ইহা যদিও তাহার জানা ছিল, তথাপি এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনটাকে সে যেন কেমন সন্দেহের দৃষ্টিতে না দেখিয়া পারিতেছিল না। সন্দিগ্ধ হৃদয় লইয়া বিবাহ করিতে নন্দা প্রস্তুত ছিল না। পাত্রাপাত্র বিচার না করিলেও চলিবে না, অনাদিনাথকে তাহার সকল প্রকারেই

প্রয়োজন, কিন্তু সে জন্য সে নিজের সুখসৌভাগ্য বিসর্জ্জন দিতে পারে না। নন্দা ভাবিতে ভাবিতে একবার সেই নক্ষত্রখচিত নীল আকাশের দিকে দৃষ্টি করিল, বিষণ্ণ অন্তঃকরণ যেন অনেকটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, অন্নপূর্ণা কহিলেন—"তোমাদের ঘরে ত' কোন কালে এ নিয়ম ছিল না, তোমার বাপই শুধু মেয়ে বড় করে রাখ্‌বার পক্ষপাতী ছিলেন, বংশের চিরকালের আচার লঙ্ঘন ক'র না মা, এ বয়সে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করাও কিছু নিরাপদ্ নয়।"

নন্দা এবারও উত্তর না করিয়া, লজ্জানম্র দৃষ্টি নামাইয়া লইল। অন্নপূর্ণা আবার বলিলেন—"অনাদি আমার ছেলে হ'লেও সত্যি কথা না বলে পারা যায় না, যতক্ষণ আপনার জিনিষ বলে মনে না ক'র্‌বে, ততক্ষণ প্রাণ দিয়ে যত্ন কর্‌বে না।"

আনতবদনে বীণাবিনিন্দিত স্বরে নন্দা অল্প কথায় উত্তর করিল—"না, অনাদিবাবুর ত কোন কাজে ত্রুটি নেই?"

"তবে" বলিয়া অন্নপূর্ণা নন্দার চিবুক ধরিলেন, আদর করিয়া বলিলেন—"আমায় কথা মা তোমায় রাখ্‌তে হবে, তোমার মুখের 'মা' ডাক্ শোন্‌বার জন্য যে প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে আছে, আমার সে সাধ কি পূরবে না?"

নন্দার মুখ লাল হইয়া উঠিল, চন্দ্রের রজতকিরণ পড়ায় প্রফুল্ল কুমুদের মত, তাহার মুখের শোভা যেন শতগুণ বাড়িয়া

উঠিয়াছিল। অন্নপূর্ণা তাহার হাত ধরিয়া স্নেহপ্রবণ স্বরে বলিলেন—"বল, আমায় নিরাশ কর্বে না?"

অতিকষ্টে নন্দা উত্তর করিল—"ভেবে দেখি!"

"না না, ভাবাভাবির কথা আমি শুনব' না, অনাদি এখনও ছেলেমানুষ, কোন দোষ ক'রে থাকে ত আমার মুখ চেয়ে তোমায় তা ভুলে যেতে হবে।"

নন্দার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, অনাদিনাথকে বিবাহ করিতে হইলেও সে কিছু চিত্তস্থির না করিয়া, জবাব দিতে পারে না। অনুরোধে ঢেঁকি গেলার মত এ কাজটা সে সহজসাধ্য নহে, তাহা সে ভাল করিয়াই জানিত, অথচ এই বৃদ্ধার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধই বা কেমন করিয়া ঠেলিয়া ফেলে। মৃদু স্বরে উত্তর করিল—"দোষ আবার তাঁর কি হ'তে পারে?"

"তবে?"

একটু থামিয়া নন্দা মনে দৃঢ়তা আনিয়া উত্তর করিল—"স্বাধীন বলেই আমার যত চিন্তা। বাপ্ মা থাক্‌লে তাঁরা যা বল্‌তেন, তার উপর কিছু বল্‌বার ছিল না, কিন্তু এখন ত তা নয়, দু'দিন না ভেবেচিন্তেই বা পারি কি করে, হঠাৎ স্বীকার কর্‌বার মত কথাও ত নয়?"

"আমি ত মা তোমার মা'র বয়সী, আর জান ত এই সংসারের খেয়েই আমাদের তিন পুরুষ চ'লে আস্‌ছে, অনাদি আমার ছেলে

হলেও যাতে তোমার অনিষ্ট হবে, পাঁচ জনে পাঁচ কথা বল্‌বে, তেমন কাজ তোমায় আমি কর্ত্তে বল্‌তে পারি না।”

“সে ঠিক কথা, তবু কেমন আজই আমি কোন কথা বল্‌তে পাচ্ছি না।” বলিয়া নন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—“রাত অনেক হয়েছে, চলুন নীচে যাই।” বলিয়া সে পা বাড়াইতেই অন্নপূর্ণা উঠিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন—“তবে ভেবেই দেখ মা, কিন্তু আমার এই কথাটা মনে রেখ, বুড় মানুষ, আজ আছি ত কাল নেই, শেষকালের আশাটা পূর্ণ কল্লে তুমি সুখী হবে!”

(২৪)

অন্নপূর্ণা যেন নন্দাকে পাইয়া বসিয়াছিলেন, আহারনিদ্রায় চলাফিরায় তিনি নন্দাকে চক্ষুর অন্তরালে যাইতে দিতেন না। তিনি এ কাজে সে কাজে এ কথায় সে কথায় সর্ব্বদাই নন্দার মনোহরণে ব্যস্ত থাকিয়া দু’দিনেই তাহার কোমল হৃদয়ে একটা স্থান করিয়া লইলেন।

অন্নপূর্ণা আসা অবধি আনন্দময়ীর কোন অনুসন্ধান নন্দা করিয়া উঠিতে পারে নাই, উপেন্দ্র কি করিতেছে, তাহা জানিতে না পারিয়া তাহার মন উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িতেছিল, তাই সে দিন সকালে উঠিয়াই সে উপেন্দ্রের ঘরের দিকে চলিয়াছিল, অন্নপূর্ণা ডাকিয়া বলিলেন—“এত সকালে কোথা যাচ্ছ মা, না না, অমন

ক'রে এখন ঘর থেকে বেরিও না, কাল রাত্তিরে যে তোমার গা'টা কেমন গরম গরম বোধ হচ্ছিল।"

নন্দা সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া পা বাড়াইতে অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া আসিলেন। নন্দার কপালে হাত দিয়া, ব্যস্তভাবে বলিলেন—"এই যে এখনও তোমার গা' গরম রয়েছে, ঘরে চল, আর একটু শুয়ে থাক্‌বে, আমি ততক্ষণ মাথায় বাতাস কচ্ছি।"

"কিচ্ছু কর্ত্তে হবে না, আমার শরীর বেশ আছে, অত ব্যস্ত হবেন না?" বলিয়া নন্দা ফিরিয়া আসিয়া শয্যায় বসিয়া বলিল—"এমন আমার মাঝে মাঝে হয়, তার জন্যে কোন ভাবনা নেই, ক'দিন উপিনদার খবর নেওয়া হয়নি, তার কাছে একবার যাচ্ছি, আপনি ততক্ষণ হ'ত-মুখ ধুয়ে আসুন।"

"উপিন, সে বেশ আছে, কাল দেখ্‌লাম, খুব লেখাপড়া কচ্ছে, আহা, দিব্যি ছেলেটি, যেমন মিষ্টি কথা, তেমনই ভাল ব্যবহার।"

নন্দা ততক্ষণে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, অন্নপূর্ণার কথায় উত্তর না দিয়া, সে সোজা উপেন্দ্রের ঘরের দোরে গিয়া ডাকিল—"উপিনদা!"

উপেন্দ্র বলিল—"কে নন্দা, তবু ভাল, উপিনদাকে মনে পড়ল, আমি ভাব্‌ছিলাম, কি জানি, জমিদারী বজায় রাখতে হ'লে, হয় ত সংসারে সবাইকে ভুলে থাক্‌তে হয়।"

নন্দা কি উত্তর করিতে যাইতেছিল, আনন্দময়ী বাধা দিয়া বলিলেন—"এস মা, বস।"

লজ্জানম্রমুখী নন্দা পাশের আসনখানায় বসিয়া, হাসিতে হাসিতে বলিল—"কিন্তু তুমিও ত কোন খোঁজ নেওনি উপিনদা।"

"আমার কথা ছেড়ে দাও, আমি কি আবার একটা মানুষ, যে, কোন কাজ না কল্লে অনুযোগ কর্ব্বে!"

"কেন এই যে শুন্‌লাম, তুমি বড় ভাল ছেলে হয়েছ।"

"সত্যি মা, উপিন আমার বই নিয়েই সারা দিন পড়ে থাকে, আর যত আব্দার এই মা'র কাছে।"

নন্দা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল,—অন্নপূর্ণা যতই কেন করুন না, এই আনন্দময়ীতে আর তাঁহাতে যে শতহাত ব্যবধান। সে স্মিত-মুখেই উত্তর করিল—"ইচ্ছা ক'রে বদ্‌লে যায়নি মা, এ যে অষুধের গুণ, তোমার হাওয়া পেলে মানুষকে বদ্‌লাতে হয়, উপিনদা ত দিন-রাত সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ছে।" উপেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"কেমন উপিনদা, তখনই বলিনি যে, মা'র মত মা পেয়েছ, এবার আর তোমার ধরা না দিয়ে উপায় নেই।"

"সত্যি নন্দা" বলিয়া উপেন্দ্র গাঢ় স্বরে বলিল—"সত্যি আমি অষুধের গুণেই বদ্‌লেছি, আজ আমার মত ভাগ্যবান্ ক'জন এমন মায়ের কোলে মাথা রেখে স্বচ্ছন্দে ঘুমুতে পায়। তোমার কিন্তু বড় দুর্ভাগ্য নন্দা, ঘরে এনেও চিন্‌তে পাল্লে না, পেয়েও

ধরে রাখতে পারলে না, তোমার জিনিষ, আমি আমার ক'রে নিয়েছি, এমন জিনিষ দুটি নেই।"

মাতৃস্নেহের কথা মনে পড়ায় নন্দার চোখের দুই কোণ ভিজিয়া উঠিল, কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"চিনতে আমি তোমার আগেই পেরেছিলাম, নৈলে ঘরে এনে মাথায় ক'রে রাখি, কিন্তু কি করব, বরাতে না থাকলে ভোগ হয় না, বাড়া ভাত পড়েই থাকে, খাবার সুযোগ জোটে না। আমার যে হাতে পায়ে বেড়ী, এই জমিদারীই আমার কাল হয়েছে, কোথাও যাব কি দু'দণ্ড বসে গল্প করব, তারও যো নেই। বলতে পার উপিনদা, কি পাপে ভগবান্ আমায় এখন কঠিন বাঁধনে বেঁধেছেন?"

"কঠিন কেন মনে কচ্ছ নন্দা, বন্ধনের ভেতর যে মুক্তির স্বাদ রয়েছে, মানুষ চেষ্টা কল্লে তারি অমৃতে আত্মাকে অমর ক'রে তুলতে পারে।"

"থাক উপিনদা, ও-মুক্তিও আমি চাইনি, অমন অমৃতের খোঁজ করেও আমার দরকার নেই।"

আনন্দময়ী বলিলেন—"না মা, আর তুমি এত বড় ভার মাথায় ক'রে থাকতে যেও না, আমার কথা রাখ মা, এই আসছে মাঘ ফাগুনে বে'টা হ'য়ে যাক, হাঁপ ছেড়ে বাঁচতে পাবে।"

উপেন্দ্র লাফাইয়া উঠিল, এমন একটা কথা এতদিন তাহার

মাথায় আসে নাই, লোকমুখে কখন.শুনিলেও সে তাহা গ্রাহ্যের মধ্যেও আনে নাই! আনন্দময়ীর এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে নন্দার বিবাহটা যেন তাহার অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইল, সে উৎসাহের সহিত বলিল—"তাই কর নন্দা, মা'র কথা শোন, ওঁর কথামত চল্‌লে তুমি সুখী হবে।"

নন্দার উত্তর করিবার কিছু ছিল না, উপেন্দ্র আবার বলিল—"পাত্র ত তুমি কম ফিরিয়ে দাওনি, সেই ভয়ে আর কেউ এ বাড়ী মাড়ায় না।" পরে আনন্দময়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"তার কিছু উপায় ঠাউরেছ?"

"পাত্রের আবার অভাব!" আনন্দময়ী মৃদু হাসিলেন, বলিলেন—"এমন লক্ষ্মীপ্রতিমা, আর এত সম্পত্তি, এর ওপর আবার খোঁজা-খুঁজি কর্ত্তে হবে কেন? বে' কর্‌বে না জেনে লোক পেছিয়ে পড়েছে, খবর পেলেই আবার এসে হাজির হবে।"

নন্দাও ঠিক এই কথাটাই ভাবিতেছিল যে, একবার রাষ্ট্র করিয়া দিলে কেমন হয়, কিন্তু তাহার মধ্যেও ও দ্বিধাটুকু ছিল, তাহাই তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে। অজ্ঞাত-কুলশীল একজনকে ডাকিয়া আনিলে, সে যে অনাদি অপেক্ষা ভাল হইবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? আনন্দময়ী মুখে এ কথা বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন যেন অন্য ভাবে প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল। পুত্রোপম উপেন্দ্রের ভাগ্যে কি এ শুভ সম্ভাবনা

হইতে পারে না? ভয়ে তিনি মনের কথা মুখে আনিতে পারিলেন না, পূর্ব্ব-প্রস্তাবটার অনুমোদন করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা হ'লে তাই করব মা, ঘটক লাগিয়ে দেব?"

"না মা!" বলিয়া নন্দা লজ্জিত মুখ নত করিল।

"বে' করবে না, অমন কথা বল না মা।" বলিয়া আনন্দময়ী নন্দার দিকে চাহিলেন।

"মা, 'তোমার আজ্ঞা আমি অবহেলা করব না, কিন্তু তাড়াতাড়ি কেন?" বলিয়া নন্দা উঠিয়া ধীর-পাদক্ষেপে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

(২৫)

পূজা ঘনাইয়া আসিল, প্রকৃতি যেন জগন্মাতার আগমনের শুভ সংবাদ ঘোষণা করিয়া দিতেছিল। অন্নপূর্ণা এদিকের কথাটা পাকা করিতে না পারিয়া, "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় দিন গণিতেছিলেন। ক'দিন হইতে নন্দার অন্য চিন্তা ছিল না, অনাদিনাথ পূজার জিনিষপত্র কিনিয়া আনিয়া ঘর বোঝাই করিতেছিল, আর নন্দা ঝি-চাকর লইয়া তাহা গোছাইয়া কোন্‌টা কোথায় থাকিবে, তাহার ব্যবস্থা করিতেছিল। সে দিন সন্ধ্যার পর নন্দা ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় পাইচারি করিতেছে। সহসা সে পাশের ঘরখানার কাছে গিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া দুই পা .পিছাইয়া যাইতে, অন্নপূর্ণা ডাকিলেন—"এস মা এস।"

নন্দা ফিরিয়া দাঁড়াইল, সর্ব্বাঙ্গ বসনে ঢাকিয়া মন্দ গতিতে সঙ্কুচিতচিত্তা হরিণীর মত গৃহে প্রবেশ করিয়া এক কোণে দাঁড়াইল। অনাদিনাথ ও অন্নপূর্ণার কথা হইতেছে, মাতাপুত্রের এই নিভৃত আলাপের মাঝখানে উপস্থিত হইয়া সে যেন আপনাকে কেমন অপরাধী মনে করিতেছিল। অল্প হাসিয়া অন্নপূর্ণা বলিলেন—"ও কি মা, দাঁড়িয়ে রৈলে যে, এ আমার কেমন ধারা মেয়ে, সব জায়গাতেই যেন সঙ্কোচে পা ফেল্‌বে, এখানে তোমার লজ্জার কি আছে মা, কেউ ত আর পর নয়।"

নন্দা লজ্জিতভাবে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল, অন্নপূর্ণা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"এই দেখ কেমন হাবা মেয়ে, খালিভুঁয়ে ব'সে পড়্‌ল, এস না, এই বিছানায় বস্‌বে।"

"আমি এখন যাই।"

"শোন কথা।" বলিয়া অন্নপূর্ণা অনাদিনাথের মুখের দিকে চাহিল। অনাদিনাথ যেন তখন সে রাজ্যে ছিল না। নন্দন-কাননের কুসুমগন্ধসুরভি বায়ুর মৃদু স্পর্শে তাহার হৃদয়-নদীতে যেন একটা হিল্লোল উঠিয়াছিল। নন্দার এই সলজ্জ ভাব তাহার মরুপ্রায় হৃদয়ের দ্বারে যেন সুবাসিত শীতল জল লইয়া, পান করিবার জন্য তাহাকে ডাকিতেছিল। পরিপূর্ণাঙ্গী নন্দার সজ্জিত

অবয়বের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, তাহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছিল। অতৃপ্ত কামনা যেন তৃপ্ত হইবার আশা পাইয়া হাঁ করিয়া এই রূপসুধা পান করিতেছিল। অনাদি তন্ময় হইয়া উঠিতেছিল। বক্র দৃষ্টিতে নন্দা তাহার এই ভাব দেখিয়া লজ্জায় ভয়ে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। অন্নপূর্ণা অনাদির নীরব সাধনার পথে বাধা জন্মাইয়া বলিলেন—"শুনেছ মা, অনাদি কি বলে!"

কথা বলিবার মত শক্তি নন্দার ছিল না, লজ্জানম্রলতা যেন বাতাসে কাঁপিতেছিল। এমন অবস্থায় এখানে আসিয়া যে সে মহা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছে! অন্নপূর্ণা আবার বলিলেন—"আমার ত আর কেউ নেই যে, ওকে ছেড়ে পূজ'পার্ব্বণ করব, এত ক'রে বলছি, তবু বাড়ী যেতে রাজি হচ্ছে না, বলে উপিনবাবু যাবেন না, আমিও যদি না যাই ত বিনোদপুরের পূজ'য় হয় ত একটা বিশৃঙ্খলাই ঘটে উঠবে, শেষটা কি টাকা-পয়সা ব্যয় করেও বিঘ্ন হবে।"

নন্দা বা অনাদিনাথ উত্তর দিল না। অন্নপূর্ণা বলিয়া চলিলেন—"আমি একা যে কেমন ক'রে কি করব, তা ভেবে পাচ্ছি না, ওকেই বা কি বলি, তুমিও ত একা, তাতে তোমার পূজ'য় আমার পূ'জয় যে অনেক তফাৎ। তোমাদের ওখানে কত লোকজন আসবে, ধূমধাম হবে, সব ত ঠিক চাই, খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত কর্ত্তে হবে, নিমন্ত্রিত লোকদের আদর-যত্ন কর্ত্তে হবে,

এ কি তোমার একার কাজ? অনাদি কিছু মিছে কথা বলেনি, ও না গেলে কি ক'রে চল্‌বে, সেও ত আমার পরের বাড়ী নয়, বিনোদপুরের জন্যই যত ভাবনা, যদিই বাধা-বিঘ্ন হয়, আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি ঘটে।”

এতক্ষণে নন্দা কথা বলিল—“না, ত্রুটি কেন হ'তে যাবে, বাড়ীর পূজ' ফেলে ওঁর বিনোদপুরে যাওয়া ত উচিত হয় না, সেখানে যে আপনার কষ্ট হবে, আমার তবু লোকজন রয়েছে। উনি আপনার সঙ্গে বাড়ীই যাবেন।” বলিয়া নন্দা থামিতেই অনাদিনাথ বলিয়া উঠিল—“কারুর কথাই আমি শুনতে পার্‌ব না, মারও না, আপনারও না, চিরকাল বাবা যা করেছেন, আমি কি তার অন্যথা কর্ত্তে পারি?”

মন্দ বাতাস সদ্যঃসঞ্চিত ফুলের গন্ধ লইয়া বাতায়নপথে গৃহে প্রবেশ করিতেছিল, শান্ত চন্দ্রকর বৈদ্যুতিক আলোর সহিত মিশিয়া খেলা করিতেছে। নন্দার বুকটা যেন কেমন করিয়া উঠিল, কি বলিতে গিয়া সে বলিতে পারিল না। হৃদয় নৃত্য করিতেছিল, প্রবল উচ্ছ্বাসে বাপীতট ছাপাইয়া জল যেন বহিয়া চলিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন—“এ কথা ওর অকাট্য, কর্ত্তা ত কখনও বিনোদপুরের পূজ' ফেলে বাড়ী যাননি।”

অনাদিনাথ বলিল—“তা ছাড়া বিনোদপুরে আমার আরও অনেকগুলো কাজ রয়েছে। কর্ত্তা থাকতে গ্রামের আশে-পাশে

যে জমিগুলো বিলি ক'রে রেখে গিয়েছিলেন, আজ পর্য্যন্ত তার একটি পয়সাও আদায় হয়নি, সব টাকা মারা যেতে বসেছ, ওবার যখন গিয়েছিলাম, সবাইকে ডেকে বল্‌তে, পূজার সময় যা হ'ক বন্দোবস্ত করবে আশা দিয়েছে, এ সুযোগ আমি ত্যাগ করি কি ক'রে। দেখ্‌ছ ত কি দুর্দ্দিন, এতে মানসম্মান বজায় রাখ্‌তে হ'লে যে যক্ষের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে কাজ কর্ত্তে হবে।"

নন্দা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। বেতনভোগী একজন কর্ম্মচারীর এমন মঙ্গলচিন্তা, তাহার হৃদয়নিহিত বীজগুলিকে যেন অঙ্কুরিত করিয়া তুলিল। আর কিছু না হ'ক, অন্ততঃ কৃতজ্ঞতার জন্য যে তাহার দেহমন ইহার পদতলে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। সে পিপাসিত দৃষ্টিতে অনাদিনাথের দিকে একবার চাহিয়া দৃষ্টি নামাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ তাহার শেষ মীমাংসা হইয়া গেল। যে যাহাই বলুক এবং অনাদির চরিত্রে যত দোষই থাকুক, তথাপি সে তাহার বরণীয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে স্থানে প্রবেশটা মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তাহার কেমন বিরক্তিজনক মনে হইয়াছিল, এখন ঠিক সেই স্থান হইতে চলিতে গিয়াই তাহার পা যেন হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল। ছোট্ট কথায় সে বলিল, "আপনারা বুঝে দেখুন, দরকার কোন দিকেরই কম নয়, আর সকল কাজের ভার ত ওঁর ও'পরেই রয়েছে, যেখানে ইচ্ছে যাবেন।" বলিয়া সে কুণ্ঠিত গতিতে বাহির হইয়া গিয়া জ্যোৎস্নাস্নাত বারান্দায় দাঁড়াইল।

(২৬)

আনন্দময়ীর ঘরে যাইতে গিয়া নন্দা বাধা পাইল, গৃহের বায়ুকম্পিত ক্ষীণ দীপরশ্মি বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছিল। বৈদ্যুতিক আলোটা নিবাইয়া এই তৈলের প্রদীপ জ্বালিবার কারণ কি, তাহা বুঝিতে না পারিয়া নন্দার মনে কৌতূহল জন্মিল, সে আর একটু অগ্রসর হইতেই অস্ফুট কণ্ঠস্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ স্বামীকে অনুযোগ করিয়া আনন্দময়ী বলিতেছিলেন—"শরীর বাঁচিয়ে তবে ত স্নানাহ্নিক, কিছুতে যদি সে কথা শুন্‌বে!"

বৃদ্ধা আনন্দময়ীর এই অনুযোগের মধ্যে কতখানি মমতা যে লুক্কায়িত ছিল, নন্দা তাহা বুঝিতে না পারিলেও তাহার দেহ পুলককণ্টকিত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ মাথার বেদনায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। আনন্দময়ী পায়ের কাছে বসিয়া আবার বলিলেন —"আজ গঙ্গায় চান্ করেই ত বাড়িয়ে তুলেছ।"

ঈষদুন্মুক্ত দ্বারপথে নন্দা সমস্তই দেখিতে পাইতেছিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কষ্টের শ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিতে যাইতেছিলেন, আনন্দময়ী হাত ধরিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন—"উঠ্‌তে হবে না।"

ব্রাহ্মণ উঠিতে উঠিতে রুষ্ট স্বরে বলিলেন—"এস তোমার বড় বাড়াবাড়ি, জ্বর হ'তে না হ'তে ঘরে মলমূত্র ত্যাগ কর্ত্তে কেউ পারে!"

আনন্দময়ীর কাঁধে ভর দিয়া ব্রাহ্মণ আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইলেন। নন্দা আনন্দময়ীর এক একটি কার্য্য দেখিতেছিল, আর তাহার পিপাসিত অন্তরে কিসের একটা অভাব যেন গুমরিয়া উঠিতেছিল। আনন্দময়ী বলিলেন—"আর যেতে হবে না, নাও এখানেই ব'সে পড়, আমি এখুনি ধুয়ে ফেলব।"

ব্রাহ্মণ আপত্তি করিতে যাইতেছিলেন, উচ্ছ্বসিত আবেগ লইয়া নন্দা আর দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, "মাকে কেন কর্ত্তে হবে, আমি সব পরিষ্কার ক'রে দেব।" বলিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ব্রাহ্মণ আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। নন্দা দেখিতেছিল, যে আনন্দময়ী স্বামীর সম্মুখে তাহাকে দেখিলে ঘোমটা টানিয়া দিতেন, প্রাণান্তে কথা বলিতেন না, তিনিই আজ এক পাও সরিয়া দাঁড়াইলেন না, যেমন ধরিয়া ছিলেন, তেমনি ধরিয়া রহিলেন। পতির এই সামান্য অসুস্থতায় সতীর লজ্জাসম্ভ্রম যেন দূর হইয়া গিয়াছিল। আনন্দময়ীর মুখ মলিন, শুষ্ক, হৃদয় হইতে অন্তর্য্যাতনার পরিচয় দিয়া মৃদুশ্বাস বহির্গত হইল। ব্রাহ্মণকে ধরিয়া তুলিয়া তিনি শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া নন্দাকে লক্ষ্য করিয়া ব্যস্ত স্বরে বলিলেন—"ও কি কর্চ্ছ মা, না না, অমন কাজ তুমি কর না, ও যে আমার কাজ, এতটুকুও যদি না করি ত, কি গতি হবে বল?"

নন্দা সরিয়া দাঁড়াইল, সাধ্বীর পতিপরিচর্য্যায় বাধা দিতে তাহার সাহস হইল না। স্থান ধুইয়া, গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া, আনন্দময়ী গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন, নন্দা অনুগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে ?"

"জ্বর" বলিয়া আনন্দময়ী থামিয়া আবার বলিলেন,—"কাল থেকেই গা একটু গরম হয়েছিল, তার ওপর সকালে গঙ্গায় চান কর্ত্তে এত ক'রে বারণ করেছিলাম, না শুনেই বাড়িয়ে তুলেছেন।"

নন্দা শয্যার একপাশে গিয়া বসিল। ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল—"শরীর কি বড্ড খারাপ বোধ হচ্ছে ?" কোন উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই আনন্দময়ীকে লক্ষ্য করিয়া "কবরেজমশায়কে ডেকে পাঠাই।" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"না মা" বলিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাথায় হাত দিয়া বলিলেন,—"জ্বর বেশী হয়নি, যা কষ্ট দিচ্ছে মাথা-বেদনায়।"

নন্দা তাড়াতাড়ি মাথা টিপিতে আরম্ভ করিল, আনন্দময়ী আনন্দে গদগদ হইয়াও পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়া যখন তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না, তখন অগত্যা স্বামীর পদতলে গিয়া বসিলেন। রাত্রি তিনটা বাজিতে নন্দা উঠিল। এই বর্ষীয়সীর পতিসেবা দেখিতে দেখিতে, তাহার হৃদয় যেন জোয়ারের টানে ভাসিয়া চলিয়াছিল। সে শুইতে গেল না, বিক্ষুব্ধ হৃদয় লইয়া ধীরে ধীরে ছাদে গিয়া দাঁড়াইল। স্তব্ধ প্রকৃতির

কোলে পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবমাত্র নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। উপরে অনন্তনক্ষত্রখচিত নীলাকাশে নির্ম্মল শারদচন্দ্র হাসিরাশি বিকিরণ করিতেছে। নীচে প্রকাণ্ড ছাদ, আশেপাশে সৌধসমাকুল কলিকাতার পথশ্রেণী,—নন্দার প্রাণ ভাবতরঙ্গে নাচিতেছিল, এত কাল পরে আজই সে নিশ্চিন্তরূপে বুঝিয়াছিল, নারীর গৌরব সুখসৌভাগ্য একমাত্র পতিসেবায়। আত্মত্যাগেই তাহার পরিণতি। আনন্দময়ী নন্দার হৃদয়ে আজ যে অমৃতধারা ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই তাহাকে নেশার ঘোরে হতচেতন করিয়া তুলিয়াছে। হৃদয়-উদ্যানের প্রস্ফুটিত কুসুমগুলি যথেচ্ছভাবে শুকাইয়া ফেলিলে চলিবে না, দেবপূজায় অর্পণ করিয়া সার্থক করিতে হইবে। মানসনন্দনের অপূর্ব্ব পারিজাত লইয়া নন্দা দেবতার বর-প্রার্থনার জন্য কাতর হইয়া দীননয়নে আকাশের দিকে দৃষ্টি করিল, সুপ্ত বাসনা যেন সহসা জাগিয়া উঠিয়া তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া দিল। প্রেম যেন পবিত্রতা লইয়া দেহমন জুড়িয়া বসিল। দম্পতীজীবনের ভাবিচিত্র নন্দাকে চিত্রার্পিতার মত করিয়া দিল। বসন্তের নবীন বাতাসে বাসনারাশি বিকাশোন্মুখ হইয়া উঠিল। এত দিনে নন্দা পিপাসাপীড়িত হইয়া পড়িল। মধুর ঝঙ্কারে হৃদয়বীণার তারগুলি শব্দিত হইয়া, তাহাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া দিল। নন্দা উদ্দাম বেগ নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—"ভগবন্, আশীর্ব্বাদ কর,

তোমার দেওয়া বৃত্তিগুলি যেন তোমারই অভিপ্রেত কার্য্য কর্ত্তে পারে। যাঁর জন্যে এই নারীজন্ম, তাঁরই পায়ে অর্পিত হয়ে সামান্য এ উপকরণ যেন কৃতার্থ হ'য়ে যায়।"

সহসা নন্দা কাঁপিয়া উঠিল, ছাদের ও-পাশে মানুষের মূর্ত্তি দেখিয়া ভীতিকম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"কে ও?"

অন্যমনস্ক উপেন্দ্র ভীত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, নন্দাকে দেখিয়া বিস্মিত কণ্ঠে বলিল—"আমি নন্দা, তুমি যে এত রাত্তিরে ছাদে এসেছ?"

নন্দার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। নীচে নামিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া উত্তর করিল—"মা'র ঘর থেকে এই শুতে যাচ্ছিলাম, কেমন মনে হ'ল, ছাদে এলাম, কিন্তু তুমি যে এখনও ঘুমোওনি?"

"খেয়াল, তুমি মা'র ঘরে এত রাত্তিরে কি কচ্ছিলে?"

"রমাপ্রসন্ন ঠাকুরের জ্বর হয়েছে?—"

"জ্বর হয়েছে, কৈ আমায় ত বলেননি।" বলিয়া উপেন্দ্র একবার আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল—"দেখ্‌ছ নন্দা! ভগবানের কি অপূর্ব্ব সমাবেশ!"

নন্দা ফিরিয়া দাঁড়াইল, এই বিশ্ববিধানের প্রতিপদে প্রতিক্ষেত্রে বিধাতার নিপুণ হস্তের চারু সমাবেশে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, মনে মনে বলিল—"এখানে এমন অবস্থায় আমায়

দেখ্‌লে মানুষ কি বল্‌বে, সে কথা ভাববার আগে আমার ভাবা উচিত, এমন সময়ে কে আমায় এখানে আন্‌লে” বলিয়া এক পা এক পা করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে নামিতে অন্যমনস্কের মত সে উপেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—“যাও উপিনদা, এখন ঘুমুও গে, রাত যে শেষ হয়ে এল।

(২৭)

বেলা আটটা বাজিতে নন্দার ঘুম ভাঙ্গিল, হাত-মুখ ধুইয়া আনন্দময়ীর গৃহে যাইবার জন্য উঠিবে, ঠিক্ এমন সময়ে অন্নপূর্ণা আসিয়া তাহার ম্লান মুখ দেখিয়া বলিলেন—“কেন মা, কি হয়েছে, রাত্রে ঘুম হয়নি বুঝি, চোখ-মুখ যে ব’সে গেছে।”

নন্দা কি উত্তর করিবে, ভাবিতেছিল, অন্নপূর্ণা বলিলেন—“যেমন ছিষ্টিছাড়া কাজ তোমাদের, এই সিন্দুকের মত ঘরটায় থাক্‌বে। অনাদিরও কিন্তু এতে মোটে মত নেই মা, সে ত বলে, শরীরের যত্ন আগে করা উচিত।”

নন্দা উত্তেজিত হইয়াও সহজ স্বরেই বলিল—“আমার কোন কষ্ট হয় না, এ সব অনাদিবাবুরই অতি সাবধান”—

“তোমার বিষয়ে সাবধান না হয়েও ত পারে না।”

নন্দা সে কথার কোন উত্তর না করিয়া অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“পূজ’র বিষয় কি ঠিক কল্লেন—”

"অনাদি ত বিনোদপুরে না গিয়ে ছাড়্‌বে না। আমি একাই চল্লেম, যেমন ক'রে হ'ক, বার্ষিক কাজটি রক্ষে কর্ব্ব।" বলিয়া অন্নপূর্ণা মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন—"আজকেই আমায় যেতে হবে মা!" বলিয়া তিনি নন্দার চিবুক ধরিয়া বলিলেন—"আমায় আশা দাও মা, এত বড় আশাটায় নিরাশ হয়ে বাড়ী ফির্‌তে হ'লে আমার সুখশান্তি থাক্‌বে না, আমি যে এখনও তোমার মুখ পানে চেয়ে আছি।"

নন্দার শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল, গত রাত্রির ঘটনাগুলি যেন এককালে আসিয়া তাহার চক্ষুর সম্মুখে দাঁড়াইল, একটা উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিয়া সে নীরব হইল। অন্নপূর্ণা আবার বলিলেন—"পূজ'র পরেই আমি আবার কল্‌কাতায় আস্‌ছি, তোমাকে ছেড়ে আমার থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না, এমন মা ফেলে সন্তান কি দূরে থাক্‌তে পারে?"

"তাই আস্‌বেন, দেখ্‌তে ত পাচ্ছেন, দেশে যেতে হবে ব'লে আমারও তাড়াতাড়ি পড়েছে—"

"তুমি কেন এ সব ভাব্‌বে, অনাদি আমার ছেলে ব'লে বল্‌ছি না, এমন দু'দশটা পূজ'র আয়োজন ও একাই কর্ত্তে পারে।"

বিধুর মা আসিয়া বলিল—"অনাদিবাবু বাইরের ঘরে ব'সে আছেন, একবার শীগ্‌গির দেখা কর্‌তে চাইলেন—"

নন্দা অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চাহিতে তিনি বলিলেন—

"এস মা, কি বুঝি বড় দরকারী কথা হবে, চল, আমিও যাচ্ছি।"

নন্দা ঘরে ঢুকিতেই অনাদিনাথ বলিল—"রাইগাঁ থেকে গাঙ্গুলীমশাই লিখেছেন, ক'দিন এখানে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, বর্ষার জলও দেখা দিয়েছে, এবার আর কোন চিন্তা নেই।"

নন্দা অনুচ্চকণ্ঠে বলিল—"যাঁর সৃষ্টি, তিনিই রক্ষে করবেন।"

"আমি বলি কি"—বলিয়া অনাদি থামিয়া আবার বলিল—"এ সময়ে ওখানে আর কিছু টাকা পাঠিয়ে দিলে হয়, প্রজাদের কিছু কিছু ক'রে দিলে, তারা এ ক'টা মাস খেয়ে বাঁচে, বৃষ্টি হচ্ছে, ফসলও হবে, কিন্তু প্রাণে বাঁচ্লে ত তাদের দুঃখ ঘুচ্বে।"

নন্দার মাথা যেন ঘুরিতে লাগিল, এই কি সেই অনাদিনাথ! অনাদিনাথ বলিল—"এদিকে আদায়ও মন্দ নয়, পূজ'র কথা বলাতে বিনোদপুর থেকেও দেখ্ছি, বেশ টাকা পাঠিয়েছে। দু'শ' পাঁচশ' দিলেও কোন অসুবিধা হবে না।"

নন্দা ছোট্ট কথায় জিজ্ঞাসা করিল—"গাঙ্গুলীমশায় সে সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন?"

"না, তিনি কিছু লেখেননি, আমারই কেমন মনে হচ্ছিল, কিছু টাকা এ সময়ে পেলেই তাদের বড় সুবিধা হয়।"

নন্দা পলকহীন নেত্রে হাঁ করিয়া চাহিয়াছিল, সেই অনাদিনাথ ত—যাহার আয় ছাড়া ব্যয়ের কথা শুনিলেই গাত্রদাহ উপস্থিত হইত! এতগুলি শুভ সংবাদের অন্তরালেও যেন একটা অমঙ্গলের

প্রচ্ছন্ন ভাব সে দেখিতেছিল। ঠিক্ বুঝিতে না পারিলেও ছলনার একটা ছোট্ট প্রতিকৃতি যেন তাহার নারীহৃদয় সন্দেহাকুল করিয়া তুলিল। নন্দা অধোমুখে বসিয়ারহিল। অন্নপূর্ণা বলিলেন—"যাই ক'র, মা'র মত না নিয়ে কিন্তু কিছু কর্ত্তে যেও না, ওর মত বুদ্ধি-বিবেচনা আজকালের দিনে মেলে না"

নন্দা বলিল—"তাই করুন, দুশ টাকা গাঙ্গুলীমশায়ের নামে" পাঠিয়ে দিন, তাঁকে লিখে দেবেন, যেন বুঝে খরচ করেন।"

অনাদিনাথ কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে আনন্দময়ী আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই অপ্রিয়মিলনে তাঁহার মুখ যেন ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, মৃদু কণ্ঠেই বলিলেন—"মা, একবার যদি দেখে আস্‌তে।"

আনন্দময়ীর চোখমুখের অবস্থা দেখিয়া নন্দা চিন্তিত হইয়া পড়িল, এতক্ষণ এ কথাটা ভুলিয়া থাকার জন্য লজ্জা ও অনুতাপে তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"এই ত যাচ্ছি মা, কেন আবার কিছু বেড়েছে কি ?"

আনন্দময়ী এখানে দাঁড়াইয়া আর কোন কথা বলিতে কেমন কুণ্ঠা বোধ করিতেছিলেন, অনাদিনাথের অপ্রিয় আচরণের কথা এই অল্পকালের মধ্যে তিনি ভুলিতে পারেন নাই। অনাদিনাথ যেন সে কথা মনেও না আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন, কারুর কোন অসুখ-বিসুখ ত করে নি' ত।

"হাঁ, রমাপ্রসন্নঠাকুরের ছু'দিন জ্বর হয়েছে।" বলিয়া নন্দা আনন্দময়ীর সহিত চলিল। অনাদিনাথ বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"ছু'দিন জ্বর হয়েছে, কৈ, ডাক্তারকে ত সংবাদ দেওয়া হয় নি।"

"ডাক্তারে হবে না, তিনি ত সে অষুধ খান না, দেখি, হয় ত কব্‌রেজ ডাকৃতে হবে।" বলিয়া নন্দা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

(২৮)

সকল মন্ত্রণা ফাঁসিয়া গেল, ছু'দিন রমাপ্রসন্নঠাকুরের অসুখের জন্য সকলেই ব্যস্ত ছিল, তিনি একটু সুস্থ হইলে যখন রওয়ানা হইবার ধূম পড়িয়া গেল, তখন দেখা গেল, অন্নপূর্ণা জ্বরে পড়িয়াছেন। তাঁহাকে একা পাঠানো যায় না, কাজেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, অনাদিনাথকে সঙ্গে যাইতে হইবে। নন্দা প্রমাদ গণিল, উপেন্দ্র পড়ার জন্য প্রথম হইতেই যাইতে অনিচ্ছুক ছিল, তাহা ছাড়া এখানে একজন না থাকিলেও চলে না। অগত্যা গোমস্তা প্রভৃতি কয়জন কর্ম্মচারী লইয়া নন্দাকে রওনা হইতে হইল। অনাদির অভাবে একটা গুরু ভার যেন তাহার বুকে চাপিয়া বসিল। এত কাজ একা করিয়া উঠিবে কি করিয়া! মনে মনে বলিল— "না, আর একা থাকা চলে না!"

গাড়ীতে উঠিয়া নন্দা জিজ্ঞাসা করিল—"আমার সেই ট্রাঙ্কটা!"

গোমস্তামহাশয়ের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল, যে ট্রাঙ্কটার কথা পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, কাজের সময় সেইটাই পাওয়া যাইতেছে না। সর্ব্বনাশ! তাহাতে যে নন্দার গহনাপত্র টাকা-কড়ি সব ছিল। অবস্থা দেখিয়া নন্দা অনেকটা অনুমান করিয়া লইয়াছিল, কঠোর স্বরে বলিল—"কোথায় ফেলে এসেছেন?"

"বোধ হয় বাড়ীতে—"

নন্দা কর্কশকণ্ঠে বলিল—"যান, বাড়ী গিয়ে দেখুন, পান ত সেটা নিয়ে পরের ট্রেণে যাবেন।"

বিনোদপুরে পৌছিয়া নন্দা মহাবিপদে পড়িল, গোমস্তামহাশয় আসিলেন, ট্রাঙ্কও পাওয়া গিয়াছিল, কিন্তু ইহাদিগকে লইয়া কোন কাজই হয় না। কাল বাদে পরশু প্রথম পূজা, এখনও প্রতিমা আসিয়া পৌছায় নাই, বাজার হইতে যে জিনিষগুলি আনিতে বলা হইয়াছিল, তাহার কতক আসিয়াছে, অবশিষ্ট আসিবে কি না, তাহারও ঠিক নাই। আত্মীয়কুটুম্বে বাড়ী বোঝাই হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদিগকে আদরযত্ন করে কে? নন্দা হাঁপাইয়া উঠিল, এক অনাদিনাথের অভাবে সে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। নিজে সমস্ত দিন খাটিয়াও শৃঙ্খলা রাখা দায় হইয়া পড়িয়াছে, যে কাজ নিজে না দেখিবে, যাহা করিতে না বলিবে,

যেখানে গিয়া সময়মত পৌছাইতে না পারিবে, সেখানেই গোল-মাল, সেখানেই ত্রুটি, সেখানেই অভাব।

সে দিন সকাল হইতে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল, নন্দা ভিজিয়া ভিজিয়া ছুটাছুটি করিয়া বন্দোবস্ত করিতেছে, সহসা তাহার কাণে অনেক দিনের পুরন একটা স্বর প্রবেশ করিতে উৎসুকভাবে সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে একখানা কোমল হস্ত তাহাকে স্পর্শ করিল, নন্দা বলিল—"চারু, এলি ভাই?"

"চিন্‌তে পেরেছিস্" বলিয়া চারু হাসিয়া উঠিল।

নন্দা বলিল—"আয় ভাই।"

"একা কি ক'রে যাব রে, আর একজন যে আঁচল ধ'রে টান্‌ছে।"

নন্দা বুঝিল, চারু তাহায় স্বামীর কথা বলিতেছে। অপরিচিত যুবকের সহিত আলাপ করিতে নন্দার কেমন বাধ বাধ ঠেকিতে-ছিল, লজ্জায় মুখ লাল হইয়া উঠিল। চারু বলিল—"কি ভাই, কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলি যে, আর কেউ নয়, আমার"—বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। অগত্যা নন্দাকে ফিরিয়া দাঁড়াইতে হইল, বলিল—"আসুন।"

বাল্যসহচরী চারুকে পাইয়া নন্দার অনেকটা সুবিধা হইল, চারু তাহাকে অনেক সাহায্য করিতে লাগিল, ওদিকে বহির্ব্বাটীর ভারও চারুর স্বামী লইয়াছিল, নন্দা বাঁচিয়া গেল, এতদিনের

পরে সে মন খুলিয়া হাসিল, প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে পাইয়া তাহার মনের ভার অনেকটা হাল্কা হইল। কিন্তু একটা বিষয়ে সে প্রতিনিয়তই বিস্মিত ও বিচলিত হইতেছিল। বাল্য-সহচরী চারু যেন বিবাহের পরে একেবারে বদলিয়া গিয়াছে। আহারে-বিহারে শয়নে-জাগরণে সকল সময়েই সে তাহার স্বামীর কথা লইয়া থাকিতে ভালবাসে, যে চারু এক বৎসর পূর্ব্বেও এ গল্পে সে গল্পে, এ কথায় সে কথায় দিনের বার আনা সময় কাটাইয়া দিত, সেই চারুর মুখে এখন অন্য কথা নাই, শত কার্য্যের মধ্যেও একমাত্র স্বামীই যেন তাহার আলোচনার বিষয়, তাহার কথা উঠিলে চারুর মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠে, অন্য প্রস্তাবে বা অন্য কথায় যেন তাহার আর আকাঙ্ক্ষা ছিল না। নন্দা বিস্মিত হয়, আর ভাবে, পুরুষের হয় ত কি একটা গুণ আছে, যাহাতে দু'দিনে মেয়েদের বশ করিয়া লয়। অপরদিকে চারুর নূতন ডিপুটী স্বামীরও ঐ ভাব, মুহূর্ত্ত অদর্শনে সে যেন চারুর কাছে ছুটিয়া আসিতে চাহে, সঙ্গবিচ্যুত সহ্য করিতে পারে না। নন্দা কখনও হাসে, কখনও বা গম্ভীর হইয়া আপন মনে বলিয়া উঠে,—"হয় ত আমারও একদিন এমনি হ'তে হবে।" কিন্তু সে দিন যে কবে আসিবে, ভাবিতে তাহার নিদ্রিত চিত্ত জাগিয়া উঠে,—অনাদি-নাথের কথাটা মনে আসিয়া পড়ে, চিন্তার পথে সেই যেন তাহার লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। সে দিন অষ্টমীপূজার আরতির পর

সকলের আহারাদি হইলে চারু ও নন্দা গল্প করিতে বসিয়াছিল, চারু তাহার বিবাহিত জীবনের ঘটনাগুলি এক এক করিয়া বলিতেছে, অন্যমনে নন্দা তাহা শুনিয়া অসীম তৃপ্তি লাভ করিতেছিল। কথায় কথায় চারু বলিল—"কেন ভাই, জীবনটাকে নষ্ট কচ্ছিস্, যার জিনিষ তার হাতে না তুলে দিলে ত সুখশান্তি পাবি না।"

নন্দা চারুর গা টিপিয়া দিল, হাসিয়া বলিল—"দু'দিনে দেখ্ছি বুড়ী হয়েছিস্, কেন, এতদিন সুখ-শান্তির তোর কোন অভাব ছিল?"

চারু জবাব দিল—"সে কিন্তু ভাই আর এক রকমের, তাতে কি এমন শান্তি হ'ত, না নন্দা, সে যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা ছিল, এত টান তার ভিতর ছিল না, এ যে সাগরসঙ্গম, পবিত্র তীর্থে এসে পৌঁছেছি, এখানে না আছে ভয়, না আছে ভাবনা, তীর্থ-স্নানের অমৃতময় ফলের সুমিষ্ট স্বাদে আমার হৃদয় ভরে গেছে।"

নন্দা চাহিয়া রহিল, চারু আবার বলিল—"নিজে না বুঝলে কেউ যে সে রসের স্বাদ বুঝিয়ে দিতে পারে না, চিনি না খেয়ে যেমন তার স্বাদ অনুভবে আনা যায় না, এও তেমনি শুনে বোঝা যায় না।"

অন্য কথা না বলিতে পারিয়া নন্দা হাসিয়া উত্তর করিল—"ভাই আমাদের ভুলে গেছিস্, এত ক'রে চিঠির ওপর চিঠি দি'য় তবে আন্তে হয়েছে।"

"ভুলে যদিও যাইনি, সত্যি ক'রে বল্‌তে হ'লে বল্‌ব, তেমন আসক্তিও আর অন্য কোন দিকে এখন নেই, লোকে বলে না, ঈশ্বরের স্বাদ পেলে সংসার থেকে তার মন উঠে যায়, ঐ এক জিনিষে হৃদয় ভরপূর হ'য়ে থাকে। নারীর দেবতা স্বামী, তাঁকে পেয়ে আমার আর কোন অভাব-বোধ নেই, আগে যেমন তোকে দু'দিন না দেখ্‌লে ছুটে গিয়েছি, ঘরে মন টেঁকেনি, দেখ, তার কত পরিবর্ত্তন, এখন যেন ওকে ছেড়ে মুহূর্ত্ত থাক্‌তে পারি না, নৈলে তোকে বার বার লিখ্‌তে হয়েছে, এবার যেই চিঠি পেলুম, ওকে গিয়ে বল্‌তে, বল্‌লে—'বোধ হয় যাওয়া হবে না,' আমার ভাই সাধ্যি ছিল না, একদিন ওকে ছেড়ে থাকি, তাই ত আস্‌তে পার্‌ব না লিখ্‌তে হয়েছিল, শেষটা কত ব'লে কয়ে রাজি করিয়ে তবে সঙ্গে করে এনেছি।"

"তাই ত" বলিয়া নন্দা আর কথা বলিতে পারিল না। চারু আবার বলিল—"জীবন অপূর্ণ থেকো না ভাই, এখন যেমন একটা কথা কইবার সাথী নেই, তখন দেখ্‌বে, কথা কইবার সময়ে কুলিয়ে উঠ্‌বে না, কোত্থেকে যে অত কথা এসে জোটে, আমি ত ভেবেই পাইনি, ওকে যেন আর পুরনো হ'তে নেই, ঐ লোকে বলে না, অমৃত খেয়ে কারু সাধ মেটে না, এও ঠিক তাই।"

নন্দা মনে মনে ভাবিল—"সেও পাত্রাপাত্র বিচার অপেক্ষা করে, একই সমুদ্র থেকে অমৃতও উঠেছিল, বিষও উঠেছিল, কে

জানে, চারুর ভাগ্যে অমৃত উঠেছে, আর আমার ভাগ্যে বিষ উঠ্‌বে না।"

চারু বলিল—"মুখ ভার ক'রে আবার ভাব্‌ছিস্‌, সেই চারু এমন হ'ল কি করে, এই না আচ্ছা, আমিও বল্‌ছি, তুই বিয়ে কর, তখন দেখ্‌বি, আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে!"

ধীরে ধীরে নন্দা চারুর কোলে মাথা রাখিয়া, বলিল—"হয় ত তোর কথাই সত্যি হবে চারু, তোর সুখ দেখে যে আমার হিংসে হচ্ছে!"

"বড় মজা নন্দা, শত হিংসে কল্লেও, নিজে না ভাঙ্গালে এ সুখে কেউ বঞ্চিত কর্ত্তে পারে না, না ভাই, তুমি আর আইবুড়ো থেক না।"

দোরের পর্দ্দাটা নড়িয়া উঠিল, চারু ব্যস্ত হইয়া বলিল—"নন্দা, ওঠ ভাই, আমায় ডাক্‌ছে।"

নন্দা উঠিল না, হাসিয়া বলিল—"আয় চারু, আজ আমরা এখানেই শুয়ে থাকি, ভূপেনবাবুকে বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়া চাহিয়া দেখিল, চারুর সহাস্যমুখ ম্লান হইয়া উঠিয়াছে, সে যেন কাঁদিয়া ফেলিবে। তাড়াতাড়ি নন্দা উঠিয়া বসিল। বিধুর মা আসিয়া বলিল—"দিদিবাবুকে ডাক্‌ছেন।"

"ভয় নেই চারু" বলিয়া নন্দা তাহাকে ছাড়িয়া দিল, চারু উঠিয়া হাসিয়া বলিল—"সত্যি ভাই, ওকে ছেড়ে থাক্‌বার কথা

মনে হ'লে আমার কেমন কান্না আসে, আজ যাই ভাই, কাল আবার এসে হাজির হব।"

চারুলতা চলিয়া গেল, আর নন্দা তাহার সেই হর্ষভরা মুখখানার কথা ভাবিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ চিন্তা বুকে করিয়া শয্যায় পড়িয়া রহিল।

(২৯)

পূর্ণ সমারোহে পূজা সমাধা হইয়া গেল, বিজয়ার প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর চারু হাসিয়া বলিল—"একটা উপায় কিন্তু তোমায় না করে দিলে চল্‌ছে না।"

"এখন কি করে হবে রে পোড়ারমুখী" বলিয়া নন্দা চারুকে জড়াইয়া ধরিল। চারু মুখ ভার করিয়া বলিল—"যেমন ক'রে হ'ক্, হতেই হবে, আমার শাশুড়ী যে শ্বশুরমশায়কে নমস্কার না ক'রে কখনও আর কাউকে নমস্কার করেন নি।"

নন্দা পা বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"আগে নয় ত তার বদলে এই পায়েই প্রণাম কর।"

"ইস্, প্রতিনিধি যেন সবাই হ'তে পারে। তাকে বাদ দিয়ে নারায়ণ নমস্কার করেও যে আমার তৃপ্তি হবে না, না ভাই, তুমি তাঁকে ডেকে দাও, নৈলে আমার বছরটা ভাল যাবে না।

এই অন্ধ সংস্কারে নন্দার মনের উপর দিয়া একটা আনন্দ-

প্রবাহ বহিয়া গেল, সে মনে মনে বলিল—"চারু, তুমিই ভাগ্যবতী, সবাই যদি তোমার মত হ'ত।"

বিধুর মাকে পাঠাইয়া ভূপেনবাবুকে ডাকাইয়া আনিয়া নন্দা চারুকে পাশের ঘরে ঠেলিয়া দিল এবং নিজে শুভদিনে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া দেবতা-প্রণাম করিতে বাহির হইয়া পড়িল, কিন্তু চারুর সেই "নারায়ণ-নমস্কারেও তৃপ্তি হবে না।" কথাটা তখনও তাহার মনে জাগিতেছিল।

ঠাকুরদালানে যাইতে গিয়া নন্দা ফিরিয়া দাঁড়াইল, তাহার পা যেন শালগ্রামশিলার গৃহদ্বার অভিমুখে ছুটিল, মন বলিল—"ও ত শূন্য গৃহ, ওখানে নমস্কার করবার আগে নারায়ণকে নমস্কার করে এস।"

নারায়ণের গৃহ-দ্বারে ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া চোখ তুলিয়া চাহিতে নন্দা দেখিল, ঠিক তাহার মাথার সম্মুখে উপেন্দ্র দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। নন্দা জড়সড় হইয়া পড়িল। উপেন্দ্রের এই হাসি যেন তাহার হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে জ্যোৎস্নাধারা ফুটাইয়া তুলিল, উপেন্দ্র হাসিয়াই বলিল—"আমায় দেখে বিস্মিত হচ্ছ নন্দা, কিন্তু পড়াশুনা আরম্ভ করেই যত মুস্কিলে পড়েছি, যা ছিল না, তাই আমায় জড়িয়ে ধরেছে। মনে হ'ল অনাদিবাবু আসেননি, তুমি একা, কি করবে ভেবে কালই বেরিয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু দেবতার মার দেখ, গাড়ী ফেল হয়ে, এই এসে

পৌঁছালেম, ভাবছিলাম, নারায়ণ-নমস্কার করে, তোমার সঙ্গে দেখা কর্ব্ব।"

উপেন্দ্র থামিল, নন্দার মনের উপর দিয়া যে ঝড়টা বহিয়া যাইতেছিল, অনেক কষ্টে সে তাহা সামলাইয়া লইল, নূতন আর একটা চিন্তার বীজ যেন আজ এই শুভক্ষণে তাহার হৃদয়ে নিহিত হইল, মনে মনে বলিল—"তোমার কাজ, তুমি যা কর্ব্বে সেই হবে, মানুষ ত নিমিত্ত মাত্র।" প্রকাশ্যে বলিল—"বেশ করেছ উপিনদা।"

একটু থামিয়া আত্মসংযম করিয়া লইয়া আবার বলিল—"যাও, জিরোও গে, আমি ততক্ষণ তোমার খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে দিতে বলি, কাল হয় ত সারাদিন খেতেও পাওনি।"

"না, জান ত গাড়ীতে খাওয়া আমি পছন্দ করি না, আচারবান্ না হই, তবু যার তার ছোঁয়া খেতে প্রবৃত্তি হয় না।"

নন্দা ধরা গলায় বলিল—"তা বেশ, এখন যাও, আর দেরী ক'র না।" বলিয়া সে স্পন্দিত গতিতে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা দুই পরে দশমীর স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় নন্দা ও চারু গৃহসংলগ্ন উদ্যানে ধীরে ধীরে পাইচারি করিতেছিল। হাস্যময়ী প্রকৃতির মত চারুর মুখ হাসিতে ভরিয়া রহিয়াছে। দেবীবিসর্জ্জনের অবসাদ এতক্ষণে পিতৃমাতৃহীনা নন্দার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার

করিতেছিল। চারু সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া বলিল—"আচ্ছা নন্দা, উপিনবাবু এবার এলেন না যে ?"

"সে ত এসেছে রে !"

"কৈ, দেখি নি ?" বলিয়া চারু নন্দার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিল। নন্দা বলিল—"সে এবার একজামিন দেবে, তাই আসবে না বলেছিল, কিন্তু হঠাৎ দেখছি, এইমাত্র এসে হাজির হয়েছে।"

"এ যে দেখছি সভা ভেঙ্গে কীর্ত্তন। পূজও ফুর'ল, উপিন-বাবুও এসে উপস্থিত হলেন।"

"ওর ঐ রকম।"

যাই বল নন্দা, অমন মানুষ কিন্তু আমি দু'টি দেখিনি, যেমন স্বভাব, তেমনি মিষ্টি কথা।"

নন্দা ঢোক গিলিয়া লইয়া কষ্টে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ভূপেনবাবুর চেয়ে ?"

"আমি কি তার ভালমন্দর বিচার কর্ত্তে পারি। এক ত আপনার লোকের দোষ চোখে দেখা যায় না, তার ওপর সে আবার যেমন তেমন আপনার নয়, একেবারে"—বলিয়া চারু কুটিল কটাক্ষ করিয়া হাসিল। নন্দা অঞ্চল ধরিল, বলিল—"বক্তৃতা রাখ, বড় বুড়ো হয়েছিস্ দেখছি, আচ্ছা চারু, তুই কি তোর স্বামীর কোন দোষই দেখতে পাস্ না ?"

"স্বামীর দোষগুণ কি মেয়েমানুষে বিচার করে, না তাতে সুখ আছে? কেউ কারুর দোষ দেখতে পায় না বলেই ভাল-বাসাকে অন্ধ প্রেম বলে।

নন্দা এত বুঝিতে পারিতেছিল না, চারু ঠিক তাহার মনের কথাটি ধরিয়া বলিল—"তুমি এখনও অতটা বুঝবে না ভাই, আমার একটা কথা কিন্তু মনে রেখ, যেখানে সন্দেহ, যেখানে বাদ বিচার, সেখানে প্রেমও হয় না, স্বামি স্ত্রীর কর্ত্তব্যও বজায় থাকে না।"

"দু'দিনে তুই এত কথা শিখ্‌লি কি করে রে?"

"এ শিখ্‌তে হয় না, আপনি এ জ্ঞান এসে পড়ে, যাদের আসে না, তারা বড় অভাগা।"

"হবে?" বলিয়া নন্দা থামিল, বলিবার মত কোন কথা যেন তাহার মুখে যোগাইতেছিল না। চারু ধীরে ধীরে বলিল—"উপিনবাবুটী কিন্তু বড় ভাল,—"

"আপনার ক'রে নিতিস্ ত, উপিনদা কৃতার্থ হ'য়ে যেত, কিন্তু ভূপেনবাবুর কি উপায় হ'ত?'

চারু নন্দার চিবুক ধরিল, চিম্‌টী কাটিয়া বলিল—"অমন কথা কি মুখে আন্‌তে আছে?"

নন্দা হাসিয়া বলিল—"মনে?"

"দূর হ পোড়ারমুখী!" বলিয়া চারুলতা নন্দাকে ঠেলিয়া

দিল। নন্দা হাসিমুখেই বলিল—"আমি দূর হলেই যেন বাঁচিস্, তোর যত প্রতিবন্ধক এখন আমি।"

"সময়বিশেষে কিন্তু—" বলিয়া চারু নন্দার দিকে চাহিতে চাহিতেই হাসিয়া ফেলিল। আর কিছু দূর অগ্রসর হইয়া চারু পুনরায় বলিল—"উপীনবাবু এখন পড়াশুনা'য় মন দিয়েছেন, আচ্ছা, দেখিস ও একদিন মস্ত লোক হবে।"

"এখনই বা কম কিসে, তোর চেয়ে লম্বাও কম নয়, মোটায়ও কম হবে না।"

"না ভাই, ঠাট্টা নয়, আমি ওঁর চেহারা দেখেই বুঝেছি, উনি সাধারণ লোক নন।"

"থাক, আর ব্যাখ্যানে কাজ নেই, চ এবার, যার সন্ধানে গেলে কাজ হবে।" বলিয়া নন্দা চারুকে টানিয়া লইয়া চলিল।

(৩০)

পরদিন চারু ও ভূপেন চলিয়া গেল। নন্দা চারুকে আরও কয়েক দিন থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু ভূপেন রাখিয়া যাইতে স্বীকৃত হইল না, অগত্যা বাধ্য হইয়াই নন্দা চারুকে বিদায় দিল। বাল্যসহচরী চারুকে পাইয়া এ কয়েক-দিন যেমনই সে একটা আনন্দ অনুভব করিতেছিল, তাহাকে ছাড়িয়া তেমনি অবসাদে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। উপেন্দ্রকে

ডাকিয়া কলিকাতা যাইবার বন্দোবস্ত করিতে বলিয়া, সে তাহার পিতার বিলিকরা জমিগুলির তত্ত্বাবধান করিবার জন্য বিনোদপুরের নায়েবকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন—"অনাদিবাবু তার সব বন্দোবস্তই করেছেন, পূজায় আস্‌তে পার্‌বেন না ব'লে এই সে দিন চিঠি লিখে কি কর্ত্তে হবে না হবে, জানিয়েছিলেন, আমরা তাঁর আদেশমত টাকা আদায় করেছি।"

নন্দা নায়েবকে বিদায় দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। ঝি-চাকর ও উপেন্দ্রের সহিত প্রফুল্ল মনে গাড়ীতে উঠিয়া, সে নীরবে জানালা দিয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতেছিল। রাত্রি দশটা বাজিলে উপেন্দ্র বলিল—"নন্দা, এবার তুমি ঘুমোবার চেষ্টা কর, ক'দিন ত সে পাট আর হয়নি?"

সাড়া পাইয়া নন্দা মুখ ফিরাইয়া বলিল—"তুমি ঘুম'বে না উপিনদা?"

"আমার জন্যে ভাবনা নেই, দু'চার রাত্রি না ঘুম'লে আমার কোন কষ্ট হয় না।"

"যত ভাবনা আমার জন্যে, না উপিনদা, যত কষ্ট আমার হয়, কেমন, না?"

"তা হয় না।"

"কি ক'রে জান্‌লে?" বলিয়া নন্দা স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

উপেন্দ্র বিস্মিতভাবে বলিল—"এর আবার জানাজানি কি? যার যেমন অবস্থা, তার ঠিক সেই ভাবে না থাক্‌লেই কষ্ট হয়।"

"তার মানে আমি ধনী,—বড় লোক, এই না?"

উপেন্দ্র উত্তর করিল না। নন্দা জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, তুমি যদি ঠিক আমার মতই বড় লোক হও?" কথাটা বলিয়াই কিন্তু সে অপ্রতিভ হইয়া গেল, নন্দার বুকটা যেন বার দুই কাঁপিয়া উঠিল।

সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া উপেন্দ্র উত্তর করিল—"যদি হই ত কি হবে না হবে, সে বিচার তখনই করা চল্‌বে। এখন যেমন আছি, তেমনই থাক্‌ব।"

"না উপিনদা, আমি আজ সারারাত জেগে থাক্‌ব, তুমি ঘুম'ও, বড় লোক হ'লে তাদের যে কিছু সইবে না, এ অপবাদটা আমি কেন স্বীকার কর্ত্তে যাই।"

উপেন্দ্র আর উত্তর করিল না, ইতিমধ্যেই সে বাহিরে মুখ বাড়াইয়া প্রকৃতির পেলব সুষমাসম্ভোগে তন্ময় হইয়া উঠিয়াছিল। নন্দারও কেমন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল, কাজেই কথাটা জমিয়া উঠিতে না উঠিতে ভাঙ্গিয়া গেল।

কলিকাতার বাড়ীতে পৌছিয়া নন্দা দেখিল, অন্নপূর্ণা পূর্ব্বেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন! নন্দাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—"ওঃ মা! এ যে শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছ, কোন অসুখ-বিসুখ করেনি ত?"

নন্দা নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিব, শুকাইবার মত লক্ষণ তাহাতে মোটেই দেখা যায় না, নমস্কার করিয়া কুশল-প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর সে আনন্দময়ীর গৃহে গিয়া প্রবেশ করিল।

আনন্দময়ীর ব্যাকুল চিত্ত যে ইহাদের প্রতীক্ষা করিয়া পথ-পানে চাহিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে দেখিয়া নন্দার বুঝিতে তিলমাত্র বিলম্ব হইল না। নন্দা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু তাহার মাথায় পড়িল। ক'দিনের নিরুদ্ধ-অশ্রু আনন্দময়ী অনেক কষ্টেও চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। নন্দা জিজ্ঞাসা করিল—"ক'দিন একা থাকতে বড্ড কষ্ট হয়েছে, না মা ?"

"আমার আর কে আছে মা, তোমাদের না দেখলে পাগল হ'য়ে উঠি, উপিন কই, তাকে পেয়ে যে আমি অত বড় শোকও ভুলেছি।" বলিতে বলিতে আনন্দময়ীর চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল; উপেন্দ্র আসিয়া নমস্কার করিতে তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগ চাপিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"বেঁচে থাক বাবা, সুখে থাক।"

নন্দা আপত্তি করিল—"উপিনদার বেলা যত আশীর্ব্বাদ, কেন, আমরা কি কেউ নই ?"

"সে কি মা, তুমি আর উপিন কি আলাদা" বলিয়া আনন্দময়ী নন্দার চিবুক ধরিলেন। নন্দার শ্রান্ত দেহ এই আদরে অবসন্ন

হইয়া আসিল, সে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি বলিলেন—"না, এখন আর ব'সে থাকলে চলবে না, গাড়ীর কষ্টে সারারাত ঘুম হয়নি, শীগ্‌গির স্নান ক'রে খাবে এস। আর দেখ মা, আজ আমি নিজে রেঁধেছি, তোমাদের দু'জনকে খাওয়াব, বিজয়ার আশীর্ব্বাদের পর মিষ্টি মুখ কর্ত্তে হয়।"

নন্দা দ্বিরুক্তি করিল না, এইরূপ স্নেহ লাভ করিবার জন্য তাহার মন যেন পূর্ব্ব হইতেই ব্যাকুল হইয়াছিল। স্নানের পর পরিতুষ্টভাবে আহার করিয়া সে একটা এমন নূতন তৃপ্তি লাভ করিল, যাহা পিতামাতার মৃত্যুর পর আর করে নাই। পাচকের স্বেচ্ছাপক্ক অখাদ্য-কুখাদ্য খাইয়া রসনা যেন বিরস হইয়া উঠিয়াছিল। নন্দা হাসিয়া বলিল—"মা, তুমি এমন নেমন্তন্ন যদি রোজ খাওয়াতে—"

"তা কি পারি মা মা, যেদিন তোমার ইচ্ছা যাবে, এখানে এসে খাবে?" বলিয়া আনন্দময়ী ভাবিয়া আবার বলিলেন—"তোমাদের সুখেই যে এখন আমার সুখ। আমি কেবল উপিন আর তোমার কথা ভাবি, কবে তোমাদের একটা পথ হবে, বে'থা করে দু'জনে ঘর-সংসার করবে, আমি দেখে চোখ জুড়াব।"

নন্দা কাঁপিয়া উঠিল, উত্তর না করিয়া সে মুখ ঢাকিয়া ধীরে ধীরে অন্যত্র প্রস্থান করিল।

(৩১)

বিবাহ করিতেই হইবে, এ কথাটা নন্দা মনে মনে যেমন স্থির করিয়াছিল, তেমনই চারুর নিকট স্বীকৃত হইয়া তবে সে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। চারুকে সে কি অনুরোধ করিয়াছিল, আজ তাহা মনে জাগিয়া উঠায় তাহার বড় লজ্জা করিতে লাগিল। তাহার অনুরোধে বিবাহে ভূপেন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া চারু উপস্থিত হইবে, এই প্রতিশ্রুতির স্মৃতি, নন্দাকে অপার আনন্দ দান করিতে লাগিল। প্রথমে আনন্দময়ী ও পরে চারুলতার কার্য্য দেখিয়া বিবাহ যে নারীজীবনের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য, এ কথাটা সে যেমন বুঝিয়াছিল, অনাদিনাথকে ত্যাগ করিলে চলিবে না, সে কথাটাও তেমনি মনে মনে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল! কার্য্যে সহায়, পরামর্শে মন্ত্রী, বিষয়কর্ম্মে অসাধারণ পারদর্শী, পরম হিতৈষী, বিদ্যাবুদ্ধিতে পাঁচজনের একজন অনাদিনাথ না হইলে তাহার বিষয়কর্ম্ম ঠিক থাকিবে না, বংশের মর্য্যাদা লোপ পাইবে, এই আশঙ্কাটাই তাহাকে অনাদিনাথের পক্ষপাতী করিয়া তুলিয়াছিল। এই পূজার মধ্যে চারু ও ভূপেন যদি না আসিত, তবে ত অনাদির অভাবে কোন প্রকারেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইত না, ধার করিয়া লোক আনিয়া কিছু চিরকাল কাজ চলিবে না, কাজেই যাহাতে এই বিষয়আশয় ক্রিয়াকর্ম্মের জন্য আর ভাবিতে না হয়,

এখন হইতে নন্দাকে ঠিক সেই ভাবের বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং এ ভাবে চলিতে হইলে অন্য উপায় নাই জানিয়া নন্দা মনে মনে অনাদিনাথকে বিবাহ করিতে হইবে, এ কথা স্থির করিয়া বসিল। একবার এ কথাটাও সে ভাবিয়া দেখিল না, সুখ ও শান্তির জন্য যে ঘর সে বাঁধিতেছে, সেখানে গিয়া প্রচণ্ড জ্বালা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে কি না, ছাদহীন গৃহভিত্তি দস্যুর উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবে, না জলঝড় হইতেও বাঁচাইয়া চলিতে পারিবে। এ গৃহে বাস করিয়া মনে সুখ-শান্তি পাইবে কি না, এ সকল দিকে দৃষ্টি না করিয়া নন্দা বহিঃপ্রকৃতির অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বসিল। যে চাকুর আচরণটা প্রলোভনের মত এই বিবাহব্যাপারে তাহাকে এতটা টানিয়া আনিয়া ফেলিল, সে প্রলোভনটা যে কি এবং কিসের, সে ভাবনা না ভাবিয়া নন্দা বংশের মর্য্যাদা এবং নিজের মুক্তি কামনা করিয়া লইল।

এ কাজে সে কাজে এ ভাবে সে ভাবে দিন কাটিল, মাস কাটিল; দেখিতে দেখিতে শীত আসিয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা দিন দিন নন্দার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টায় প্রাণপাত করিতেছিলেন, সে দিন তিনি প্রস্তাব করিয়া বসিলেন—"তা হ'লে আসছে মাঘমাসে যদি শুভ কার্য্যটা হয়ে যেত ?"

নন্দার বিশেষ কোন আপত্তি ছিল না, তথাপি সে কুণ্ঠিত স্বরেই

উত্তর করিল—"সামনে উপিনদার একজামিন, বৈশাখে ছাড়া ত—" সে আর বলিতে পারিল না, ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল।

শীতের স্তব্ধ রাত্রি গভীর হইয়া উঠিতেছিল, গৃহের কপাট বন্ধ করিয়া নন্দা একখানা পুস্তক লইয়া পড়িতেছিল। কন্‌কনে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সহসা দোর ঠেলিয়া আনন্দময়ী গৃহে প্রবেশ করিলেন। নন্দা চমকিয়া উঠিয়া বসিল, কুণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"মা, তুমি যে এই শীতে এত রাত্তিরে?"

আনন্দময়ী শয্যার পাশে বসিলেন। নন্দা অনুযোগ করিয়া বলিল—"কেন আমায় ব'লে পাঠালে হ'ত না, আমি যেতুম।"

আনন্দময়ী মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"বুড় হয়ে আস্‌ছি, ব'সে থাক্‌লে যে বাতে ধরবে মা!"

নন্দাও হাসিয়াই উত্তর করিল—"এ ভয়েই বোধ হয় একালের বুড়ীরা যত কাজ করে, আর ঘরের বৌ-ঝি পা ছড়িয়ে ব'সে থাকে, না মা?"

আনন্দময়ী সে কথা কানে তুলিলেন না। নন্দা জিজ্ঞাসা করিল,—"কিসের জন্যে এত শীতে এখানে এলে?"

আনন্দময়ী শান্ত স্বরে বলিলেন—"অনাদির সঙ্গে বে' কি ঠিক হ'ল মা?"

সত্যকার একটা মাতৃভাব এই আনন্দময়ীতে ছিল বলিয়া, বিবাহের কথায় নন্দা এই বর্ষীয়সীর কাছে মুখ চাপিয়া থাকিত।

আজও তাহার কোন বিপরীত ভাব দেখা গেল না। আনন্দময়ী অগ্রসর হইয়া নন্দার মাথা টানিয়া কোলে লইলেন, চুলের মধ্যে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কা'র মত নিয়ে কচ্ছ মা?"

নন্দা জবাব করিতে পারিল না, দুই হাতে আনন্দময়ীর দেহ জড়াইয়া ধরিয়া সে ঠিক ছোট মেয়েটির মত মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

"এতে লজ্জা কর না মা, এ যে জীবন নিয়ে কথা, এর ওপরই সুখশান্তি সব নির্ভর কচ্ছে।"

কথাটা নূতন না হইলেও নন্দা আজ পর্য্যন্ত ঠিক অন্য দিক দিয়া ভাবিতেছিল বলিয়া যেন হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। আনন্দময়ী সহজ স্বরেই বলিলেন—"আজই কথাটা আমার কানে গেল, মনে কল্লুম, তুমি নিজে মুখ ফুটে আমায় জিজ্ঞাসা করতে পারবে না, অথচ আমার কাজ ত আমার না কল্লে হয় না। এতে বল্‌বার কথাও এমন কিছু নেই, তবু কি জান, স্নেহ অনিষ্টের আশঙ্কা করে, তাই বল্‌ছি, বেশ ক'রে ভেবে তবেই পাকা কথা ঠিক কর।"

নন্দার প্রবল ইচ্ছাকে লজ্জা চাপিয়া ধরিল, সে কোন প্রকারেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না—"তোমার কি মত?"

আনন্দময়ী বলিলেন—"অনাদিনাথ আর উপিন দু'জনকেই ত তুমি দেখেছ, তাদের ভালমন্দ দোষগুণ জান্‌তেও তোমার

বাকী নেই, বুদ্ধিমতীও তুমি কারুরও চেয়ে কম নও—তবু মা'র মন, তাতেই বল্‌তে হচ্ছে।"

এক প্রসঙ্গে দুইটা নামের একত্র উল্লেখে নন্দা আবার কণ্টকিত হইয়া উঠিল। দোষগুণ যে কাহার কতখানি, সে ত তাহার অবিদিত ছিল না। প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে এবার সে উত্তর করিল—"আমায় দেখ্‌তে হবে, আপনার ভেবে কে এই বিষয়-আশয় দেখ্‌বে, কাকে দিয়ে সংসার বেশ চ'লে যাবে—"

আনন্দময়ী বাধা দিয়া বলিলেন—"ঐ একটা কথাই আমি বারণ কর্‌তে এসেছি, কোন্ কাজ যে কাকে দিয়ে চলে না চলে, সে বিচার পরে হ'তে পারে, কিন্তু কাজের খাতিরে কারুর পায়ে আত্মবিক্রয় করা চলে না।"

"সে কি?"

"তুমি ত বোকা মেয়ে নও, ও ত টাকার কাজ, টাকা থাক্‌লে লোকের অভাব হয় না। কিন্তু এ যে মা ঠিক তার বিপরীত। যাকে তুমি পূজ' কর্‌তে পার্‌বে, দেবতার চেয়ে যাকে বেশী মনে কর্‌বে, যার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে এক পা চল্‌বে না, যার সুখ-দুঃখ সব ভুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌বে, এ যে তারই দরকার।"

নন্দা এবার অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর করিল—"অনাদিবাবুই বা কম কিসে, তাঁর মত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্—"

আনন্দময়ী এবারও বাধা দিয়া বলিলেন—"ভালমন্দ বিচার

আমি করতে আসিনি, আর সে বিচার তুমি যত কর্‌তে পারবে, আমি ততটা পেরেও উঠ্‌ব না। দেখেছও অনেক, শিখেছও অনেক। আমার কেবল ঐ এক কথা, যাকে মনে-প্রাণে স্বামী বল্‌তে পারবে, তার পায়ে আপনাকে সঁপে দাও, তাকেই ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিও মা।" বলিয়া তিনি যেন নন্দাকে একটা গাঢ় কুয়াসাচ্ছন্ন রাজ্যে ফেলিয়া রাখিয়া ধীরগতিতে গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

(৩২)

যাহা কল্পনারও অতীত ছিল, কার্য্যকালে ঠিক তাহাই জন্মান্তরসঞ্চিত ফলের মত নন্দার মনে আঘাত করিতে লাগিল। বাল্যকাল হইতে ক্রীড়াকলহের সঙ্গী দুষ্ট উপেন্দ্রকে সে স্নেহ করিত, অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখিত। পর-দুঃখ-কাতর উপেন্দ্র ভ্রাতৃভাবে নন্দার প্রশস্ত হৃদয়ে একটা স্থান করিয়া লইয়াছিল। কালক্রমে উপেন্দ্রের সে অপদার্থতা তিরোহিত হইতেছে, সে পাঁচ জনের একজন হইয়া উঠিতেছে। নন্দার গুণে হউক, অথবা বিধিপ্রদত্ত আশীর্ব্বাদের জোরে হউক, উপেন্দ্র নেশা ছাড়িয়াছে, অযথা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান ত্যাগ করিয়াছে, দোষগুলি কাটাইয়া সে চরিত্রবান্ হইয়া উঠিয়াছে। এ সকল ব্যাপারের কতকটা নন্দা জানিত,

কতকটা বা তাহার অজ্ঞাতই রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কোন্ স্পর্শমণির গুণে যে উপেন্দ্রের এই মানসিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা নন্দা জানিতও না, জানিবার জন্য তাহার কিছুমাত্র কৌতূহলও দেখা যাইত না। নন্দার এই স্নেহের মধ্যে অন্য ভাব ছিল কি না, এ পর্য্যন্ত সে আলোচনা সে করে নাই। সহসা অজানা একটা বিপ্লবে পড়িয়া চলিতে চলিতে যেন ঠিক সে বিপরীত ভাবে আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছিল। সেই নিস্তব্ধ নিশীথে নির্জ্জন প্রাসাদের উপরে, উপেন্দ্রের সহিত অতি অসম্ভব ভাবে মিলিত হইয়া যে স্বল্প অনুভূতিটুকু হইয়াছিল, তাহা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে না ফেলিতেই বিজয়ার নমস্কার করিতে গিয়া নন্দা প্রকাণ্ড রকমের ধাক্কা খাইয়া তটস্থ হইয়া উঠিয়াছিল। সে দিন উপেন্দ্রের প্রশংসাচ্ছলে চারুও তাহাকে যেন এই ইঙ্গিতই করিয়াছিল, তাহার মনের গোপন স্থানের দাগটা, ক্রমশঃ ঘটনার উপর ঘটনার আঘাতে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকিলেও, নন্দা তাহা দূষিত ঘায়ের দাগের মত সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। এমন অসম্ভব বিষয়টা সম্ভব হইবে, এ কথাও সে ভাবে নাই, বৃথা বিড়ম্বনার চিন্তা করিবার সাহস বা শক্তিও তাহার ছিল না, এ যেন হইতে পারে না, হওয়া উচিতও নহে, মনে করিয়া বিকৃতিটা সে লুকাইয়া রাখিয়াছিল! নন্দা মুহূর্ত্ত এ বিষয়ে চিন্তা করিত না, বরং চিন্তা আসিয়া চাপিয়া বসিতে

চাহিলে জোর করিয়া তাড়াইয়া দিত। সে তাহার উপিনদা, ঠিক যেখানে সে রহিয়াছে, সেটাই তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান, স্বস্থানচ্যুত করিয়া অন্য আসনে বসাইলে যেন তাহাকে মানাইবে না, এমনই একটা ধারণা তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল বলিয়া এ পর্য্যন্ত সে ও পথ মাড়াইতেও চাহে নাই। কিন্তু দেবাদেশের মত আনন্দময়ী আসিয়া কি বলিলেন, কি ইঙ্গিত করিলেন, নন্দার মনে হইল, পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনাগুলিও যেন দেবতার কার্য্য!

দেখিতে দেখিতে অন্ধকার কাটিয়া জ্যোৎস্না দেখা দিল, সেই কন্‌কনে শীতেও যেন নন্দার গরম বোধ হইতে লাগিল, সে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, শীতের রাত্রির কুয়াসাচ্ছন্ন চন্দ্রকর পৃথিবীর উপর স্নিগ্ধতা বিতরণ করিতেছিল। পৌষের শীতল বাতাসে নন্দা কাঁপিয়া উঠিল। আনন্দময়ীর ইঙ্গিতটা মনে হইতে নন্দা একবার উপেন্দ্রের ঘরের দিকে দৃষ্টি করিল, উপেন্দ্র তখনও চেঁচাইয়া মুখস্ত করিতেছিল, তাহারই অস্পষ্ট শব্দে নন্দার হৃদয় মথিত করিয়া একটা দীর্ঘ শ্বাস বাহির হইয়া গেল। রূপে ও বরণীয় গুণে অনাদিনাথ ও উপেন্দ্রের মধ্যে যে কত ব্যবধান, তাহা জানিয়াও এত দিন পর্য্যন্ত সে যেমন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করে নাই, আজও ঠিক সেই ভাবেই প্রত্যাখ্যান করিতে গিয়া সে স্থির হইতে পারিল না। আনন্দময়ীর কথাটা তাহার কানের কাছে বার বার ধ্বনিত হইতে লাগিল। অল্প দিন হইলেও,

আনন্দময়ী আসা অবধিই সে তাঁহাকে ঠিক মাতার স্থান ছাড়িয়া দিয়াছিল। স্নেহে, দয়ায়, আচারে, ব্যবহারে আনন্দময়ীও সে অধিকারের দাবী রক্ষা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাই সকল কথার উপরে তাঁহার অভিপ্রায় যে অলঙ্ঘনীয়, ইহাই নন্দা ভাবিতেছিল, আর এই সকল ভাবনার ফলে অসম্ভব অনিচ্ছাকৃত চিন্তাটা যেন তাহার হৃদয়ে একটা সুখের পুলক জাগাইতেছিল। বস্তুতঃ উপেন্দ্রের জন্য তাহার মনের প্রায় বার আনা স্থান খালি পড়িয়াছিল, অথচ ইহা সে ঘুণাক্ষরেও জানিত না। সহসা নন্দার পিতামাতার কথা মনে হইল। হায়! এমন নিঃসহায় তাহাকে কে করিল? হৃদয় যেন চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—"কেন তোমরা আমায় এমন নিরুপায় ক'রে রেখে গেলে, যার হাতে ইচ্ছে সঁপে দিয়ে গেলে আজ ত আমায় এত বড় বিপদের মাঝে এসে দাঁড়াতে হ'ত না, তোমাদের দান মাথা পেতে নিয়ে দুঃখকেও আমি সুখ ব'লে বরণ ক'রে নিতুম।"

একটা অস্পষ্ট আলোকে যেন তাহার চোখ দুইটা ঝলসিয়া গেল। উপরের দিকে চাহিয়া নন্দা হাত যোড় করিয়া বলিয়া উঠিল—"আমি কে, আমার মনের ও'পর যে তোমাদের মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ রয়েছে, আমি তারি দীপ্তিতে নিজের পথ ঠিক ক'রে নেব।" বলিয়া সে উদ্দেশে পিতামাতার চরণে নমস্কার করিয়া শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

(৩৩)

পৌষমাস শেষ হইয়া গেল। উপেন্দ্র পড়া লইয়া মহাব্যস্ত। যতই দিন যাইতেছিল, নন্দা ভাবিয়া ভাবিয়া অনাদি ভিন্ন উপায় নাই, এমনই একটা সঙ্কল্প করিয়া আপন মনে উপেন্দ্রের নিকট যেন মস্ত অপরাধী হইয়া পড়িতেছিল, আর ইহাদের পূর্ব্বভাবে সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না। উপেন্দ্রকে দেখিলেই নন্দার মাথা কেমন আপনা হইতে নত হইয়া আসিত, কথা জড়াইয়া যাইত, বুক কাঁপিত, তাই সেও যেন লুকাইয়া চলিতেছিল। সহসা সে দিন আনন্দময়ীর কাছে সে উপেন্দ্রের শরীর ভাল নাই শুনিয়া তাহাকে দেখিতে যাইতেছিল। অন্নপূর্ণা আসিয়া হাতখানা হাতের মধ্যে টানিয়া আনিয়া বলিলেন—"পৌষমাস ত শেষ হয়ে এল, এবার আমায় বাড়ী যেতে হচ্ছে, তুমি যদি কথাটা স্থির ক'রে ব'লে দিতে।"

দ্বিধায় চিন্তায় নন্দার মন স্বভাবতঃই যেন কঠোর হইয়া উঠিতেছিল। অন্নপূর্ণার এই বাড়াবাড়িটা আজ মুহূর্ত্তের জন্ম যেন তাহার অসহ্য মনে হইল। গন্তব্য পথে বাধা পাইয়া মত দিতে গিয়াও উত্তেজিত স্বরেই সে উত্তর করিল—"আমিও কিছু বাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছি না, আপনার ছেলেরও সে ভয় নেই।" বলিয়া উঠিয়া পা বাড়াইতে গিয়া অন্নপূর্ণার মলিন মুখের দিকে

চাহিয়া নন্দা শঙ্কিতভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"উপিনদার শরীরটা ক'দিন ভাল নেই, তাকে একবার দেখ্‌তে যাচ্ছি, মনটাও ভাল নেই, কি বল্‌তে কি ব'লে ফেলেছি—" নন্দা আর বলিতে পারিল না, অন্নপূর্ণা আবার হাত ধরিলেন, কাতর বচনে বলিলেন,—"বুড় মানুষ, আমাদের কি মা সময় অসময় জ্ঞান আছে, তা ছাড়া প্রাণ যে তোমার আশপথ চেয়ে রয়েছে, মনের বেগে দোষ ক'রে থাকি ত—"

নন্দা বাধা দিয়া অন্নপূর্ণার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল—"অমন কথা বল্‌বেন না, ওতে যে আমার অপরাধ হয়।"

"তোমার আবার অপরাধ!" বলিয়া অন্নপূর্ণা অল্প হাসিলেন, "না মা, তুমি আর দাঁড়িও না, যাও, উপিনকেই দেখে এস, আমি নয় ততক্ষণ বসি।"

নন্দা বলিল,—"বসুন, আমিও দেখেই ফিরে আস্‌ব।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

এ ঘরে আসিয়া পা দিতে উপেন্দ্র ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল—"কে, নন্দা যে?" বলিতে বলিতেই যেন তাহার উৎসাহটা নিবিয়া গেল, একটা দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া সে নন্দার দিকে চাহিয়া রহিল।

নন্দা সহজ স্বরে বলিল—"ব'ক্‌তে হয় ব'কো, কিন্তু কি ব্যাপার নিয়ে যে আমায় থাক্‌তে হয়, সে খোঁজ ত নেবে না।"

উপেন্দ্র গাঢ় স্বরে বলিল—"তবু একেবারে ভুলে যাওয়া কিন্তু উচিত হয় না।"

"সে কি?" বলিয়া নন্দা দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—"তখনি তোমায় বলেছিলাম, একজন মাষ্টার রেখে দি, রাত নেই, দিন নেই, রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, পাড়ায় পাড়ায় পড়তে ছুটবে, এত কি শরীরে সয়!"

"তেমন ত কিছু হয়নি, দু'দিন শরীরটা কেমন কচ্ছিল, মা আমার অল্পেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন, তাই তোমার কাছে গিয়ে খবর পৌঁছেছে।"

"না গেলেই ভাল হ'ত, না?"

"ভালও হ'ত না, মন্দও বিশেষ হ'ত না। বৃথাই মানুষকে—" বলিয়া উপেন্দ্র থামিয়া বলিল—"মাষ্টার রাখতে দিইনি ব'লে রাগ করেছ নন্দা, কিন্তু আমি অবস্থার অতিরিক্ত চাল দু'চক্ষে দেখতে পারি না। নিজের অবস্থায় কুলালে কথা ছিল না, আর এক জনের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে খেতে জীবন ভোর আমি ত্রুটি করিনি, কিন্তু আর না, এতটা বাড়াবাড়ি ভগবানই বা কেন সহ্য করবেন?"

নন্দা মনে মনে যেন উপেন্দ্রের প্রতি অকারণ অবিচারের কল্পনা করিয়া লইতেছিল, অথচ কি যে সে অবিচার, তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। উপেন্দ্র যেন নন্দার মনে খোঁচা দিবার জন্যই পুনর্ব্বার বলিল—"তুমি নয় পার, কিন্তু দু'দিন পরে এমনও ত হওয়া

অসম্ভব নয়, যখন এ সম্পত্তিতে তোমার তেমন হাতও থাকবে না, পাঁচ রকমের খরচও বেড়ে যাবে, এখন এই যে অভ্যাস করব, তখন আমার কি উপায় হবে বল দিকি!"

"কিন্তু—"

"না না, কিন্তু ত এর ভিতর কিছু নেই, আমার মত মানুষ,— যার অন্নের সংস্থান নেই, তার আবার মাষ্টার! শুনলেও হাসি-পায়।"

উপেন্দ্রের কথাটা নন্দার মনে আঘাত করিল, সে এত বড় খোঁচাটা সামলাইয়া লইয়াও শান্ত স্বরেই বলিল—"তা হ'লে তুমি আর আমায় আগেকার মত আপনার ব'লে মনে কর না, না উপিনদা?"

"এমন কথা তুমি কেন মনে কর? আমি কি তা করতে পারি? তাতে যে আমার মহাপাপ হবে।"

"শুধু পাপের ভয়" বলিয়া নন্দা গুরুতর অপরাধীর মত নীরব রহিল। আনন্দময়ী বলিলেন—"ওর ঐ এক রকমের কথা, তুমি কিছু মনে ক'র না মা।"

নন্দা বলিল—"বাড়ীর ডাক্তার রয়েছে, তাকে দেখিয়ে অষুধই খাও, এমন সময়ে অসুখ-বিসুখ হ'লে যে এই প্রাণপাত পরিশ্রম বৃথা যাবে।"

"কিছু বৃথা যাবে না, অষুধ খাবারও দরকার দেখি না।" বলিয়া

উপেন্দ্র নন্দার বুকের উপর গুরুতর আঘাত করিল। নন্দা মনে মনে বলিল—"এ কি, অভিমান—কিন্তু কেন?"

আনন্দময়ী নন্দার মুখের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন—"ওর কথাতে কি চল্‌তে হবে? ডাক্তারবাবুকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি, দেখি তিনি কি বলেন, আর দেখ মা, তোমার যদি ইচ্ছে হয় ত এখন থেকে একজন মাষ্টার রেখে দাও।"

নন্দা উত্তর করিল না, তাহার গণ্ড বাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু পড়িতেছিল, মুখ ফিরাইয়া আঁচলে অশ্রু মুছিয়া লইয়া সে উঠিয়া চলিল। আনন্দময়ী বলিলেন—"ওবেলা একবার এস, ডাক্তার কি বলেন, শুনে যা হয় ব্যবস্থা করবে।"

(৩৪)

উপেন্দ্র যখন শুনিল যে, নন্দার বিবাহ ঘনাইয়া আসিতেছে, তখন হইতেই তাহার প্রাণে যেন কেন শূন্য শূন্য ভাব দেখা দিল। পৃথিবীতে কেহ ছিল না বলিয়া তাহার যতটুকু ক্ষোভ ছিল, এই নন্দাই এত দিন তাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, সেই নন্দাও পরের হইয়া যাইবে, এ কথাটা মনে হইতেই সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার জীবনের সম্বল কাড়িয়া লইলে, সে বাঁচিবে কি করিয়া! যাহাকে আশ্রয় করিয়া সে এতখানি বড় হইয়াছে, যাহার স্নেহে তাহার নীরস শুষ্কপ্রায় চিত্তবৃত্তি সরস হইতেছিলে, সেই আশ্রয়, সেই স্নেহ

বিচ্যুত হইয়া তাহার দিন কাটিবে কি করিয়া? উপেন্দ্র এই কথাটা ভাবিতে ভাবিতে যখন বিমনা হইয়া উঠিতেছিল, তখন নন্দাও গা ঢাকা দিবার চেষ্টা করিতেছিল বলিয়া, তাহার ক্ষোভটা যেন দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইল, তাই ক'দিন পরে নন্দাকে পাইয়া উচিত অথচ খোঁচামাখা কথায় সে দিন নন্দার হৃদয় বিদ্ধ করিতে সে দ্বিধা বোধ করে নাই। ঐ ক্ষতের জ্বালা লইয়া নন্দা সেই যে চলিয়া-গিয়াছিল, তদবধি সেও আর এ দিকে আসে নাই, উপেন্দ্রও তাহাকে ডাকিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই।

নন্দার মন যেন তাড়া দিতে গিয়া উল্টা তাড়াই খাইতেছিল। বর্ত্তমানে আর সে অনাদিনাথের কোন দোষ দেখিতে না পাইলেও জোয়ারের টান যেন তাহাকে ঐ দুষ্ট ছেলেটির দিকেই টানিতেছিল, বাধা পাইয়া উচ্ছ্বসিত জলরাশি যেন বাঁধ ছাপাইয়া উঠিয়া তাহাকে ঐ দিকেই ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। তবু নন্দা হৃদয়ে বল আনিল, অনাদিনাথ বা তাহার মাতাকে প্রত্যাখ্যান করিবার সঙ্গত কারণ সে খুঁজিয়া পাইল না। অনাদিনাথ একদিন দোষ করিয়াছে, উপেন্দ্রও কিছু চিরনির্দ্দোষ নহে, বরং বেশী দোষী, একদিন ত এই উপেন্দ্র উচ্ছৃঙ্খল ছিল—তবে কি কারণে সে অনাদিনাথকে ফিরাইয়া দিয়া তাহাকে জীবন্মৃত করিয়া রাখিবে? নন্দা ঠিক করিল, সে আর উপেন্দ্রের সঙ্গে বেশী মিশামিশি করিতে যাইবে না, যেমনা আছে, ঠিক তেমনি দূরে দূরে থাকিবে। কিন্তু সঙ্কল্প কার্য্যে

পরিণত করিতে তাহার বড় কষ্ট হইতেছিল, দুর্ব্বল মন যেন পুনঃ পুনঃ বলিতেছিল—"ধরা দেবার ভয়েই সে পলাইয়া বেড়াইতেছে।"

কয়দিন হইতে উপেন্দ্রকে একটা খাতা হাতে ছুটাছুটি করিতে দেখিয়াও নন্দা তাহার গাম্ভীর্য্য ঠিক রাখিয়াছিল, আজ আর পারিল না। দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রে স্বেদসিক্ত, রক্তচক্ষু, শুষ্কমুখ উপেন্দ্রকে বাড়ী ফিরিতে দেখিয়া সে গিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল, উৎসুক স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"ও কিসের খাতা উপিনদা ?"

"তোমার কি দরকার, শুনলে হয় ত ঘুমের ব্যাঘাত হবে!"

এই কঠোর কর্কশ উক্তিটাও যেন নন্দার কানে মধু বর্ষণ করিল, সে ছোট্ট কথায় বলিল—"তবু।"

"এই দেখ না?" বলিয়া উপেন্দ্র খাতাখানা নন্দার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিল, তাহার চোখ যেন ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছিল। নন্দা খাতাখানা কুড়াইয়া লইয়া এক পাতা উল্টাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কার আবার কন্যাদায় উপস্থিত হ'ল ?"

উপেন্দ্র জবাব করিল—"তোমার তা শুনে লাভ ?"

"কোনখানে কিছু হ'ল ?"

"কৈ আর হ'ল। যাদের কিছু নেই, তারা হয় ত দু' এক টাকা দিতে চাচ্ছে, কিন্তু যাদের আছে, তারা ত সিকি পয়সা দেয় না, এ ত অল্প টাকার কাজ নয়। ছেলের বাপ যেন যমদূত।"

আনন্দময়ী আসিয়া উপেন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"এই দেখ, মুখচোখ কেমন কাল হয়ে গেছে। কেন, কোথাও কিছু সুবিধে হ'ল না, না কি ?"

"না মা, এ দেশে দয়ামায়া নেই, হেঁটে হেঁটে পা দু'টো গেল, তার ওপর আবার কথার জ্বালায় অস্থির !"

আনন্দময়ী কাতর স্বরে বলিলেন—"সে যাক্, চল, এবার জিরিয়ে চান্ করবে।"

নন্দাও বলিল—"তাই যাও উপিনদা, আর দেখ, খাতাখানা এখন আমার কাছেই থাক, ও-বেলা নিয়ে যেওখ'ন।" বলিয়া সে একবারমাত্র উপেন্দ্রের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়াই আনন্দময়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"এমন ক'রে তোমার ছেলেকে ছেড়ে দাও মা! দেখ দেখি, কেমন চেহারা হয়েছে, ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে ক'রে কি মানুষ এই দুপুর রোদে ঘুরতে পারে ?"

(৩৫)

ক'দিন নন্দা যেন নীরব সাধনা করিতেছিল। কাহারও সঙ্গে মেলামেশা করিতে মোটেই তাহার প্রবৃত্তি দেখা যাইত না, ঘরে বসিয়া কেবল ভাবিত। সে দিন সন্ধ্যার পরে অন্নপূর্ণার পুনঃ পুনঃ আহ্বানে সে অতি অনিচ্ছায় তাঁহার ঘরে উপস্থিত হইল। "ব'স মা" বলিয়া অন্নপূর্ণা তাহার হাত ধরিয়া বসাইলেন, অনুযোগ

করিয়া বলিলেন—"দিনরাত একলাটি বসে ভেবে ভেবে তোমার শরীর যে আধখানা হয়ে গেল।"

নন্দা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল, ভাবনা যে তাহার কতখানি, অন্নপূর্ণা ত তাহা অনুভবেও আনিতে পারেন নাই। অন্নপূর্ণা বলিলেন—"না মা, অমন মুখ ভার করে আর থাকতে পাবে না, কি হয়েছে, খুলে বল দিকি ?"

কথাটা যে খুলিয়া বলা চলে না, তাহা অন্নপূর্ণাও না বুঝিতেন, এমন নহে, কাজেই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন—"বে' না করেই যত ভাবনা ডেকে আনছ, আমারও দিন দিন শরীর ভেঙ্গে আসছে, আর দেরী কর না।"

একটা কিছু হইয়া গেলে নন্দাও যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে চিন্তার হাত হইতে পরিত্রাণ পায়, তথাপি অল্প কথায় উত্তর করিল—"এই উপিনদার একজামিনটা।"

"সে ত ফাগুনের প্রথমেই হ'য়ে যাবে, বিয়েটা শেষ মাসেও হতে পারে।"

"তা পারে।" বলিয়া নন্দা থামিল, অন্নপূর্ণা আনন্দতিচিত্তে বলিলেন—"তোমার ঐ একটা মুখের কথা পেলে আমিও আশীর্ব্বাদ করে বেরিয়ে পড়তে পারি।"

নন্দা জোর করিয়া মন ঠিক করিল। মুখের শ্বাস ত্যাগ করিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল—"এদ্দিন আপনাকে বসিয়ে রেখে হয় ত আমি

আপনার নিকটও অপরাধিনী হয়েছি, এতই সহ্য কর্‌তে পেরে থাকেন ত এতটুকুও পার্ব্বেন। সে কথাই থাক, গৌণ করেই আর কি হবে। আশীর্ব্বাদ ত রোজ কচ্ছেন, নূতন করে আবার কিছু কর্ত্তে হয় ত তার ভারও আপনার ওপরেই রৈল, যে দিন ভাল মনে কর্‌বেন—" বলিয়া সে থামিয়া গেল। অন্নপূর্ণা নন্দাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া আদর করিয়া বলিলেন—"তোমার কথা শুনে প্রাণ জুড়াল, আমি যে হাপিত্যেশ হয়েছিলাম।"

(৩৬)

স্তিমিতপ্রায় দীপালোকে আনন্দময়ীর কোলে মাথা রাখিয়া অনেক দিন পরে নন্দা যেন আজ শান্তির ক্রোড়ে শুইয়াছিল। আনন্দময়ী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বেশ ভাল ক'রে ভেবে দেখেছ মা ?"

নন্দাও ধীর স্বরেই উত্তর করিল—"ভালমন্দ জানি না, মানুষের যা সাধ্য তাতে ত্রুটি করিনি।"

"তা হলেই হ'ল, কপালে কি আছে, সে কেউ বুঝ্‌তেও পারে না, বল্‌তেও পারে না, মনকে প্রবোধ দেবার সম্বল থাকলেই হ'ল যে, আমি ভাব্‌তেও কম ভাবিনি, চেষ্টা কর্‌তেও কম করিনি।"

খানিকক্ষণ কাহারও মুখে কথা ছিল না। আনন্দময়ীর

প্রাণ যেন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন করিয়া রাখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কালকেই তা হ'লে পাকা দেখা হ'য়ে যাবে।" আনন্দময়ীর স্বরটা কেমন কাঁপিতেছিল। নন্দা বুঝিয়াও সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া ধরা গলায় বলিল—"হাঁ মা, সে কথাই ত হয়েছে।"

"তা বেশ।"

"তার আগে তুমিও আশীর্ব্বাদ কর মা, তোমার আশীর্ব্বাদ যেন বর্শ্মের মত ঢেকে রাখে।"

আনন্দময়ীর বুকটা কেমন খালি খালি ঠেকিতেছিল, জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন—"সে আবার বল্‌তে, তোমাদের শতমুখে আশীর্ব্বাদ করেও যে আমার সাধ মেটে না, তুমি মা স্বামিসোহাগিনী হও।"

নন্দা স্থিরনয়নে জানালাপথে চন্দ্রকরের দিকে চাহিল, তাহার যেন বোধ হইতেছিল, শুভ্র জ্যোৎস্নার কমনীয়তাটা কে চুরি করিয়া লইয়াছে। বাগানের বৃক্ষগুলি যেন ফলহীন হইয়াও মাথা নোয়াইয়া আছে, একটা বিষাদ যেন এই আনন্দময়ীর হৃদয়ের মতই তাহাদের ভিতর বাহির ঘিরিয়া রহিয়াছে। নন্দা চোখ ফিরাইয়া লইল, কাতরকণ্ঠে বলিল—"তুমি আমার মা, না জেনে যদি অপরাধ ক'রে থাকি, তা কিন্তু ক্ষমা করবে।" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

আনন্দময়ী তাড়াতাড়ি নন্দার চিবুক ধরিয়া বলিলেন—"ছিঃ, মা, অমন কথা কেন মনে কচ্ছ, শুভ কার্য্যের আগে তুমি মনে কোন দ্বিধা কর না।" বলিয়া তিনি উপেন্দ্রের ঘরে গিয়া ডাকিলেন—"উপিন!"

উপেন্দ্র তখন একখানা খোলা পুস্তক পাশে ফেলিয়া রাখিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়াছিল। আনন্দময়ী তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, একটা দারুণ ঝড় যেন তাহার শরীরের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াচে, পত্রপুষ্পশোভিত বৃক্ষটি যেন ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে! আনন্দময়ীর আহ্বানে উপেন্দ্র "কেম মা," বলিয়া উঠিয়া বসিল।

"রাত অনেক হয়েছে, খাবে এস।"

"আজ আর খাব না।"

আনন্দময়ী "সে কি" বলিয়া শয্যার উপর বসিয়া পড়িয়া উপেন্দ্রের হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া বলিলেন—"আজ যে তোর জন্যে আমি নিজে রেঁধেছি।"

উপেন্দ্র আর দ্বিরুক্তি করিল না, বুকের কান্নাটা চাপিয়া রাখিয়া সে গিয়া আহারে বসিল। ভাতের থালা সম্মুখে রাখিয়া আনন্দময়ী কি বলিতে যাইতেছিলেন, উপেন্দ্র বলিল,—"এবার দেখ্‌ছি, এতদিনের পাট ওঠাতে হ'ল।"

"কেন রে?"

"তুমি হয় ত ঐ অনাদিটিকে এখনও ঠিক বুঝ্তে পারনি, ওকে ত আমি আজ দেখ্ছি না, দেখে দেখে যে পাকা হ'য়ে গেছি। ওর এই যে এত সব ভালমানুষি, এ কিছু মনের কথা নয়, এটা হচ্ছে কাজ উদ্ধার কর্বার ফন্দী, নন্দার মনের অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করেছে।"

"তা হ'ক বাবা, যেতেই হয় ত ভয় কি, তুমি পুরুষমানুষ, আমার এক মুঠা ভাত আর জোটাতে পার্বে না?"

ধীরে ধীরে উপেন্দ্রের একটি ক্ষীণ শ্বাস বাহির হইয়া গেল, তাহার উদ্দেশ্যহীন জীবন যে নন্দার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল! আবাল্য শত কার্য্যের মধ্যে, সহস্র খেয়ালের মধ্যে নন্দা ভিন্ন আর কাহাকেও সে জানিত না, সেই নন্দা পর হইয়া চলিল, শুধু পর নহে, এমন লোকের হাতে গিয়া পড়িতেছে, যেখানে উপেন্দ্রের কথা বলিবার যো থাকিবে না। উপেন্দ্রের হৃদয় হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। অযথা ভাতগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া তাহার হাতও যেন বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল, এই বাড়ীর ভাত হয় ত এই শেষ, তবু একটি গ্রাসও মুখে গুঁজিবার শক্তি তাহার হইল না। আনন্দময়ী ব্যস্তভাবে বলিলেন—"ও কি উপিন, ভাত যে মুখেই দাওনি।"

"এ ভাত যে আর মুখে যেতে চায় না মা, এ যে এখন কসায়ের অন্ন হ'য়ে উঠ্ল, যেখানে দয়ামায়া ছিল, দীন-দুঃখীর উপায় হ'ত

আজ হ'তে সে স্থান যে বিলাসের ক্রীড়াভূমি হ'য়ে উঠ্‌বে, পিশাচের তাণ্ডব-নৃত্যের স্থান হবে।"

"না বাছা, অনাদি ঠিক শুধ্‌রেছে, আর যদিও কিছু বাকী থাকে ত নন্দার মত মেয়ের গুণে সে সব দোষ ওর ঢেকে যাবে।"

"আমার মা ঐ কথাটা ভেবেই কান্না পাচ্ছে, আহা নন্দার কি গতি হবে, সে যে মুক্তার মালা মনে ক'রে সাপ গলায় পর্‌ছে।" বলিতে বলিতে উপেন্দ্রের চোখ হইতে দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া ভাতের থালায় পড়িতে আনন্দময়ী অধীর হইয়া উঠিলেন, বলিলেন —"এ কি বাপ, না না, তুমি অমন কর না।"

উপেন্দ্র থামিল, মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিল—"এ যে মা মরুভূমে বান এসেছে, একে রোধ করা বড় দায়, আমার মত পাষাণের চোখে জল, বড় অল্প কারণে দেখা দেয়নি, নন্দা যে আমার বড় আপনার, ওর অনেক খেয়েছি, তাই তার কোন অমঙ্গলের কথা মনে হ'লে চোখের জল চেপে রাখা দায় হয়।"

"ভগবান্ অবিশ্যি মঙ্গল কর্‌বেন, নন্দা জেনে ত কোন পাপ করেনি যে, বৃথা শাস্তি ভোগ কর্‌বে?"

ভগবানের নামে উপেন্দ্র হৃদয়ে মস্ত একটা বল পাইল, উচ্ছ্বসিত বেগে বলিয়া উঠিল,—"তুমি তাই আশীর্ব্বাদ কর মা, ভগবান্ যেন ওকে সুখী করেন।"

কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাশের জানালা হইতে নন্দার

সজল মুখখানাও অপসারিত হইল। সেও দ্রুত স্পন্দিত হৃদয় ভগবানের নামে স্থির করিতে চেষ্টা করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

(৩৭)

উপেন্দ্রের কথাগুলি চিন্তা করিতে করিতে নন্দা শুইয়া পড়িল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতীত হইতে লাগিল, শত চেষ্টা করিয়াও সে ঘুমাইতে পারিল না। প্রভাত হইলে সে অনাদির নিকট বাগ্‌দত্তা হইবে, তাঁহার আর কোন ভাবনাই থাকিবে না, তাই বর্ষার প্রারম্ভে স্রোতের মুখে জোয়ারের জল আসিয়া খাল-বিল নালা-ডোবা ভরিয়া দিয়া যেমন পথ-ঘাট বন্ধ করিয়া দেয়, তেমনি জগতের সমস্ত চিন্তাভাব আজ নন্দার মনের সমস্ত অংশ অধিকার করিয়া তাহার শ্বাস রুদ্ধ করিয়া আনিতেছিল। সত্য সত্যই অনাদিনাথের এই অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ নহে ত? নন্দার শরীর শিহরিয়া উঠিল, দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মানুষ যেমন কাঁপিয়া ওঠে, বাত্যাতাড়িত কদলীপত্রের ন্যায় নন্দাও তেমনি কাঁপিয়া উঠিল। যদি তাহাই হয়, তবে ত আর কোন আশা-ভরসাই থাকিবে না, আত্মকৃত ব্যাধির মত সে নিজেই যে আপনাকে ধ্বংসের মুখে তুলিয়া দিল। সে ত জ্ঞাতসারেই যৌবনের সুখদুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিকাইয়া দিতে অপরিচিত পথে চলিয়াছে। অজ্ঞাত কণ্টকাচ্ছন্নতার ভয় তাহার মনের প্রচ্ছন্ন

স্থান অধিকার করিয়া বসিল। মানুষ কি এমন করিয়া সাধুতার ভাণ করিতে পারে? বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিমান্ অনাদিনাথ কেমন করিয়া স্বেচ্ছায় মানুষের এমন সর্ব্বনাশ করিবে? সে হয় না, হইতে পারে না, উপেন্দ্রই হয় ত ভুল বুঝিয়াছে, নন্দা মুক্তির শ্বাস ত্যাগ করিল। অনাদিনাথ ত অসামুষোচিত কোন কাজ কখনও করে নাই। একটু কঠোর, একটু সংযত, একটু যেন স্বার্থপর, তা তাহার মত লোকের সে দোষ, কালে সংশোধিত হওয়া কিছু বিস্ময়কর নহে। মন যেন অনেকটা স্থির হইল, একটা আত্মপ্রসাদ তাহাকে প্রফুল্ল করিতে চেষ্টা করিল। যদি তাহাই হয়, নন্দার বিষণ্ণ মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল। নন্দার জন্যই অনাদিনাথ তাহার স্বভাবসুলভ রুক্ষতা এত শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়াছে। নন্দার বুক অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিল। বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছিল, পাখা শন্ শন্ করিয়া বাতাস দিতেছে। নন্দা উঠিয়া বসিল, উপেন্দ্রের ম্লান মুখ মনে পড়িতেই একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে উপেন্দ্রের স্মৃতি জাগরূক রহিয়াছে, বাল্যের স্মৃতি নন্দার হৃদয় মথিত করিয়া তুলিল। তাহার সন্তোষের জন্য উপেন্দ্র না করিয়াছে, এমন কাজ ছিল না। নন্দাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে উপেন্দ্র যে হাতে আকাশ পাইত। এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি শত খেয়ালের মধ্যে শত লোকের সহস্র কার্য্যের অন্তরালেও তাহার একটি আকুল

বাসনা যেন নন্দার সুখের জন্য নিযুক্ত থাকিত, এতদিন পরে সেই উপেন্দ্র পর হইতে চলিল। নন্দার চোখ ছাপাইয়া জল আসিল, তীব্র আঘাতে ব্যথিত হইয়া সে বলিয়া উঠিল—"দু'জনে যদি না বনে, তা হ'লে আমার উপিনদাকে শেষে পথে দাঁড়াতে হবে?"

অবসন্নের মত নন্দা শয্যায় কাত হইয়া পড়িল, গণ্ড বাহিয়া তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল, আঁচলে মুছিয়া লইয়া বলিল—"তাকেই বা আমি ত্যাগ কর্ত্তে যাই কেন, সে যে আমার; চিরদিন ত সে আমার হয়েই ছিল; একটা পাতান সম্বন্ধ বৈ ত নয়, সেটাকে ভেঙ্গে ফেলে নতুন করে সম্বন্ধ স্বীকার কল্লে কি দোষ হ'ত?"

নন্দার হৃদয় যেন উচ্চ চীৎকার করিয়া বলিল—"দোষ কিছু ছিল না বটে, কিন্তু সে যে আর হবার যো নেই, কথা দিয়ে বসেছ যে।"

সত্যই কি নন্দার হৃদয় অন্যের কাছে বিক্রীত হইয়াছে। কিন্তু হৃদয়ের অভ্যন্তরপ্রদেশ যে আজও উপেন্দ্রের ছায়াতে পরিপূর্ণ, তবে—তবে সে অন্যের হইবে কি করিয়া? অনাদিনাথ ত এত করিয়াও উপেন্দ্রকে তাহার স্থান হইতে এক পা সরাইতে পারে নাই। কিন্তু,—নন্দা আবার বিষম ভাবনায় পড়িল, কথা দিয়াই ত সে বিপদে পড়িয়াছে। ঠকিতেও যদি হয়, তবু কথা ফিরান চলে না! তাহা হইলে আনন্দময়ী কি বলিবেন? কিন্তু নন্দার হৃদয়ে

আশ্বাস ছিল, অন্নপূর্ণা পরম সন্তুষ্ট হইবেন, অনাদিনাথ পরম মিত্র হইবে। নন্দা সহসা খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, যাহা করিয়াছি, তাহাই ঠিক, মুখের কথা ঘুরাইয়া লইয়া মানুষের কাছে উপহাসের পাত্রী হইতে সে প্রস্তুত ছিল না! সে যাহা বলিয়াছে, তাহাই করিতে হইবে। উপেন্দ্রকে সে যে স্থান দিয়াছিল, সে স্থানে আর কাহারও অধিকার হইবে না, সে তাহাকে যেমন ভ্রাতৃভাবে দেখিয়া আসিয়াছে, ঠিক সেই ভাবেই দেখিবে। কিন্তু অনাদি যদি তাহাকে তাড়াইয়া দিতে চাহে, নন্দা মনে মনে বলিল—"সে কেন তা চাইবে, আমার বিরুদ্ধে চ'লে তার লাভ!"

প্রতিকূলযুক্তি হাসিয়া উঠিয়া যেন উত্তর করিল—"কার কিসে লাভ, সে ত' সবাই বলতে পারে না, অনাদি যদি তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়।"

"কিন্তু শুধু তার ইচ্ছে হ'লেও ত হবে না, আমার সব ত আমারই অধিকারে।"

নন্দার মন হাসিয়া উঠিল—"সব যদি তোমার ত তাকে কি দিতে যাচ্ছ?"

নন্দা মনের কালিমা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার জন্য শয্যা ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া যেন একটা করুণ আর্ত্তনাদ তাহার কানের গোড়ায় ধ্বনিত হইতেছিল, আশে পাশে সম্মুখে পশ্চাতে যেন একটা বিরাট অন্ধকার বিভীষিকা লইয়া

দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রাসাদের উপর দিয়া বিকট রবে পেচক ডাকিয়া গেল, নন্দা কাঁপিয়া উঠিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া আনন্দময়ীর ঘরের সম্মুখে আসিয়া ডাকিল—"মা ?"

আনন্দময়ী সে স্বরে চম্‌কিয়া উঠিলেন, জপের মালা হাতে, বাহিরে আসিয়া বলিলেন—"কি মা, এত রাত্তিরে যে ?"

কথা বলিতে গিয়া নন্দার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তাড়াতাড়ি সে ইলেকৃট্রিক্ আলোর সুইচ্‌টা টিপিয়া দিল, অন্ধকার কাটিয়া তীব্র আলোকে মুখচোখ ঝলসিয়া উঠিল। আনন্দময়ী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমায় কিছু বল্‌বে ? কোন সঙ্কোচ কর না, মা'র কাছে কি মেয়ের লজ্জা কর্ত্তে আছে ?"

নন্দার চোখে জল আসিতেছিল, সহসা সে বসিয়া পড়িল, আনন্দময়ী তাহাকে বুকের উপর টানিয়া আনিয়া বলিলেন—"বল্‌তে কেন ভয় পাচ্ছ মা, আমি ত তোমার ভাল ছাড়া মন্দের কথা ভাবি না।"

নন্দা মনে বল আনিয়া, রুদ্ধ স্বর সহজ করিয়া লইয়া বলিল—"না, তেমন কোন কথা নেই, ঘুম হচ্ছিল না, তাই মনে কর্‌লেম, একবার তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই।"

বাহিরের ছাদের উপর পেচক আবার বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিতে নন্দা শিহরিয়া উঠিল; আনন্দময়ী বলিলেন—"ষাট, ষাট, ভয় কি মা; তুমি না হয় আমার কাছেই শোও, রাত অনেক হয়েছে, না ঘুমুলে অসুখ কর্‌বে।"

নন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল—"না, ঘরেই যাই, ঘুম'বার চেষ্টা করি গে।" বলিয়া চলিয়া গেল, আনন্দময়ী একটি ছোট শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"ভগবান্, এমন মেয়ের মনে যেন কষ্ট দিও না।"

(৩৮)

নন্দা তবু ঘুমাইতে পারিল না, উপেন্দ্রের কথাটাই তাহার থাকিয়া থাকিয়া মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। এ বিবাহে উপেন্দ্রের মনে গুরুতর আঘাত লাগিবে, কিন্তু কৈ, জীবনে ত এক দিনের জন্যও নন্দা উপেন্দ্রের নিকট হইতে তেমন আভাস পায় নাই। মন বলিয়া উঠিল—"নিজের জিনিষ পরকে বিলিয়ে দিয়ে অভাব অনুভব না করে, কষ্ট না হয়, এত ত্যাগী ত উপিন আজও হয় নি।"

সত্যই কি উপেন্দ্র নন্দাকে নিজের জিনিষ বলিয়া মনে করে, সে কিছু অসম্ভব নয়, নন্দার হৃদয়ের এতখানি যাহার ছায়ায় ভরিয়া আছে, সে যে তাহার হৃদয়ে নন্দার ছায়ামাত্র স্থান না দিয়া পারিবে, এমনটা কি বলা যায়! নন্দা মনে মনে বলিল—"নিজের জিনিষ ভাবুক, কিন্তু অন্য ভাবে আমাকে সে ভাবতেই পারে না।"

কে উত্তর দিবে? নন্দা যেন উত্তরের আশায় বাহিরের দিকে দৃষ্টি করিল,—কিছু দেখা যায় না, নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে যেন জগতের সমস্ত জিনিষ লুকাইয়া ছিল। অলক্ষ্যে থাকিয়া

যেন কে উত্তর করিল—"কিন্তু যদিই ভাবে, আগে হয় ত নাও ভাব্‌তে পারে, কিন্তু এখন যদি তার এ ভাবনা হ'য়ে থাকে। যখন ভাব্‌ত না, তখন হয় ত তার এ সব খেয়ালই ছিল না। এখন যে উপিন বদ্‌লে গেছে, আর নন্দা ইচ্ছে করেই যে তাকে নূতন ভাবে গঠিত করে তুলেছে। যদি তাই হয়, নন্দার কথায়, তারি আশায় তার এ পরিবর্ত্তন হয়ে থাকে ত এখন সে যে দারুণ আঘাত পাবে, তার জন্য দায়ী কে হবে, তুমিই নয় কি?" নন্দা চোখ বুজিল, "না, আর চিন্তা কর্ব্ব না, এদ্দিনে বিবেচনা করে যে কথা ঠিক করে ফেলেছি, আর তার নড়চড় করা সম্ভব নয়।" বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল, নিদ্রা আসিল না, চিন্তার হাত হইতেও সে নিস্তার পাইল না, "আর দু'এক দিন সময়ও যদি নিতাম।" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বাতায়নপথে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, রাত্রির অন্ধকার কাটিয়া দিনের আলো দেখা দিয়াছে, নন্দা আবার মনে মনে বলিল—"আজ আশীর্ব্বাদ হবে, পাকা দেখা হবে, আজ যে শুভদিন, পাকা দেখার আগে যাই, গৃহদেবতাকে নমস্কার করে আসি।" বলিয়া দোর খুলিয়া বাহিরে পা বাড়াইয়া রুক্ষকেশ রক্তচক্ষু উপেন্দ্রকে দেখিয়া সে চমকিয়া জড়ের মত অচল হইয়া পড়িল। উপেন্দ্র কাতর কণ্ঠে বলিল—"নন্দা, আমার সেই ফর্দ্দখানা, —আর দেরী কল্লে চলে না।"

উপেন্দ্রের চোখমুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া, নন্দার যেন তাহার

পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা হইতে-ছিল, অতিকষ্টে সে মনের আবেগ গোপন করিয়া বলিল—"ফর্দ্দ কি হবে উপিনদা, বে'তে যা টাকা লাগ্‌বে, সব ত আমি দিতে বলে দিয়েছি।"

"থাক, তার আর দরকার নেই—তুমি খাতাখানা দাও, দেখি, ভিক্ষে করে যদি কিছু করে দিতে পারি।"

উপেন্দ্রের চোখের তারা যেন ছুটিয়া বাহির হইতেছিল। আত্মসংযম অসম্ভব হইবে মনে করিয়া নন্দা সে দিকে দৃষ্টি না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল —"সে কি?"

"অনাদিবাবু ত এখন আর কারু হুকুমের চাকর ন'ন, তার মত যদি না হয়?"

"সে আমি দেখ্‌ব।" বলিয়া নন্দা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

যথাসময়ে পাকা দেখা শেষ করিয়া অন্নপূর্ণা দেশে চলিয়া গেলেন। আশীর্ব্বাদের সময় নন্দা মুখ তুলিয়া চাহিতেও পারিল না। তাহার যেন কেবলই মনে হইতেছিল, পাকা দেখা হইয়া গিয়াছে, উষালোকে উপেন্দ্র দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেই যেন সে কার্য্য সমাধা করিয়াছে। আর হয় না, হইতে পারে না, এখন যাহা হইতেছে, তাহা একটা খেলামাত্র।

নন্দার বসিয়া থাকাও অসম্ভব হইয়াছিল। সমস্ত পৃথিবী

যেন তাঁহার চোখের উপর ঘুরিতেছিল—কে যেন সহসা আঘাত করিয়া তাহার পা দু'খানা ভাঙ্গিয়া দিল। অতি কষ্টে প্রাচীর ধরিয়া সে নিজের ঘরে আসিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িল। তাহার দেবতাপ্রণাম করাও হইল না, আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করাও হইল না, ঘটনাগুলি যেন বিকৃত মূর্ত্তিতে বিফলতার উপহাস লইয়া চক্ষুর সম্মুখে তাণ্ডবনৃত্য করিতে লাগিল।

(৩৯)

উপেন্দ্র বলিল—"না মা, সময় থাকৃতে যাওয়াই ভাল, শেষটা কি অপমান হ'তে থাকব'।"

আনন্দময়ী বলিল—"বাবা উপিন, ভুল বুঝ' না। শত্তুরের কাছ থেকে পালিয়ে পার আছে, কিন্তু যেখানে প্রাণের টান রয়েছে, সেখানে ত তা চলে না।"

উপেন্দ্র অধোমুখেই রহিল, আনন্দময়ী "তোরও মান অপমান বোধ আছে উপিন!" বলিয়া উপেন্দ্রের দিকে চাহিতেই সে বলিয়া উঠিল—"সে একদিন ছিল, যখন আমার সে জ্ঞান সত্যিই ছিল না, এখনও আমি পাতের ভাত কুড়িয়ে খেতে পারি, কিন্তু—"

আনন্দময়ী বলিলেন—"বেশ ত, ভাল না লাগে বিয়ের পর না হয় যাবে। কেউ ত ধরে বেঁধে রাখ্‌তে পার্‌বে না।"

এ বাটীর বাতাসটুকু পর্য্যন্ত উপেন্দ্রের নিকট দূষিত বোধ

হইতেছিল। মনুষ্যত্বের দিকে যাইতে যাইতে তাহার মনের স্নেহের বীজটা যে প্রেমে পরিণত হইতেছিল, তাহা এত দিন সে বুঝিতে পারে নাই, তবু এ কি মর্ম্মান্তিক যাতনা—একটা দারুণ অভাব যেন ভিতরে থাকিয়া গুমরিয়া উঠিতেছিল। দীনহীন সে, যে রত্নটি অতি গোপনে হৃদয়ের নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহাকে আজ অন্য একজন আপনার করিয়া লইবে, আর সে দাঁড়াইয়া দেখিবে !—যে চিরকাল তাহারই ছিল, আজ তাহারই চোখের উপর সে অপরের হইয়া যাইবে, উঃ, সে যাতনা কি মানুষ সহ্য করিতে পারে? অথচ এখানে থাকিয়া তাহাকে সে দৃশ্যই দেখিতে হইবে, সব নীরবে সহ্য করিতে হইবে। বুক ফাটিয়া প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে না? নন্দা কি তাহা বুঝিতেছে? মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সে বলিল—"আচ্ছা, দেখ দেখি, কি আক্কেল, গরীবের ফর্দ্দখানা সে দিন চেয়ে নিলে, কিন্তু ফেরত দেবার নামও কল্লে না, আজ সকালে চাইতে বল্‌লে টাকা দিতে ব'লে দিয়েছি। অনাদিবাবু টাকা দেবে না, সে আমি জানি, আচ্ছা, তুমিই বল, তার কাছে আমি চাইতে যেতে পারি?"

"টাকা চেয়ে দরকার নেই বাবা, তুমি ফর্দ্দখানা নিয়ে এস।"

"তোমার যেমন কথা।" বলিয়া উপেন্দ্র ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিল—"বেচারার মেয়ে নিয়ে জাত যাচ্ছে, ফর্দ্দ এনে এদ্দিন পরে তাকে কি বলি?"

"আমিও সে কথাই বলছি, দেশে আমাদের একখানা বাড়ী আছে, গিয়ে বাস কর্‌ব, সে আশা ত করি না, সেখানা বেচে যদি একজনের দায় উদ্ধার হয়—"

দেখিতে দেখিতে বিবাহ ঘনাইয়া আসিল। আত্মীয়-বন্ধুতে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আনন্দরবে দিক্ মুখরিত হইতে লাগিল। কিন্তু নন্দার মুখে হাসি নাই, হৃদয়ে আনন্দ নাই, সে যেন দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছিল। আশা-নিরাশায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে পীড়িতা হইয়া সে চারুর স্বরের জন্য যেন উৎকর্ণ হইয়াছিল। দিন দুই পরে সেও আসিয়া হাজির হইল। চারু আসিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি গো, এদ্দিনে ফুল ফুট্‌ল? কিন্তু কার ভাগ্য প্রসন্ন হ'ল বল দেখি?"

কিন্তু নন্দার চোখ-মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই চারু যেন বেত্রাঘাতে বিবর্ণ হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি নন্দার হাত ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ঘটনা কি বল দিকি?"

"কি জানি ভাই?" বলিয়া নন্দা উদাসিনীর মত আকাশের দিকে চাহিল।

চারু বলিল—"সে কি, না ভাই, সে ত হ'তে পারে না, এ কিছু জোরের কথা নয়। কেন উপিনবাবুর সঙ্গে—"

নন্দা যেন জ্বলিয়া উঠিল, বাধা দিয়া বলিল—"না না, অনাদি—" বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল।

চারুও নীরবে রহিল। অনাদির সহিত যদিও তাহার মোটেই জানাশুনা ছিল না, তথাপি সে নামটা শুনিয়াই যেন কেমন তাহার

অশ্রদ্ধা জন্মিল। বিশেষ করিয়া উপেন্দ্রের প্রতি একটা প্রগাঢ় অনুরাগ থাকায় সে এই অন্যথা ঘটায় দুঃখিত হইল। বলিল—"আমি কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উপিনবাবুকেই ঠিক ক'রে রেখেছিলাম। আমার মন যেন বল্‌ত, তুই সত্যি তাকে ভালবাসিস্‌ ?"

"নন্দা !"

সহসা গৃহমধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব হইল। নন্দার বৃদ্ধ পিসামহাশয় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"না না, এ হ'তে পারে না, কক্‌খনও না !"

নন্দা ও চারু হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। নন্দার বৃদ্ধ পিসা-মহাশয় বলিলেন—"আমাদের আগে থেকে জানানও তোমার উচিত ছিল নন্দা, অনাদির মত অসৎ পাত্র—"

তিনি থামিলেন। চারু জিজ্ঞাসা করিল—"কিসে ?"

"কিসে নয়, এক গ্রামেই ত আমাদের বাড়ী। ছোটকাল থেকে ওর যে কীর্ত্তির অভাব নেই। পাড়ার বৌ-ঝি ওর জ্বালায় ঘরে থাক্‌তে পারে না।"

সহসা নন্দা মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল। "জল জল, ডাক্তার ডাক্তার" শব্দে বাড়ীখানা মুখরিত হইয়া উঠিল, আনন্দময়ী তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া কোন্‌দিক্‌ হইতে শব্দ আসিতেছে, ঠিক করিয়া লইয়া নন্দার গৃহের দিকে ছুটিয়া চলিলেন।

নন্দাকে তখন শয্যার উপর শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ধীরে ধীরে চোখ চাহিয়া সে ক্লিষ্ট স্বরে বলিল—"ডাক্তার ডাক্‌তে

হবে না, [illegible] কর্ত্তেও হবে না।" বলিয়া সে অন্নপূর্ণার দিকে [illegible] বলিল—"থাক, আপনাকে বাতাস কর্ত্তে হবে না।" একটু থামিয়া কয়েকটা শ্বাস টানিয়া লইয়া আনন্দময়ীর দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল—"মা, আমার মাথাটায় একটু বাতাস কর না।"

আনন্দময়ী মাথার কাছে যাইতে অন্নপূর্ণা সরিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে মা, হঠাৎ কেন এমন হয়ে পড়্লে?"

নন্দা বিদ্যুদগতিতে উঠিয়া বসিল, ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় বলিল—"যান্ আপনি আমার সম্মুখ থেকে দূর হয়ে যান্, যান্ বল্ছি।"

সম্মুখে স্বগ্রামবাসী নন্দার পিসামহাশয়কে দেখিয়া অন্নপূর্ণার মুখ মৃত্যুবিবর্ণ [illegible] মত সাদা হইয়া গেল, মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া কম্পিতপদে তিনি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

(৪০)

আনন্দময়ী নন্দার মাথা কোলে টানিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে মা?"

নন্দা কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল—"তোমার আশীর্ব্বাদ আমায় রক্ষা করেছে, নৈলে আমি যে কি ভুল করতে যাচ্ছিলেম।"

"কি ভুল মা?"

মায়ে বেটায় আমায় অমৃত বলে বিষ খাওয়াচ্ছিল, ভাগ্যি পিসেমশায় এসে পড়্লেন।

ভয়ে আনন্দময়ীর মুখ সাদা হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

(৪১)

নন্দা অসাড়ের মত শুইয়া ছিল, আনন্দময়ী হাত ধরিলেন, নন্দা বলিল—"এখন উপায় ?"

"উপায় ত ঘরেই রয়েছে, পাকা দেখাও ঠিক সময়ে হয়ে গেছে, —আজ তোমার এমন করে থাক্‌লে চল্‌বে না, আজ আমার বড় আনন্দের দিন।"

নন্দা অতিকষ্টে জিজ্ঞাসা করিল—"সে কি আমায় ক্ষমা কর্ব্বে ?"

"অপরাধ কবে কল্লে যে ক্ষমা কর্‌তে হবে, আমি ত বরাবর জানি যে, এ হবার নয়, হ'তে পারে না, যাঁর কাজ তিনিই কর্ব্বেন, জেনে কথাটি কইনি, কেউ কি বিধিলিপি খণ্ডন কর্ত্তে পাবে ?" মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিয়া তিনি নন্দার হাত ধরিয়া উপেন্দ্রের ঘরের দিকে যাইতে যাইতে আবার বলিলেন—"এক জনের জিনিষ কি জোর করে কেউ নিতে পারে ? প্রাণের বিনিময় অনেক দিন হয়ে গেছে মা, একে আলাদা কর্‌বার শক্তি ত দেবতারও নেই, তুমি ত জান না, উপিন আমার এ ক'দিন কি করে কাটিয়েছে।"

কথা শেষ হইতে হইতে উভয়ে উপেন্দ্রের ঘরের দোরে গিয়া উপস্থিত হইল। নন্দা বিহ্বল দৃষ্টিতে আনন্দময়ীর মুখের দিকে চাহিল, আনন্দময়ী বলিলেন—"চল মা, এই যে তোমার ঠিক স্থান, গঙ্গা যে সাগরসঙ্গমে গিয়েই পড়েছে, খালবিল ত তার আধার হ'তে

পারে না, এস মা, আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ কচ্ছি।" বলিয়া হাত ধরিয়া উপেন্দ্রের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

উপেন্দ্রের যেন বাহ্যজগতের সঙ্গে সম্বন্ধই ছিল না, এত কাণ্ড যে ঘটিয়া গেল, তাহার সংবাদও সে রাখিত না। আনন্দময়ী যাওয়া অবধি সে যেন তাহার আরাধ্যা দেবীর প্রতিকৃতি আঁকিয়া তাহারই ধ্যানে তন্ময় হইয়া রহিয়াছে, সহসা ইহাদিগকে উপস্থিত দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল—"নন্দা!"

নন্দা উত্তর করিতে পারিল না, আনন্দময়ী বলিলেন—"এস বাছা, এই শুভক্ষণে আমি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করি।"

উপেন্দ্র বোকার মত চাহিয়া রহিল, আনন্দময়ী তাহার হাতে নন্দার হাতখানা রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি মা, তোমার হাতের নোয়া অক্ষয় হয়ে থাক, বাবা উপিন, তোমার জিনিষ যে আর কেউ নেবে, তা ত আমি সইতে পারি না, নন্দাও সইতে পাবে না, এবার নিজের জিনিষ বুঝে নাও, আমার অনুরোধে, ভুলেও যেন এর অযত্ন ক'র না।"

উপেন্দ্র নড়িল না, নন্দা আনন্দময়ীর পায়ে পড়িয়া নমস্কার করিল, মুখে কথা সরিল না, অজস্র অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়া তাহার মনের কথা জানাইয়া দিল! আনন্দময়ী বলিলেন—"তুমি সুখী হবে মা, আমার আশীর্ব্বাদ—এতে কোন সন্দেহ কর না।" বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। এতক্ষণে উপেন্দ্র কথা বলিল, জিজ্ঞাসা করিল—"নন্দা, এ কি?"

নন্দার কান্না রোধ করা কঠিন হইতেছিল, সে আর্ত্তস্বরেই বলিল—"তুমিও কি আমায় পায়ে স্থান দিতে পার্ব্বে না?"

"আমি!"

"হাঁ, তুমি, তুমি ছাড়া আমার আপনার বল্‌তে কে আছে যে, তার কাছে গিয়ে দাঁড়াব, বাল্যকাল থেকে আমি যে শুধু তোমায়ই জেনে এসেছি।"

"আমি মূর্খ, একদিন নেশা পর্য্যন্ত করেছি, আজও পরের অন্ন আমার সম্বল, পথের ভিখারীকে পূজ' করে তুমি কি সুখ পাবে, তুমি কি পার্ব্বে—" মধ্যপথে উপেন্দ্রের কথা আট্‌কাইয়া আসিল।

নন্দা বলিল—"এক দিন যদি ভুলই করে থাকি, তবু কি আমার পক্ষে এ পারা অসম্ভব? বুক চিরে দেখাবার হ'ত ত দেখাতাম, কার প্রতিকৃতি হৃদয়ে গাঁথা রয়েছে। পথের ভিখারী কেন, তোমার কিসের অভাব, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমার **সিঁথির সিঁদূর** যেন চিরকাল বজায় থাকে।" বলিয়া সে ধীরে ধীরে উপেন্দ্রের পায়ের উপর মাথা রাখিল।

সম্পূর্ণ।